গ্রন্থসত্ব : সঞ্জয় মুখোপাধ্যায

প্রচ্ছদ : রমেন আচার্য

প্রকাশক ঃ বিতস্তা ঘোষাল
নীল সরস্বতী প্রকাশন, ৭৯ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলিকাতা-৯ থেকে ১লা মে ১৯৬০ প্রকাশিত।

পরেশনাথ পান কর্তৃক ইন্দ্রলেখা প্রেস,
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত

লেখকের অন্য গদ্যগ্রন্থ ঃ ১. স্থানাঙ্ক নির্ণয়
২. দিন যাপনের উপাখ্যান (যন্ত্রস্থ)

উৎসর্গ

শ্রীসুনীল মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুজিত মুখোপাধ্যায়
অগ্রজদ্বয়েষু

সূচীক্রম



গোদার



গোদার ও স্ত্রী আনা কারিনা

পল

মাদলেইন ও পল

মাদলেইন



কাথারিন

পল ও রবেরের পোষ্টারিং

পল ও কাথরিনকে নির্দেশক গোদার

ম্যাজ মেট্রপলিস ও চাঁদ ওঠেনি সিন্ধু পারে

কেন গোদার

"We have the complete mystification of the Capitalist mode of production, the transformation of Social Conditions into things, the indiscriminate amalgamation of the material conditions of production with their historical and social forms It is an enchanted, perverted topsyturvy world in which Monsieur le Capital and Madame la Terre carry on their goblin tricks as social characters and at the same time as mere things."

পুঁজি : তৃতীয় খণ্ড : কার্ল মার্কস।

তখন বসন্ত শেষ। ওরা আসবে। ওরা কথা বলবে। তখন গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকে আছে তারা। এ সময় শতাব্দীর বৃক্ষ সকল ম্লান। গাঢ় কুয়াশার মধ্যে আমরা ঈশ্বরের সমাধিভূমির কাছে চলে আসি। তারপর শহরের সেতুগুলি নিম্নগামী। আর স্থির পায়ে রাত হেঁটে যায়। অস্তিত্ব স্বীকার করো এ সময় সংশয়ের কাল কেননা স্তব্ধতাও আমাদের নয়। বিখ্যাত লুভর তুমি প্যারিসের প্রতিকৃতি ধারণ করনি।

বুঝতে পারছি আমার পাঠকরা বিব্রত হচ্ছেন: দুর্বোধ্যতা (পূর্বদেশীয়া সুন্দরীগণ সচরাচর প্রবন্ধ পঠনে অভ্যস্তা নহেন, নচেৎ বিরক্তিকুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রু-যুগল ঘনসন্নিবদ্ধ হইলে পূর্ণিমার পক্ষ-বিধুনন অনুমিতাম)। সুতরাং তুমুল আড্ডার মধ্যে বন্ধুর হাত থেকে একটা আধপোড়া চার্মিনার ছিনিয়ে নেওয়ার মত স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই কথা বলা ভালো। কিন্তু হ্যাঁ, আমরা কার কথা বলছি? কাকে নিয়ে ভাবছি? সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে?

কাইয়ে দ্যু সিনেমা থেকেই ন্যুভেল ভাগ। কিন্তু নব তরঙ্গে বাহিত হয়েই আমাদের হাতে 'এলো' সিনেমার খাতা। ফরাসী নবতরঙ্গ—অর্থাৎ সেই কটি মানুষ যাদের হৃদয় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ছিল না—অর্থাৎ ক্লোদ লশ্যাব্রল, ফ্রাঁসোয়া

ব্রুফো, জাক রিভেত, এরিক রোমার, জাক দোনিওল ভালক্রোজ ও আমাদের আলোচ্য জাঁ-লুক গোদার। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেই গোদার পরিণত হয়েছেন কিংবদন্তীতে। খ্যাতির তুঙ্গে থেকেও, চলচ্চিত্র ভাষার ব্যাকরণ বদলে দেওয়ার পরও, সংস্কৃতির ভ্যাটিকান ওই পারিতেই তিনি আজও সর্বাধিকভাবে আক্রান্ত; অথচ সর্বাধিকভাবে আলোচিতও। গোদার বিরক্তিকর; কিন্তু অনিবার্য। আর ব্যক্তিগতভাবে কলকাতা সম্পর্কে বলতে পারি গত কয়েক বছর এখানে গোদার রীতি প্রসঙ্গে যত কথা হয়েছে তার তুলনায় ভদ্রলোকের ছবি দেখবার সুযোগ আরও বেশী পেলে আমাদের মুখরতা স্থিতধী হত। না, গোদার ঈর্ষা পেয়েছেন; বেশ কিছুটা শ্রদ্ধাও। প্রশংসা খুব কমই। সম্ভবতঃ ১৯১৩তে লুইস বুনোএল বলেছিলেন গোদারের চলচ্চিত্র জীবন বড়োজোর আর দু বছর। ফরাসী সাম্যবাদীদের কাগজ 'লুমানিতে" গোদারকে বিদ্রূপ করেছে—একজন বৈঠকী নাস্তিক্যবাদী বলে। ১৯৬১তে ধর্মীয় সংস্থা তাঁর ছবি "ম্যাস্কুলাঁ ফেমিনাঁকে"কে দণ্ডিত করে। একজন বিখ্যাত সমালোচক তাঁর "লে কারাবিনিয়ার" সম্বন্ধে লিখেছেন "এটা এত নোংরা, এত তাৎপর্যপূর্ণ অপদার্থ একটা ছবি যে আলোচনা ক'রলেও স্নানের প্রয়োজন হয় শুচিবোধ ফিরে পাবার জন্য" এবং তারপরেও গোদার আর কেউ নন গোদারই। এবং আবারও বলি সর্বাধিকভাবে অনুকৃত। এবং এসব কথা আসছে যে কারণে তা হ'ল আমি বলতে চাই গোদারকে আমার ভাল লাগে। তাঁর বিশৃঙ্খলা ও তাঁর স্ব-নির্বাচিত মাওপন্থা, তাঁর ধ্বংসাত্মক মনোভাব ও তাঁর কান্না, শ্রীমতী আনা কারিনার জন্য আকুল হাহাকার ও আটষট্টির যুব বিদ্রোহে যোগদান, তাঁর সার্ত্র-আসক্তি ও তাঁর অসংলগ্ন-স্ব-বিরোধী কথাবার্তা —ইত্যাদি তথ্য হারিয়ে গেলে আমি দেখতে পাই স্নায়ু যন্ত্রণায় পরাভূত এক নিঃসঙ্গ বন্দীকে যাকে আত্মহননের আগে কেবলি অপেক্ষা ক'রতে হয়। আমাদের কি মনে পড়বে ফ্রাঙ্ক কারমোদের রোমান্টিক শিল্পীকে: "lonely haunted, victimised, devoted to suffering rather than action"?

গোদারের শিল্পকর্মে সামান্য তদন্ত চালালেই বোঝা যায় তাঁর মার্কসবাদ অনেকটাই আরোপিত। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুলে যাওয়ার নয় যে তিনি যেহেতু প্রকৃত শিল্পী সেহেতু দলদ্রোহী। অশ্বত্থের প্রলয় রুদ্ধ হয়না এই জেনে রুগ্ন ফ্রান্সের শেষ বিকেলে বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে নিজস্ব স্বীকারোক্তি রেখে যেতে চান। অতএব তাঁর মৌল সমস্যা যোগাযোগের—তিনি যুক্ত হতে চান। তিনি শান্তিপ্রান্ত—

প্রতিবাদ করতে চান। আমার কোন সন্দেহই নেই যে অ্যাফ্রুয়েন্ট সমাজে গোদারের ভূমিকা আসলে অন্তর্ঘাতনা। তবু, ভয় হচ্ছে, পরিপ্রেক্ষিত ছোট ; একটা সরলীকরণের সম্ভাবনা রয়ে গেল বোধ হয়।

ইতিহাসে উদ্যত নখর নীরবতা।—তেসরা ডিসেম্বর, ১৯৩০—পারিতে জন্ম নিলেন জাঁ-লুক গোদার। পশ্চিম ইউরোপের চোখের কোণে মেদবহুল অধঃপতনের চিহ্ন বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আরটুরো উই উত্থিত হবেন। আর যারা আগুন ও মৃত্তিকার সন্তান তারা আপাতত ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু গোদার পরিবার সেদিন অনেক দূরে ; সুইজারল্যান্ডের নিরাপত্তায়। জাঁ লুক এর বাবা ছিলেন ডাক্তার, মা অভিজাত পরিবারের যথার্থ পরিশীলিতা মহিলা। দাম্পত্য অশান্তির পরিণামে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হল। কিন্তু গোদার পরিবারের দ্বিতীয় সন্তানের সর্বনাশের আরও কিছু বাকি ছিল। সেটি ঘটল যেদিন শ্রীমতী গোদার স্কুটার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন। জাঁ লুক এর বয়স তখন চব্বিশ। এবং ইস্কুল জীবনের শেষে তিনি আবার ফ্রান্সে ফিরে এসেছেন।

জাঁ লুক গোদার মার প্রতি অত্যন্ত বেশী অনুরক্তি দেখিয়েছেন শৈশবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অন্যান্য প্রায় সব বিষয়েই প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবে মুখর হয়েও, গোদার মার সম্পর্কে একটি রহস্যজনক স্তব্ধতার আড়ালে চলে যান। আমাদের মনে রাখা জরুরী যে শৈশবের ঘটনা তাঁর কাছে স্থায়ী ক্ষতদেশ। তাঁর ছবিতেও নারী-পুরুষের অন্তর্গত সম্পর্কে কিছুটা অন্ধকার আছে ; ও দ্বিতীয়তঃ, জন বার্জার পিকাসো প্রসঙ্গে যা ভেবেছিলেন সেই ভার্টিকা ইনভেডার এর ভূমিকা। জীবনের প্রথম দিনগুলো বিদেশে কেটে যাওয়ায় পারিতে নিজেকে তাঁর আগন্তুক মনে হয়। একজন বিদেশীর প্রতি সাধারণ ফরাসীর যা প্রতিক্রিয়া, গোদার তা অনুভব করতেন, পারির পথে নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্তে কোন পথচারীর সঙ্গে সংঘর্ষে। 'আমার পারিপার্শ্বিক স্বাক্ষর রেখে গেছে আমার ব্যক্তি সত্তায়। পঞ্চদশ লুই-এর ভার্সাই উদ্যানে একদা গুহাবাসী মানুষদের হঠাৎ ঢুকে পড়ার মত আমরাও সিনেমা জগতে জবরদস্তি ঢুকে পড়েছিলাম। সমস্তটাই একটা ক্লান্তিকর ব্যাপার ছিল'—তাঁর অগণ্য সাক্ষাৎকারের একটি থেকে আমি উদ্ধৃত করলাম।

এরপর আমরা লক্ষ্য করব ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের যা সহজাত সেই অবিন্যস্ততা পেয়ে বসেছে গোদারকে। সরবোনে এথনোগ্রাফী পড়ার চাইতে তিনি লাতিন কোয়ার্টারের সিনে ক্লাবে সময় কাটাতে অনেক বেশী ভালোবাসেন। এখানেই

তাঁর সঙ্গে দেখা হবে এরিক রোমার ও জাক রিভেতের। তাঁরা একটি চলচ্চিত্র পত্রিকা প্রকাশও শুরু করবেন। মাত্র পাঁচটি সংখ্যার পরেই সেটি বন্ধ হয়ে যাবে। এ সময় থেকেই গোদার (বন্ধুদের সঙ্গেই) পুরোপুরি চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে দেখা দিলেন। স্ব-নামে ও হানস লুকাস ছদ্মনামে। আর সম্ভবত মনীষা—এই শব্দটির রহস্য বুঝতে চাইছেন বইয়ের পর বইয়ে। হতে পারে এই স্বভাব মানসিক অস্থিরতারই প্রতিফলন বেননা ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো আমাদের জানাতে ভোলেন না: 'What struck me most about Godard at that time was his way of absorbing books. If we were with friends he would open, in the course of the evening, at least forty books and he always looked at the first page and the last." তবু মনে রাখতে হবে গোদারের মেদ ও মজ্জায় নিহিত সমালোচনা-প্রবৃত্তি। বস্তুত যে জৈবনিক তদন্তে তিনি ব্যস্ত হবেন আর কয়েকবছর পর থেকে—এই গ্রন্থ পরিক্রমার মাধ্যমেই তার সূচনা। আমার অকারণেই মনে পড়ে যাচ্ছে পলোনিয়াসের জিজ্ঞাসা: What do you read, my lord ? এবং হ্যামলেটের উত্তর: Words, words, words. গোদার নিজেই জানিয়েছেন প্রথম জীবনে সিনেমাকে তিনি পৃথিবী বা জীবন বা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখেন নি। শুধু সিনেমাই ছিল প্রেক্ষাপট। খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে এই অক্ষর পর্যটন। আসলে জাঁ-লুক গোদারের জীবন কুড়ি শতকের দ্বিতীয় ভাগে এক আক্রান্ত বুদ্ধিজীবীর বিপর্যস্ত উত্থান। উত্থিত বিপর্যয় অন্যথা। কিন্তু এ প্রসঙ্গে পরে আসব আমরা। জাঁ-পল সার্ত্র তখন সদর্পে ফরাসী মেধাকে শাসন করছেন। গোদার সহজেই পরাভব মানলেন। ঠিক বাইশ বছর বয়সে যখন থেকে কাইয়ে দু সিনেমার পাতায় তাঁর নাম ছাপা শুরু হ'ল তখন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি যদি কোন পূর্বসূরীর কাছে ঋণী থাকেন তবে সেই নাম দুটি হ'ল— বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট ও জাঁ-পল-সার্ত্র। ইতিমধ্যে পড়াশোনায় অমনোযোগের জন্য বিরক্ত অভিভাবক আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে অর্থসংকটে প্রতিভাবান মানুষটিকে জনপ্রিয় ফিল্মী কাহিনী লিখতে হচ্ছে ; এমন কি একবার চুরিও করলেন। একমাত্র স্বস্তির বিষয় গোদার সর্বক্ষণ চলচ্চিত্র নিয়েই ভাবছেন। এবং আর কিছু নিয়েই ভাবছেন না—All of us at the cahiers considered ourselves to be future directors. Writing

was already a way of participating in film-making because between writing and shooting there is a quantitative, not a qualitative difference—আর এভাবেই সমালোচনার পাশাপাশি—বাহান্ন থেকে আটান্ন ব্যস্ত থাকলেন কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র নির্ম্মাণে। ১৯৫৯ঃ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সসম্ভ্রম প্রণতি জানাল ফ্রান্সকে, ত্রুফো কান থেকে গ্রাঁ-প্রি জয় করলেন; আল্যাঁ রেনে ও জাঁ লুক গোদার—দুই বিপরীতমুখী প্রতিভা সম্ভব করলেন হিরোশিমা মন আমুর ও আ বু দ স্যুফ্ল এর মত স্থায়ী শিল্পের সৃজন। আর বায়ো-ডেটার প্রয়োজন নেই; গোদার আত্ম-প্রতিকৃতি খুঁজে পেয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে উৎসারণের মুখ পেয়েছে নবতরঙ্গ। এহ বাহ্য, চল পাঠক, আমরা গভীরতর সমীক্ষার আয়োজন করি।

কেন গোদার রীতি

Sience Mallarme', we have entered into a period in which art criticises itself. Mallarme' defined his poetic epoch as "La poe'sie critique". Since then, most art and literature has done just that. For example, a sculptor—let's say Giacometti—tries to make a certain statue, not according to the usual recipes and principles, but by calling into question, in the very statue he makes, sculpture itself.

পরিস্থিতিঃ জাঁ-পল-সার্ত্র।

অনস্তিত্ববান সিনেমার জন্য বিষণ্ন অনুশোচনা—এই শব্দ কটির মধ্য দিয়ে গোদার নবতরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ সিনেমার খাতার পণ্ডপাণ্ডব চলচ্চিত্রের জন্য অন্য কোন মেরু পেতে চাইছিলেন। অত্যন্ত সঠিকভাবেই পঞ্চাশের দশকে তাঁদের মনে হওয়া যে গতানুগতিক পন্থায় আর জীবনের অনুবাদ সম্ভব নয়। ভগ্নাংশে বিভাজিত আধুনিক জীবনকে রূপ দিতে চাইলে, চিত্রকলা ও সাহিত্যের মতই, সিনেমাকেও সরলরৈখিক অস্তিত্বের ধ্রুপদী স্বভাব বিস্মৃত হতে হবে। তাঁদের সমালোচনা যা প্রায়শই—তিক্ত, নিষ্করুণ, দুর্বোধ্য, উদ্ধৃতিময়, খণ্ডিত, পরিহাসমদির—এক নতুন চলচ্চিত্রের আভাস দিচ্ছিল। একটি সিনেমা ও তার সমালোচনা এইভাবে নতুন সিনেমায় পৌঁছে যাওয়াঃ অর্থাৎ থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের যুগপৎ উপস্থিতি কাইয়ে গোষ্ঠীর অন্তত জাঁ-লুক গোদারের চরিত্রকে স্বচ্ছ করে। Instead of writing criticism, I make a film,

but the critical dimens'on is subsumed : I think of myself as an essayist, producing essays in novel form or novels in es‘ay form : only instead of writing, I film them.

পাঠক, আমরা নবতরঙ্গ বিষয়ে, এমনকি জাঁ-লুক গোদার বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লিখতে চাইছিনা। শুধুই তাঁর একটি চিত্রনাট্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে ভূমিকা রচনা আমাদের দায়িত্ব। অতএব সংক্ষিপ্ত হওয়া শ্রেয়। শেকসপীয়ার তো সেই কবেই লক্ষ্য করেছিলেন—মহান জ্ঞানী আজ স্বর্ণময় গর্দভের পায়ে আনত। এবং কার্ল মার্কসের অমোঘ কালপুরুষের মত উচ্চারণ উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই বিখ্যাত তাঁর রচনায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক বিশেষতঃ শিল্প ও কবিতার প্রতিকূল। সুতরাং যুদ্ধোত্তর কালে ফ্রান্সের মত একটি পুঁজিবাদী দেশের একজন শিল্পী খুব অসহায়ভাবে মেনে নিতে বাধ্য যে আমাদের জ্ঞান-নারী-অভিজ্ঞতা-হেমন্তের হলুদ ফসল, ইতস্ততঃ চলে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে। সে জানে জোসেফ কে, দুর্গাধিপতি কে, খুঁজে পাবে না। স্ব দেশ ও স্ব সমাজের ছিন্নমস্তারূপ দেখে আজকের ব্যর্থ হ্যামলেট গোদার যদি বলেন —"Let me not burst in ignorance, but tell why⋯ ⋯" তবে আশ্চর্য হবনা আমরা। মুদ্রারাক্ষসের ব্যাভিচার (Commo ity fe ishsm) তাঁকে রক্ত পরীক্ষার দিকে ঠেলে দেয়। গোদার অস্বীকার করতে চান নিজেকে ও দৃশ্যমান বর্তমানকেও এই কারণেই ব্যক্তি জীবনে একটি মুখোশের আড়ালে থাকতে চান এবং ফিল্মে আক্রমণ-ব্যঙ্গ-মস্করা অর্থাৎ সমালোচনার মাধ্যমে শিল্পী হিসেবে সামাজিক সেতুবন্ধনের চেষ্টা করেন। তিনি স্নায়বিক চাপে অস্থির ; আদ্যন্ত আনস্মার্ট। তাই সপ্রতিভ থাকবার চেষ্টা করেন। নিস্তব্ধতা ও নিজেকে ভয় পান। তাই অত কথা বলেন। যদিও আমি অবশ্যই বলব তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ অনেকক্ষেত্রে পার্সোনাল মিথ তৈরির সুচিন্তিত কৌশল যে কারণে গোদার আজ film maker as super star। শিল্পী হিসেবে তিনি সব কিছুরই বিরোধিতা করবেন, প্রচলিত নৈতিকতা মানেই তাঁর কাছে বুর্জোয়া। সুতরাং আঘাত হানবেন। তিনি চলচ্চিত্র সমালোচনা করবেন ; অতএব ল্যো মেপ্রিতে আন্তোনিওনির বিষয়কে হিচকক রীতিতে উপস্থিত করে গোদারীয় আঙ্গিক বোঝালেন। তিনি যুদ্ধ সমালোচনা করবেন। অতএব ল্যো পোতি সোলদা। তিনি গণিকাবৃত্তি নিয়ে কিছু ভাবতে চান—সুতরাং ভিভর সা ভি। তিনি নরম বামপন্থার বিরুদ্ধে

অতএব লা শিনোয়া নির্মিত হল। তরুণ প্রজন্ম সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য আছে—এই ভাবে ম্যাস্কুলাঁ ফেমিনাঁ। এখন আমাদের নজরে আসবে পঁয়ষট্টি সাল থেকে গোদার বুঝতে পারছেন ক্রমশঃ যে এস্টাব্লিশমেণ্টকে প্রতিআক্রমণ হানার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান অস্ত্র হতে পারে রাজনীতি; সেই রাজনীতি যা মানুষের হাতে অস্বীকারের দলিল তুলে দেয়—মার্কসবাদ। আর এখানেও তিনি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। যতদূর আমার মনে হয় গোদারের সোভিয়েত বিরাগ ও চীন-প্রীতির কারণ ততটা রাজনৈতিক নয় যতটা মানসিক। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তিনি আযৌবন ঈপ্সীত সম্পদকে ছুঁতে পারেন। একটি দেশ যেখানে কমিউনিস্ট পার্টিই রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতীক; সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধান যখন আবেদন রাখেন সদর দপ্তরে কামান দাগো, তখন পশ্চিম ইউরোপের এই অ্যালিয়েনেটেড বুদ্ধিজীবীর মনে হয় অথরিটির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মাও-সে-তুঙ ছাড়া আর কেউ তাঁকে সাহায্য করবেন না। জাঁ-লুক সর্বপ্রকার স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে। কেননা স্থিতাবস্থা মানেই ইলিউসন। এজন্যই তিনি ঘন সংহত কাহিনীর বদলে অজস্র উদ্ধৃতি ও রেফারেন্সে কন্টকিত, ভগ্ন, কোথাও ডকুমেণ্টারি কোথাও গল্প—এলোমেলো পথে এগিয়ে গিয়ে দর্শককে বোঝাতে চান যে সিনেমা দেখে মুগ্ধ হওয়ার কিছু নেই। সিনেমার ইলিউশন মুছে ফেলো—আমার শ্রাবণ চায় তোমার বাহুর মৃদু কোণ—এই দ্যাখো খবরের কাগজ; ফিল্ম কোন কল্পলোক নয়; জীবনে কোন কবিতা নেই। অসামান্য কম্পোজিসনের সুযোগ এলে তাঁর ক্যামেরাম্যান রাউল কুতার মুভমেণ্ট ভেঙ্গে দেবেন—কেননা অন্যথায় প্রচলিত নিয়মের দাসত্ব করা হয়। তিনি যে অযোনিসম্ভূত শিল্পী নন বরং ঐতিহ্যের সঙ্গে দৃঢ় যোগাযোগ বন্ধ এজন্য র‍্যাঁবো বা ভিলাসকেথ বা বিটোফেন বা মার্কস থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করবেন। প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে দর্শককে বুঝিয়ে দেবেন সিনেমার নন্দন তত্ত্ব। এতেও তিনি বিশ্বাস করেন না যে দর্শক যথেষ্ট ঘর্মাক্ত—সুতরাং তাকে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য গোদার একটু শুটিং টেকনিক দেখালেন কি চরিত্র বনাম দর্শক ইণ্টারভিউ নিলেন। ঠিক আছে শ্রীযুক্ত গোদার, সঙ্গিনীর চরম প্রস্তাব উপেক্ষা করে আমরা না হয় আপনার ছবিই দেখতে যাব—যেহেতু আপনি শিল্পী, সামান্য স্টাণ্টম্যান নন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য সে ক্ষেত্রে কি আমাদের নির্ঘুম রাত্রি তার যন্ত্রণার অভিধান আবিষ্কার করবে? আমাদের আত্মায় কি আপনার ক্যামেরা শিলমোহর মেরে দিতে পারছে?

ঠিকই সবলে নন, কেউ কেউ পারেন আকাশ নিষ্প্রদীপ হয়ে গেলে আরেকটি নতুন নক্ষত্রের ঠিকানা দিতে। জাঁ-লুক গোদার তাঁদের একজন। হত্যা, শিহরণ ও পিস্তলময় অত্যন্ত সাধারণ বিষয়কে তিনি রত্নের স্পর্শ দিয়ে শিল্পে উত্তীর্ণ করে দেন। সিনেমা নামের শিল্পটিকে তিনি শাস্ত্রীয় বন্ধন থেকে অনেক মুক্ত করেছেন। শুধুই কম বাজেটে, কম সময়ে, স্টারহীন ভাবে ছবি বানিয়ে নয়, নন্দনতাত্ত্বিক সম্প্রসারণের দিক থেকেও। লে কারাবিনিয়ার নির্মাণের পরে তিনি যে মন্তব্য রেখেছিলেন, আধুনিক যে কোন শিল্পের ইতিহাসেই তা অশেষ গুরুত্বপূর্ণ : I had finally come to be contemptuous of the cinema, saying to myself : It doesn't matter how it is filmed, provided that it is true. I had lost my cine'phile approach.

তাঁর ক্যামেরা প্রত্যক্ষ, তৎপর এমনকি স্থানবিশেষে কুৎসিৎ অথচ লঘুছন্দ। এবং ক্যামেরা নিয়ে তিনি যে সব কথা বলেন, তা সবই স্টান্ট নয়। যেমন প্রথম জীবনে (১৯৫৬) আঁদ্রে বাজাঁ কে আক্রমণ করে লেখা তাঁর মন্তাজ সম্পর্কিত রচনাটি ; তিনি লেখেন : "Cutting a camera movement in four may prove more effective than keeping it as shot." পরে ভিভর সা ভি দেখে বোঝা গেল তাঁর বক্তব্য কত গভীর।

তিনি এক অর্থে চরম ব্যক্তিগত সৃষ্টির দ্বারস্থ হন যেহেতু কালানুক্রম অনুসৃত হলেও থাকে না নিরাপদ চিত্রনাট্য। এতে পুরো ছবিটিই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে পরিচালকের পরিবর্তমান ব্যক্তিত্বে।

সম্পাদনাতে দৃশ্যগুলি পরস্পরের পরিপূরক হওয়ার বদলে বিসদৃশ্যতায় বিযুক্ত হয়ে যায়, কেননা তিনি পরিকল্পিত পন্থায় সামগ্রিক বিবর্তনের চাইতে তাৎক্ষণিকতাকে ফলাফলের ঋজু প্রত্যক্ষতাকে বেশী বিশ্বাস করেন, আন্তোনিওনির ঠিক বিপরীত ভাবে। অভিনয়ের জন্যেও তিনি সুনির্দিষ্ট চিত্রলেখ রাখেন না—বরং এনে দিতে চান নানা ক্র্যাক।

মোটামুটিভাবে আমাদের খুব অসুবিধে হবে না ব্রেশ্‌ট প্রসঙ্গ উত্থাপনে। যদিচ শ্রী মৃণাল সেন যখন আমাকে সরলীকরণ থেকে দূরে থাকতে বলেন তখন আমি তাঁর বক্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গেই আয়ত্ত করি কিন্তু বুঝি না যখন শ্রী রয় আর্মেস্স গোদার ও ব্রেশটের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান মেলে ধরেন। সমস্যার জট আরও খুলে যায়

যখন দেখতে পাই ব্রেশ্‌ট ও গোদার দুজনেই দূরত্ব বজায় রাখা ও অভিনয় তত্ত্বের জন্য দিদেরোর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে চান।

যে কথাটা বলবার চেষ্টা করছি এবার তা রাখা যাক—গোদার রীতিই জাঁ-লুক গোদারের সবচেয়ে বড় শত্রু। ব্রেশটের বিপরীত মানসিকতার মানুষ হয়েও তিনি ব্রেশটের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছেন। একটি দার্শনিকতার আলোতে স্নিগ্ধ হয়ে এই জার্মান নাট্যকার উপলব্ধি করেন পরমতত্ত্ব (absolute) যে সমাজে বিনষ্ট, সেখানে ট্র্যাজেডী বা কমেডি অসম্ভব ; তাই এপিক থিয়েটার। নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ইতিহাসকে হৃদয়ঙ্গম করবার এষণা ছিল তাঁর অস্থি ও মাংসে ; দর্শকের প্রতি ছিল অগাধ অবাধ বিশ্বাস তাই বিচ্ছিন্নতার প্রয়োগ ও ভি-এফেক্ট। ইলিউশন শব্দটিকে সময়গ্রন্থির একটি অসুস্থতা বলে মনে হয়েছিল শেকসপীয়রের পরে ইউরোপ মহাদেশের মহত্তম নাট্য প্রতিভার। তাই আধুনিকতা ও শিল্প তাঁকে প্রণাম জানায়।

অপরদিকে অবিশ্বাস গোদারের মধ্যে অন্যতর মহিমা পায়। তিনি নিজেকে বিশ্বাস করেন না। তাই স্ব-বিরোধিতায় আক্রান্ত ; নিজেকে নিয়েই সর্বাধিক ঠাট্টায় আসক্ত। দর্শকদের প্রতিও তাঁর প্রেম নেই। সে কারণে প্রতিমুহূর্তেই তাঁদের বিপন্ন করতে চান। চ্যাপলিন বলেছিলেন সামীপ্যের জীবনই ট্র্যাজেডী আর কমেডী হল দূরাবলোকিত জীবন। এবং চ্যাপলিন দর্শকদের প্রিয়। তাই গোদার ক্লোজ আপে কমেডি তুললেন— ইউন ফাম এতিউন ফাম আর লং-শটে ট্র্যাজেডী ল্যো মেপ্রি। দুটি ছবিই বাণিজ্য-সফল হয় নি। লে কারাবিনিয়ার পারিতে ব্যর্থ হলে তাঁর মনে হয়— পারির বাসিন্দারা সবাই কৃমিকীট। সবসময়েই দর্শককে তিনি স্মরণ করিয়ে দিতে ব্যস্ত যে তাঁর ছবিতে রমণীয় কিছু নেই। গোদারের নৈরাশ্যময় অসামাজিকতা বস্তুতঃ পুঁজিবাদের শেষ বিবেলে আত্মবিযুক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ। নিজস্ব অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় হারিয়ে গেছে ; শহরময় নিরুদ্দেশবাণী উৎকীর্ণ। Ego বিদ্রোহ করে ; প্রায় সব খোয়ানোর পরে উন্মাদপ্রায় শিল্পী রুপোলী পর্দায় কি সাক্ষাৎকার অথবা নিবন্ধে চিৎকার করে ওঠেন— দ্যাখো, আমি জাঁ-লুক গোদার। লে ফ্ল্যর দু মাল রচয়িতার মত তাঁরও ধারণা যেদিন পৃথিবীর বিরাগ ও ভীতি অর্জন করতে পারবেন সেদিনই পারবেন নিঃসঙ্গতা জয় করতে। কিন্তু তথাপি গোদার— যদিও জানেন বুর্জোয়াতন্ত্র শিল্পীকে দেবত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে, কেড়ে নিয়েছে মাথার পেছনের অধিবৃত্তাকার বলয় ; পরিণত করেছে

বেতনভুক মজুরী শ্রমিকে (কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো : মার্কস-এঙ্গেলস), ভুলে যান যে ব্যবসার প্রয়োজনেই শিল্পীকে নিয়ে sensational story বানাতে তাদের বিপুল আগ্রহ। এই যে গোদারের ছবি, কথাবার্তা, তাঁর ময়লা শার্ট পরা, তাঁর ঘাম হওয়া, তাঁর দাঁতে নখ কাটার কু-অভ্যাসটুকু, এমনকি শুটিংএর সময় স্নান না করায় গায়ে দুর্গন্ধ যার জন্য তাঁর জনৈকা অভিনেত্রী অনুযোগ পর্যন্ত করেন—এ সমস্তই সংবাদ। গোদার জানেন বুর্জোয়া পাবলিসিটি তাঁকে গ্রাস করছে, তবু অহংসর্বস্বতা প্রতিশোধাত্মক মনোভাব থেকে তাঁকে মুক্তি দেয় না। এই অহংসর্বস্বতাই গোদার-রীতি। গোদার নিজেকে নিয়েই আচ্ছন্ন। তাঁর যাবতীয় কথোপকথন নিজের সঙ্গেই। এখানেই তাঁর প্রধান বিপর্যয়।

যে কোন সৃজনশীল প্রতিভাই কোন না কোন ভাবে আচ্ছন্ন obsessed। প্রতিটি শিল্পই কোন না কোনভাবে আত্মজৈবনিক। তবু সৃষ্টির তীরে এসে তিনি কিছুটা অন্তরীক্ষচারী; কিছুটা ব্যক্তিত্ববিরহিত। আমাদের মনে পড়বে গোইয়ার কৃষ্ণচিত্রাবলীর সেই দ্বন্দ্বরত যোদ্ধাদ্বয়কে ; না না অনেক সার্থকভাবে মাণ্ডুক্যোপনিষদ :

> "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ;
> তয়োরণ্য পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোহ ভিচাকশিতি ॥"

(এরা দুটি পাখি, ডানায় ডানায় সংযুক্ত হয়ে আছে। এরা সখা, এক বৃক্ষেই পরিষক্ত। এদের মধ্যে একজন ভোক্তা, একজন সাক্ষী—একজন চঞ্চল, অপরজন স্তব্ধ।)

এই দ্বিতীয় সুপর্ণটিই স্রষ্টা। অন্যান্য শিল্পীর চাইতে ব্রেশ্ট বা গোদারের কাছে তুলনামূলক ভাবে জরুরী ; তাদের উদ্দেশ্য যেহেতু অসনাক্ত থাকা। ব্রেশ্ট নিজেকে বিভক্ত করতে পারতেন। গোদার পারেন না উপরন্তু প্রতিনিয়তই নিজস্ব সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়েন। অসুখী দাম্পত্যের পরিণামে শ্রীমতী আনা কারিনার সঙ্গে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বোঝাপড়া ছবির পর্দায় দেখা দেয় স্ত্রীকে পরীক্ষা বা অনুনয় করবার প্রয়োজনে, যেমন ল্যো পোতি সোলদা তে ভেরোনিকা ; ইউন ফাম এ তিউন ফাম এ আঞ্জেলা ; ভিভর সা ভি তে নানার চরিত্রায়ন। আর দশ লক্ষ ডলারে নির্মিত ল্যো মেপ্রি, তাঁর অবিচ্ছেদ্য ক্যামেরাম্যান রাউল কুতারের মতে, আসলে শ্রীমতী কারিনার প্রতি লেখা এক দীর্ঘ চিঠি। বিস্তৃত আলোচনায় দেখানো যেতে পারে তাঁর আরও নানান রকম ব্যক্তিগত সমস্যা এসে ক্যামেরাকে হাতছানি দেয়। চলচ্চিত্র নির্মাণ

সময়সাপেক্ষ ; ফলে তন্ময়তায় গোদার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে আরও জটিল ও দুরূহ হয়ে যান ; অথচ শান্তিপর্বের এই সুসীম আস্তিক্যের সুরটুকু কোথাও প্রচ্ছন্ন রয়ে গেলে অকল্পনীয় ভাবে গুণী এই শিল্পী ধ্রুবপদে দীক্ষা দিতে পারতেন আমাদের।

তবু রোম-লণ্ডন-প্যারির কালরাত্রিতে গোদারকে আমার ভাল লাগে। তাঁর শিল্পী চরিত্র, অসুখী জীবন, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত আমি আলাদা দেখিনা। চলচ্চিত্র প্রেমিক হিসেবে তাঁর কাছে আমাদের ঋণ এত বেশী যে এলিয়টকে উদ্ধৃত করা ছাড়া অন্য উপায় নেই আপাতত : At the moment when one writes one is what one is and the damge of a life time and of having been born into an unsettled society cannot be repaired at the moment of composition.

কেন ম্যাস্কুলাঁ-ফেমিনাঁ

ভূপৃষ্ঠের অই দিকে—জানি আমি—আবার নতুন ব্যাবিলন
উঠেছে অনেক দূর ; শোনা যায় কার্নিশে সিংহের গর্জন।
হয়তো বা ধূলোসাৎ হ'য়ে গেছে এত রাতে ময়ূর বাহন।

পরিচায়ক : জীবনানন্দ দাশ।

বিষবৃক্ষ মুকুলিত। বাস্তিলের পতন হয় নি। স্বর্গাভিযানকারীরা হারিয়ে গেছে। এখন প্যারি আর আমার রক্তে তীব্র অহঙ্কারের মত ফেটে পড়ছে না। মৃতরশ্মি ঝরে পড়ছে শহরের ওপরে—আমরা লা মার্সাই-এর সুরের মধ্য দিয়ে বোদলেয়ারীর বাস্তবতায় প্রবেশ করছি। চোখের পরিবর্তে যোনি, রক্তমাখা হাত আড়াল করে রেখেছে বসন্ত দিনের গান। খুন ও সমকাম, নখদন্তময়ী স্ত্রীলোক, আত্মহনন—হায়! চোদ্দোই জুলাই। প্যারি বলতেই আমার মনে পড়ত প্রথম চুম্বনের পর বালিকার আরক্ত কপোল, এখন এই লোলচর্মা গণিকার কাছে আমি কোন্ মুক্তির ভিক্ষা রাখবো?

আমরা যে ম্যাস্কুলাঁ ফেমিনাঁ অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছি তা শুধুই এ কারণে নয় যে নারী-পুরুষ গোদারের পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবিগুলির মধ্যে (স্কেচ ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিগুলি বাদ দিয়ে) একাদশতম ; ফলে আপাদমস্তক তাঁকে রীতি ও বিষয়

সমেত, পাব। বরং আরও বেশীভাবে এ জন্যই যে এই ছবিটি সংশ্লিষ্ট পরিচালকের শিল্পী জীবনে ও যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের ইতিহাসে একটি গোধূলি সন্ধির নৃত্য বর্ণনা করে গেছে। ১৯৬৫র ডিসেম্বরএ তোলা হয় ছবিটি; আমার পাঠকের মনে রাখা জরুরী যুব বিদ্রোহ ও মে দিন খুব দূরে নয়। সেক্ষেত্রে একটি সামাজিক—মনস্তাত্ত্বিক ভূমিকা তিনি পেয়ে যাবেন। ও দ্বিতীয়তঃ বিশ্বাস থাকে যে, আমার পাঠকেরা. যাদের বয়ঃসন্ধিকে জড়িয়ে রেখেছিল আগুনের শিখা ও বারুদের গন্ধ, সরবোনের অভিশপ্ত তারুণ্যের দীর্ঘশ্বাসকে একটি তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে স্থাপন করবেন। করা প্রয়োজনীয়ও, না হলে অর্ধশিক্ষিত ইয়াঙ্কিপনা ইউরো-মার্কিন ছাত্র বিক্ষোভ ও অশান্ত তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে একটি সরল সমীকরণ উপহার দেবে।

মোপাসাঁর দুটি গল্প, সংকেত ও পলের প্রণয়িনী, ছিল নারী পুরুষের যাত্রার সূচনা। কিন্তু গোদারীয় পথ বেছে নেওয়ায় মূল ছবিতে মোপাসাঁর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এটি পর্যবসিত হয়েছে একটি সামাজিক অনুসন্ধান ও অগ্রথিত তদন্তে। তরুণ সম্প্রদায়. যাদের তিনি মজা করে বলেন মার্কস ও কোকাকোলার সন্তান, তারা—ছবির বিষয়বস্তু। ছবিটি কতখানি আত্মজৈবনিক? গোদারের সপ্রতিভ উত্তর—শতকরা কুড়ি ভাগ। পরিচালক হিসেবে এই সময়ে তাঁর মানসিকতা—
I think it was Baudelaire who said it was on the toilet walls that you see the human soul: you see graffiti there—politics and sex. Well, that's what my film is

চিত্রনাট্য পড়া শুরু করেই আমরা বুঝে যাই যে ছবিতে একটি কাহিনী আছে। তবে গোদার যে জন্য গোদার তা হচ্ছে একটি নিছক প্রেমের কবিতার মধ্য থেকে শিল্পকর্মটিকে তিনি ঐতিহাসিক মাত্রা দেন; সুপ রকল্পিত আঙ্গিকে তিনি আমাদের চোখ সরিয়ে আনেন;—দ্য-গলের পিগমি মন্ত্রীসভা ঘুমিয়ে থাকুক—গোদারের ক্যামেরা তন্নতন্ন করে দেখতে থাকে অসুস্থ স্বদেশের শরীরঃ মালরো ও বক্ষবন্ধনী, কনট্রাসেপটিভ ও পেপসি জেনারেশন, ভিয়েতনাম ব্রাজিল—শ্রমিক সমস্যা—কার্ল মার্কস, সাক্ষাৎকার ব্রিজিত বার্দো, কৃষ্ণাঙ্গ প্রশ্ন, অভিযুক্ত জার্মানি পপ গান, লি রয় জোনসের ডাচম্যান নাট্যাংশ, বার্গম্যানের সাইলেন্সের প্যারডি··নারী-পুরুষ প্রকৃতই গবেষণামূলক কোলাজ ও আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাম্যুর দলদ্রোহী চিৎকার করে উঠেছিলো—না, না, এই মরুভূমিতে ঈশ্বর কথা বলেন না। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই কিরিলভের পিস্তলধ্বনি রুশ-সীমান্ত পেরিয়ে গেছে। বিষন্ন ইউরোপকে মেনে নিতে হয়েছিল খৃষ্ট পুনরুত্থিত হবেন না। উপরন্তু বণিকী উৎপাদন ব্যবস্থার পরিণামে মানুষ আত্মচ্যুত, বিভক্ত, নিজের কাছেই বন্দী। যোগাযোগের আকাঙ্ক্ষায় ঃ

মানুষ কাউকে চায়—তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোন সাধনার ফল।

শিল্পী গোদার অন্ততঃ তাঁর একাকী রোদনের অন্তিম মূল্য পেতে চেয়েছিলেন প্রেমে নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে—কোন এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে। এর পরেও মার্কস নিষ্ঠুর; জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা ১৮৪৪ সালের দর্শন ও অর্থনীতির খসড়াতেই প্রমাণ রেখেছেন বাণিজ্যের নিয়ম, এমন কি বিমূর্ত অনুভবগুলিকেও—যথা প্রেম, সৌন্দর্যাস্বাদন মমতা, স্নেহ- পণ্যে পরিণত করবে। দৈহিক কুয়াশা কাটিয়ে গোদার আর প্রেমের প্রদেশে প্রবেশ করতে পারেন না। পল মাদলেইনের গল্পে আবছা ভাবে আমি দেখতে পাই গোদার-কারিনা সম্পর্ক। পলকে মরতে হয়! (গোদার কি জানতে চাইছেন পল মরে যাচ্ছে বলে মানুষের বিশাল বন্দীত্ব আরও বাড়ে ?) অনীশ্বর গোদারকেও সেই পথে হয়ত যেতে হত ; কিন্তু নারী-পুরুষ রচনার সময় থেকেই রাজনীতি এসে তাঁর হাত ধরে। ভিয়েতনাম থেকে দূরে—যদিও বা নৈরাজ্যময় তবু তাঁর মার্কসবাদ তাঁকে বাঁচায়। আমার মনে আছে অতিরিক্ত ভোগ প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই গোদার ফরাসী যুব বিদ্রোহে সামিল হন। অর্থাৎ উত্তপ্ত মেদিনে তিনি চিহ্নিত দেখেছিলেন পণ্য-পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ক্রোধ ও আক্রোশ।

এই ছবির নায়ক পল অনচ্ছ বামপন্থী ও বুদ্ধিজীবী। একুশ বছর বয়স্ক। সে ভাবে। অর্থের দ্যোতনা হারিয়ে গেছে জেনেও প্রচুর কথা বলে। কাজ করে সবচেয়ে কম। স্বভাবের মুদ্রাদোষে সে আলাদা। অথচ মাদলেইনকে ভালোবাসতে চায়। যে ভালোবেসেছে হরিণীর মত কোন নারী সেই শুধু জানে অন্ধকার। সময়ের জ্বরে রুগ্ন পলও জানতে পারে। মাদলেইন অন্তঃসত্ত্বা হয়। পল বুঝতে পারে শেষ সেতু ভেঙে যাবে। একটি নির্মীয়মান ফ্ল্যাটবাড়ীতে তাদের নতুন সংসার

কেমন হবে— এই আলোচনা চালাতে চালাতে সে পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করে। গোদারের কৃতিত্ব যে তাঁকে দেখাতে হয়নি এই মৃত্যু—আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা। উদাসীন পল, ভিয়েতনামের জন্য আত্মোৎসর্গ যার কাছে একটি দেশলাই বাক্স নষ্ট হয়ে যাওয়ার স্মারক (গোদারীয় নির্লিপ্ত), কোন মেয়ের খোলা স্তন দেখতে যে দশহাজার ফ্রাঁ পর্যন্ত দরদাম করে যায়, তার ইতরতা নস্যাৎ হয়ে যায় – পরক্ষণেই বুথের মধ্যে মন্ত্রের মতো শুদ্ধ উচ্চারণ চাপা গোঙানির মতো মনে হয়ঃ "আমি তোমার সঙ্গে বেঁচে উঠতে চাই। তুমি আজ রাতে আমার সঙ্গে দেখা করছ না। নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়, মাদলেইন, নক্ষত্রের মতন হৃদয়— এখানে আমরা এই শহরে। মাদলেইন মনে কর সেরকম লেখা আছে—আস্তর: আধুনিক পুরুষের সিগারেট। মনে কর তুমি উঠে এসেছ পুল থেকে, সেই রেকর্ড বেজে চলেছে। মনে কর, মনে কর। পাঁচই ডিসেম্বর, ১৯৭৫। নক্ষত্র। আমি তোমার সঙ্গে বেঁচে উঠতে চাই, তুমি বিকিনি পরে আছ। আমরা একসঙ্গে মজা করবো স্লট মেশিনে। আঃ, এই দ্যাখো এয়ারপোর্ট, লিপস্টিক বুলিয়ে নাও তুমি। বুকে টেনে নাও আমাকে। আমরা উড়ে চললাম। হ্যালো, কন্ট্রোল টাওয়ার, বোয়িং ৭৫৭ ডাকছে কারাভেলকে, পল ডাকছে মাদলেইনকে।" — এখানেই শিল্পের শান্তি ও সুদূর মেঘধবলিমা।

আর মাদলেইন? পূজাফুল না ফুটিল দুখনিশা না ছুটিল না টুটিল আবরণ। গোদারের নারীটি তেমন স্পর্শাতুরা নয়. বরং উচ্ছল, আনন্দময়ী, বেপরোয়া। কিন্তু কিছুটা রহস্যময়ী ; তার স্মিত ওষ্ঠে একটি প্রাচীর আছে যা ভালোবাসার দ্বারা অতিক্রমণীয় নয়। পলের মৃত্যুর পর আমরা তাকে ছিন্ন খঞ্জনার মত দেখব ভেবেছিলাম। সেই অন্ধকার রাত্রে, রাজপথে দাঁড়াইয়া দলনী কাঁদিতে লাগিল। মাথার উপরে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—বৃক্ষ হইতে প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধ আসিতেছিল —ঈষৎ পবন হিল্লোলে অন্ধকারাবৃত বৃক্ষপত্র সকল মর্মরিত হইতেছিল। দলনী কাঁদিয়া বলিল "কুলসম।" কিন্তু পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাকে ক্রূর, উদাসীন, অসহনীয় ভাবে শীতল মনে হয়। বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হয়ে গেছে জানবার পর স্তব্ধপ্রায় আমরা প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসি। ওই লঘুছন্দ মুখর ভঙ্গিমা, প্রপাত, গভীর রাত্রির হস্তাক্ষর কিছু নয়। মৃত্যুর পরে কিছু নয়।

যেমন তাঁর স্বভাব, জাঁ-লুক গোদার এই ছবিটির জন্যেও স্ক্রিপ্ট করেন নি। সুতরাং পাঠকের ভুল বোঝবার সুযোগ নেই। চলচ্চিত্রটি নির্মাণের পর এই ছবিটিকে ভাষায় অনুবাদ করা হয়। যেহেতু পড়ুয়ারা ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন না স্টিল ও অনুপস্থিত, সেহেতু ছবিটির দৃশ্যপর্যায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কিছুটা ছোট করতে বাধ্য হয়েছি। তাতে অবশ্য ছবির মৌল চারিত্র্য কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ হয়নি।

প্রতিটি শটের নম্বর দেওয়া হয়েছে পর্যায়ক্রমিক ভাবে। শটের শেষে ডানদিকে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া আছে সেকেন্ডে তার সময়সীমা।

খুবই বিস্ময়কর তথ্য এই যে এ ছবির আলোকচিত্রী নন শ্রীযুক্ত রাউল কুতার। আলোকচিত্রের একটি ছোট্ট পরিভাষা আমরা ব্যবহার করেছি। তাতে চলচ্চিত্র-প্রেমিকারা আরও উৎসাহ পাবেন হয়ত।

বিদেশী ভাষায় আমাদের চলাচল স্বাভাবিক নয়। পাঠক, ক্ষমা করবেন সেজন্য।

সংস্কৃতি মন্ত্রী আঁদ্রে মাল্‌রোকে গোদারের পত্র

[চিঠি যিনি লিখেছেন,—জাঁ-লুক গোদার, চলচ্চিত্রস্রষ্টা হিসেবে আবিশ্বে সম্মানিত। এই চিঠি যিনি পেয়েছেন,—আঁদ্রে মালরো, কুড়ি শতকের অন্যতম পরাক্রান্ত গদ্যকার ও ফরাসী সরকারের সংস্কৃতি-মন্ত্রী।

প্রথম জীবনে গোদার মালরোর প্রতি প্রীতই ছিলেন। কিন্তু একদা বিপ্লবী এই লেখক দ্য গল সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের দায়িত্ব নিলে, (প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী) ও সেই অর্থে গোদারের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে তিক্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে জাক রিভেত কৃত "সন্ন্যাসিনী" (লারেলিজিওস) ছবিটিকে নিষিদ্ধ করা হলে ক্ষিপ্ত গোদার এই অবিস্মরণীয়প্র তিবাদ-পত্রটি লিখে সম্পর্কে চূড়ান্ত ইতি টেনে দেন। ১৯৬৬ সালের ৬ই এপ্রিল লা নভেল ওবসারভাতোর পত্রিকায় এটি প্রথম ছাপা হয়। কিন্তু এ চিঠি অনুবাদ করছি কেন ?

২৬ ৬ ৭৫—আরটুরো উই উত্থিত হলেন বাঙালীর ঘর জুড়ে। এই উত্থান রেজিস্টেবল ছিল কিনা তা নিয়ে নিবুদ্ধিজীবীরা, কতখানি ভেবেছিলেন, আজ আর জানবার উপায় নেই। কিন্তু, অন্ততঃ সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রসরতার যে মিথিক্যাল বেলুন আমাদের হাতে উড়ত, তা চুপসে যায়।

বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছা আমাদের

নেই কেননা আজ পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী ছাড়া আর কেউই তাতে যোগ দেননি। আমরা বড়োজোর বলতে পারি হার্মাটিডামটিরা সচরাচর দেওয়ালের ওপরেই বসে থাকে। জরুরী অবস্থায় তারা হঠাৎ পড়ে যায়। ও তারা ঈষৎ কাঁদে। এখন অবশ্য তারা আবার দেওয়ালের ওপরে বসে যথারীতি স্বাধীনতা, প্রতিরোধ ও আত্মসম্মানের লজেন্স চুষতে শুরু করেছে। আর সেইজন্যেই এ চিঠির পালটা থাপ্পড়।]

'আপনার প্রভুই (১) নির্ভুল। সব কিছুই ঘটে চলেছে "কুৎসিৎ ও নিকৃষ্ট' স্তরে। যখন তিনি একথা বলেন, অনুমান করি তিনি ভাবছলেন সেই রাজকুমারদের কথা যারা আমাদের শাসন করেন। সৌভাগ্যক্রমে, আমরা যেহেতু বুদ্ধিজীবী আপনি, দিদেরো (২) ও আমি, আমাদের কথোপকথন উচ্চ স্তরে হতে পারে। আমি অবশ্য কোন ক্ষেত্রেই খুব নিশ্চিত নই, ভবদীয় আঁদ্রে মালরো, যে আপনি এই চিঠির একটি শব্দও বুঝতে পারবেন না। কিন্তু যেহেতু আপনি আমার পরিচিত একমাত্র গলপন্থী,আপনাকে আমার ক্রোধের শিকার হতে হবেই।

এটা শেষপর্যন্ত, একটা যুক্তি সমর্থিত বেছে নেওয়া। গেস্টাপোপ্রতিম সেন্সর ব্যবস্থার আক্রমণে প্রতিবার একটি ফিল্ম মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'লে, একজন চলচ্চিত্রকার হিসেবে—অন্যরা যেমন ইহুদি কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ—আম ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আপনার কাছে গিয়ে আপনার বন্ধু রোজের ফ্রাই ও জর্জ পোঁপিদুর (৩) মধ্যস্থতার জন্য প্রার্থনা করতে। কিন্তু, হায় ভগবান, আমি কখনোও মুহূর্তের জন্যেও ভাবিনি যে আমাকে হয়তো একই কাজ করতে হবে আপনারই ভাই দিদেরোর জন্য যিনি আপনারই মত একজন সাংবাদিক ও লেখক আর তাঁর সন্ন্যাসিনীর জন্য, আমার বোন—একজন ফরাসী নাগরিকা যে দীনভাবে আমাদের ঈশ্বরীয় পিতার কাছে স্বাধীনতা রক্ষার ভিক্ষা করে।

আমি কি চক্ষুহীনইনা ছিলাম! আমার মনে রাখা উচিত ছিল সেই চিঠি যার জন্য দ্যানসকে বাস্তিলে বন্দী হতে হয়েছিল। (৪) সুখের কথা, এবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বা আমার টেলিফোনের জবাব দিতে অস্বীকার করে আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। যাকে আমি আপনার সাহস ও বুদ্ধিমত্তা ভেবেছিলাম যখন আপনি প্যারাফিতের (৫) কুঠার থেকে আমার "বিবাহিতা মহিলা" (৬) কে বাঁচান, এখন বুঝতে পারছি কি জন্য তা হয়েছিল,—এখন যখন আপনি সানন্দে মেনে নিয়েছেন এমন একটি শিল্পকর্মের নিষিদ্ধকরণ যা,

যেভাবেই হোক, আপনাকে শিখিয়েছে দুটি অবিচ্ছেদ্য ধারনার প্রকৃত অর্থ : ঔদার্য ও প্রতিরোধ। এখন আমি দেখছি তা শুধুই কাপুরুষতা। আমাকে স্পেন, বুদাপেস্ত বা আউসউইৎজ এর কথা শোনাবেন না। সব কিছুই ঘটে চলেছে নিকৃষ্ট স্তরে, যা আপনাকে আগেই বলা হয়েছে। আর আমি আপনাকে বলব এসব কি : ভয়।

যদি এটা তত গভীর দুর্ভাগ্য নাও হয়, খুবই মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক হচ্ছে যে, ১৯৬৬ সালে একজন ইউ. এন আর. (৭) মন্ত্রী ১৭৮৯ এর সেই আকাশচুম্বী প্রেরণা প্রসঙ্গে এত আতঙ্কিত। এখন আমি নিশ্চিত, ভবদীয় আঁদ্রে মালরো, যে আপনি এই চিঠি একেবারেই বুঝবেন না, যাতে আমি ঘৃণায় জর্জরিত হয়ে শেষবারের মত আপনার সঙ্গে কথা বলছি। অথবা এও বুঝবেন না যে কেন আমি ভবিষ্যতে, এমনকি স্তব্ধতার মধ্যে হলেও, আপনার সঙ্গে করমর্দনেও ভীত হব। এ জন্য নয় যে আপনার সঙ্গে মিল আছে সেইসব হাতের যেগুলো থেকে শারোন ও বেনবার্কার (৮) রক্ত মুছে ফেলা যাবে না কখনো। মোটেই না। আপনার হাত বিশুদ্ধ কান্টবাদের মতই। কিন্তু তার হাতই নেই, পেগি (৯) যেমন বলেছিলেন। সুতরাং, অন্ধ ও হস্তহীন, বাস্তব থেকে পলায়ন প্রয়াসে শুধু পদযুক্ত এককথায় কাপুরুষ, অথবা, সম্ভৃত, বৃদ্ধমাত্র, ধূর্ত ও শ্রান্ত—মানে প্রায় একই দাঁড়ায়। বিস্ময়ের প্রায় কিছুই নেই, যখন আমি আপনাকে সুজান সিমোঁনি, দিদেরোর সন্ন্যাসিনীর নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত গুপ্তহত্যার কথা বলি, আপনি আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পারেন না। না, আদৌ কিছুই বিস্ময়কর নয় এই চূড়ান্ত কাপুরুষতায়। নিজেকে আপনি অন্তর্গত স্মৃতিসমূহের ভেতরে উটপাখীর মত সমাধিস্থ করেছেন। তা হলে কেমনভাবে আপনি আমার কথা শুনবেন, আঁদ্রে মালরো? যে আপনাকে বাইরে থেকে টেলিফোন করে, দূর দেশ থেকে। স্বাধীন ফ্রান্স থেকে?

১। সম্ভবতঃ দ্যগল, যেহেতু মালরো সে সময়ে তাঁর সংস্কৃতি-মন্ত্রী।

২। আঠারো শতকের বিখ্যাত গদ্যশিল্পী দিদেরোর উপন্যাসই ছিল নিষিদ্ধ চলচ্চিত্রটির ভিত্তি।

৩। যথাক্রমে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী।

৪। 'লের সুর লেসাভ্যোগল'' প্রকাশের পর ১৭৪৯ সালে দিদেরোকে চারমাস বাস্তিলে বন্দী থাকতে হয়।

ম্যাস্কুলাঁ-ফেমিনাঁ সম্পর্কিত তথ্য

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা / জাঁ-লুক গোদার

সহযোগী পরিচালনা/বেরণার তুবল' মিশেল। শব্দগ্রহণ/ রণে ল্যাভের। আলোক-চিত্রণ/ উইলি কুর'। সংগীত পরিচালনা/ ফ্রাঁসিস লে। সম্পাদনা/আঞ্জিয়েস গিমো।

অভিনয়

পল/জাঁ পিয়ের লেয়ো। মাদলেইন/ শ'তাল গোইয়া। কাথরিন/কাথরিন ইসাবেল দ্যুপর। এলিজাবেথ/মারলেন জোবের। রবের/ মিশেল দেবর। শ্রীমতী উনবিংশতি/ এলসা ল্যেরয়। মার্কিন অফিসারের সঙ্গিনী/ ফ্রাসোঁয়াজ আর্‌দি। কাফের অভিনেতা, আঁতোয়ান ব্যুরশিয়ে। কাফের অভিনেত্রী/ ব্রিজিত বার্দো। মেট্রোস্থিত নারী/ শ'তাল দারগে। পুরুষ/ বিরজের মামস্টেন। মহিলা/ এভা ব্রিট স্ট্রাণ্ডবার্গ।

সাদা কালোয় নির্মিত। ফরাসী সেনসর ব্যবস্থা অনুযায়ী অনূর্ধ্ব-অষ্টাদশ বর্ষীয়দের জন্য নিষিদ্ধ।

ফরাসী সুইডিশ যুগ্ম প্রযোজনা / আনুশকা ফিল্ম-আরগো ফিল্ম (পারি)। সাণ্ড্রুজ সেভেনস্ক ফিল্ম ইণ্ডাসট্রি (স্টকহোম)।
পরিবেশনা/ কলম্বিয়া পিকচার্স। সময় সীমা/একঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট। প্রথম প্রদর্শনী/ এপ্রিল, উনিশশো ছেষট্টি।

ম্যাস্কুলাঁ-ফেমিনাঁ

১. একটি লিপিচিত্র ঃ

আরগো সেভেনস্কি ফিল্ম ইণ্ডাসটি.

সাওুজ আনুশকা

এই শটটি চলবার সময়ে কেউ শিষ দিয়ে লা মার্সাই গাইতে থাকবে। ১২১টি ফরাসী ছবির উদ্যোগ যার মধ্যে মাত্র ৩টি বা ৪টি শেষ হতে পেরেছিল, তার একটিকে আলো ও ছায়ায় দেখানো হচ্ছে।

(১২)

১ ক একটি লিপিচিত্র ঃ

পু

বন্দুকের শব্দ। (১)

খ. রুত (১)

গ. স্ন (১)

আরেকবার বন্দুকের শব্দ

ঘ নারী

পনেরটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমা (৩)

১

৩. একটি কাফের টেবিলে পলকে দেখা যায় লিখছে। এবার সে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে স্বরচিত কবিতাটি জোরে জোরে পড়তে থাকে।

পল ঃ
দুজনের তাকানো
কখনো মেলে না।
জীবনের
স্পর্শ নেই।
নীরবতা।
শূন্যতা।
তাপ।
আলো নিভে আসে।

(সে পকেট থেকে সিগারেট বার করে। ধরায়। রাস্তা থেকে গাড়ীর শব্দ আসছে। একবার কফি ঘরের দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ এলো। সে আবার পড়তে থাকে।)

পল ঃ
ক্লান্তিকরতার কথা
দিন যাপনের গ্লানি…
এই ছেদহীন কাহিনীর পাতায়
কোথাও
মার্সাই থেকে আসা এই যুবক,
সারাদিন সে কথা বলে
অন্যের সঙ্গে সারাদিন…
জীবন ভাগ করে নেয়,
একা হতে পারে না।
তার চিহ্ন নেই কোথাও।

একটি মেয়ের গলা শোনা যায়। (১২৫)

৪. মাদলেইনকে জনৈক ওয়েটার (অদৃশ্য)-এর সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়।

মাদলেইন ঃ এক কাপ চকোলেট দেবেন।

(সে তার পেছনের কাচের দরজা বন্ধ করে। কোট খোলে। ও বসে। জানলা দিয়ে রাস্তার গাড়িঘোড়া দেখা যাচ্ছে। ব্যাগ খুলে চিরুণী বার করে

একটু চুল আঁচড়ায়। একটু ঠিকঠাক হয়ে নেয়। পলকে আমরা তার ডানদিকের কোন চেয়ারে অল্প দেখতে পাই।)

পল : কিছু যদি মনে না করেন, আপনিই তো মাদলেইন জিমার ?

মাদলেইন : হ্যাঁ, কেন বলুন তো ? আপনি চেনেন আমাকে ?

পল : মানে আমি এখানে প্রায়ই আসি। তাই দেখেছি।

মাদলেইন : ও, হতে পারে।

(একটি ফোন বাজছে। মাদলেইন পাউডার বোলানর পাফ, চিরুণী এইসব ব্যাগে রাখে। ব্যাগ পাশে সরিয়ে এবার সে মহিলাদের ফ্যাশনের কোন কাগজের পাতা ওলটাতে থাকে। তার টেবিলে একটি শাদা পাতাও আছে। কেউ ফোন ধরে। আসন্ন কথোপকথনের সময় ব্যাকগ্রাউণ্ডে খুব মৃদুভাবে ফোনের কথাবার্তা থাকবে।)

পল : কিছু মনে করবেন না, মানে এই আবার একটি বন্ধু আছে, ওই, রবের পুকার। ও একজনকে চেনে। দুমা নামে। তিনি আবার আপনাকে চেনেন।

মাদলেইন : (উদাসীনতার সঙ্গে তাকিয়ে) আচ্ছা। হ্যাঁ, মার্সেল দুমা।

(মাদলেইন পত্রিকায় মনোনিবেশ করে। ঠিক পাতাটা খুঁজে পেয়ে কলম বার করে লিখতে থাকে। কেউ একজন কাফেতে ঢোকে। পল চিৎকার করে ওঠে।)

পল : দরজাটা।

(ভদ্রলোক পলের দিকে চেয়ে স্মিত হাসেন ও দরজা বন্ধ করেন। মাদলেইন লিখে চলেছে।)

পল : তো, হ্যাঁ, ও বলছিল দুমা আমার জন্যে একটা চাকরী জোটাতে পারে।

(লেখা হয়ে গেছে, মাদলেইন তাকায়।)

মাদলেইন : কাগজে চাকরী ?

পল : উনি কাগজে আছেন— আমি জানতাম না।

মাদলেইন : হ্যাঁ, যদি অবশ্য আপনি মার্সেল দুমার কথাই বলে থাকেন।

(আবার ফোন বাজতে থাকে। আবার মাদলেইন পত্রিকায় ফিরে যায়। ফোন ধরে একজন মহিলা কথা বলতে থাকেন। ক্যামেরা মাদলেইনের মিডিয়াম শট নেওয়ার জন্যে ডলি করে। পল-কে আর দেখা যাচ্ছেনা।)

পল ঃ (অদৃশ্য) আর আপনি, আপনিও ওই কাগজেই আছেন ?

(মাদলেইনের হাতে পত্রিকাটির নাম পড়তে পারা যায়—আজ লোগ্রা।)

মাদলেইন ঃ (চোখ না তুলে) ছিলাম। তবে আর নেই। আমি কিছু রেকর্ড করতে চাইছি। কেন বলুন তো, আপনি চাকরীর খোঁজ করছেন ?

পল ঃ (অদৃশ্য) ঠিক তা নয় অবশ্য। আমি কোন রকমে আর্মি থেকে চলে আসতে পেরেছি, এই আর কি।

(মাদলেইন অলসভাবে কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করে। এবার সে সিগারেটের মতন করে পেনটাকে ধরে কপালে ঠেকায়।)

মাদলেইন ঃ আপনার ভাল লাগত ?

(মনে হয় মাদলেইন আবার লেখা শুরু করবে।)

পল ঃ (অদৃশ্য) ওঃ, আপনি ভাবতে পারবেন না, ষোল মাস কোন সান্ত্বনা নেই, টাকা নেই, প্রেম নেই, অবসর নেই।

(এই প্রথম মাদলেইন পল-কে গুরুত্ব দেয়। চুলে অন্যমনস্ক বিলি কাটতে থাকে।)

পল ঃ (অদৃশ্য) অন্যভাবে বলতে গেলে, আধুনিক জীবন, যেখানে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই আপনি লিমিটলেস অথরিটির সামনে দণ্ডিত, পরিত্যক্ত। ষোলমাস শুধু এটাই প্রমাণ করে যে একজন ফরাসী তরুণের পক্ষে এমন কি আপেক্ষিক স্বাধীনতাও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করা শক্ত। বিশেষতঃ ....

(মাদলেইন গভীর মনোযোগের সঙ্গে পলের দিকে তাকিয়ে আছে।) (১২৭)

৫. মাদলেইনের দিকে তাকিয়ে থাকা পলের ক্লোজ আপ। সে টেবিলে পড়ে থাকা কবিতাটার দিকে তাকিয়ে, যেন পড়ছে, বলতে থাকে।

পল ঃ ..... যখন তার কোন প্রবেশাধিকার নেই সংস্কৃতির জগতে। (হাতে পেন, মাদলেইনের দিকে তাকায়) এবং এটা শুধুই হুকুম তামিল করবার জীবন। (অন্যমনস্ক) কেননা মিলিটারি সিস্টেম খুব ভালভাবে খাপ খেয়ে গেছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেমের সঙ্গে ; টাকার খেলা আর এস্টাব্লিশমেণ্টের খেলা। (সে লিখতে শুরু করে)।

মাদলেইন (অদৃশ্য) ঃ হ্যাঁ, খুব ঠাট্টা মনে হচ্ছেনা। আর সত্যিই আপনি কিছু করছেন না তাহলে ?

(পল লেখা থামায়। তাকায়।)

পল ঃ ঠিক তা নয়। তবে আমি অন্য কোথাও বদলি চাই। (২৯)

৬. চোখ নামিয়ে রাখা মাদলেইনের ক্লোজ আপ।

পল (অদৃশ্য) ঃ আমাকে মাঝে মাঝেই খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয়। ধরুন, এখন আমি নাফাতে শেমিতে আছি।

মাদলেইন (তার দিকে তাকিয়ে) ঃ সেটা কি ?

পল (অদৃশ্য) ঃ ওই যে সাদা বাড়িটা, সিত্রোয়েন থেকে খুব দূরে নয়। জানেন ওখানে আমার কিছু চমৎকার ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাছাড়া, আমার মনে হয় পারির অধিকাংশ শ্রমিকই বেশ ভালো। সে কথা বলতে ভালবাসে, এমন কি বাচাল ও হয়ত। এটাই পার্টিকে দুঃখ দেয় বলে আমার ধারণা। সত্যিই পার্টিতে ওদের অনেকেই আছে কিন্তু খুব কম সংখ্যাই সত্যিকারের সঙ্গী।

(চুলে হাত রেখে মাদলেইন গম্ভীরভাবে পলের কথাবার্তা লক্ষ্য করে।)

পল (অদৃশ্য) ঃ তাও কিন্তু কাজের ওই বাজে আবহাওয়ার জন্যে কোন ছুটি নেই। প্রোডাকশন ঠিক রাখতে গিয়ে ম্যানেজমেণ্ট ছুটি বাদ দিয়েছে। তো, কোন শ্রমিকই আর তার নিজস্ব মানুষ নেই। সারাজীবন ওই ভাবে কাটবে গাদাগাদি করে- আমাকে দেখতে হয়েছে।

মাদলেইন (হেসে) ঃ ঠিক বলেছেন। আমার সঙ্গে মার্সেল-এর শিগগিরই দেখা হবে। ও আসবে। আচ্ছা, আপনার বন্ধুর নামটা যেন কি বললেন ?

পল (অদৃশ্য) ঃ রবের পুকার। ধন্যবাদ আপনাকে. সত্যিই আপনি ভারি ভালো।

৭. কাপ ডিসের শব্দ ইত্যাদি। ক্যামেরা কাট করে। একজন ওয়েট্রেস পল—মাদলেইনের মাঝখান দিয়ে চলে যায়। একটি দম্পতির কলহ দেখা যায়।

স্বামী ঃ তুমি হচ্ছ একটি শুয়োরের বাচ্চা।

স্ত্রী ঃ এভাবে অপমান সইতে পারব না আর।

(কবিতার থেকে চোখ তুলে পল তাকায়।)

স্বামী ঃ যদি তুমি সইতে না পার, সেটা আমার দোষ নয়। সেটা আমার দোষ

নয় যে তুমি অপমানিত হও। তুমি আসলে একটা খানকি, যে জানে না সে কি চায়।

(স্ত্রী উঠে দাঁড়ায়।)

স্ত্রী : ঠিক আছে, আমি জানি আমি কি চাই।

(পল আবার তাদের দিকে তাকায়। কালো চশমা পরিহিত স্বামী মহিলার হাত ধরতে চান। কিন্তু মহিলা ছিটকে গেলেন সঙ্গে একটি বাচ্চা ছেলে (অদৃশ্য ছিল এর আগে।)

স্বামী : পাত্রিককে ছেড়ে দাও ! ছেড়ে দাও বলছি ! ও আমার সঙ্গে থাকবে। পাত্রিককে ছেড়ে দাও তুমি।

ভদ্রলোক দরজার কাছে গিয়ে বাচ্চাটাকে ধরে ফেলেন। ভদ্রমহিলা আর্তনাদ করে ওঠেন।

স্ত্রী : তুমি তো আর একটা মেয়েমানুষ জোটাতে পারবে—

পল : দরজাটা, দরজাটা—

(ভদ্রমহিলা তাঁর চেয়ারে ফিরে আসেন দৌড়ে। বড় ব্যাগটা তুলে নেন। আবার একই ভঙ্গীতে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ব্যাগ থেকে একটা রিভলভার বার করেন। ক্যামেরা বাঁ দিকে ঘুরে খোলা দরজার কাছে ভদ্রমহিলাকে ধরে রাখে। তিনি গুলি করেন। ভদ্রলোক পড়ে যান। বাচ্চাটিকে আর দেখা যায় না। পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে ভদ্রমহিলা এবার স্বামীর রক্তাক্ত শরীরের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে পরিক্রমা করতে থাকেন ও ঝুঁকে পড়েন যেন রক্তস্রোতের মধ্যে কিছু পেতে চান।) (৩৭)

৮. পারির শিল্পাঞ্চলে একটি নির্মীয়মান বাসগৃহ। (৩)

৯ একটি কফিঘরে প্রাতরাশের মুহূর্তে। সাগনের ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়ছেন। (৪)

১০. বর্ষণসিক্ত রাজপথে ট্র্যাফিক ও পদাতিক। (৪)

২

১১. আর একটি কফিখানা। কাউণ্টারে একজন ভদ্রমহিলা। কেউ একজন ক্রেতা তার সঙ্গে রসালাপ করছে। পল তাদের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে চায়। দরজা বন্ধ। আরও ডানদিকের একটি দরজা দিয়ে সে ঢোকে।

পল ঃ সুপ্রভাত।

ম্যানেজারেস ঃ সুপ্রভাত।

(পল কাউণ্টারে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পরিচিত আছে কিনা দেখে। তারপর উল্টোদিকে জানলার কাছে চলে যায়।)

পল ঃ এই, ঠিক আছিস তো?

(প্রায় তারই বয়সের একটি যুবক খবরের কাগজ থেকে মুখ তোলে। পল ও সে করমর্দন করে।)

রবের ঃ না, ঠিক নেই।

পল ঃ কেন ব্যাপারটা কি?

পল ফ্রেম ছেড়ে আবার কাউণ্টারের দিকে চলে যায়।

রবের ঃ আমি ঠিক করেছি দশটার আগে কিছুতেই 'ভালো' বলব না।

পল (অদৃশ্য ঃ একটা এসপ্রেসো – কিন্তু শালা, এখন দশটা পাঁচ।

রবের ঃ মাইরি! তাহলে ঠিক আছি।

রবের ওঠে। পলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। (৪১)

১২. পল কাউণ্টারে কনুই ঠেকিয়ে দাঁড়ায়। রবের কফিতে চুমুক দেয়। ম্যানেজারেস ভদ্রমহিলাকে মাঝে মাঝে অন্যান্য ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে। রাস্তা থেকে গাড়ীর শব্দ আসে।

পল ঃ তুই কি এখনও রাত্তিরের শিফটেই আছিস?

রবের ঃ না। তুই খবরের কাগজ পড়িসনি? বনধ!

এবার সরকার ঝাড় খাবে—অন্ততঃ আমি তাই চাই।

রবের সিগারেটে টান দেয়।

পল ঃ কে ডেকেছে—সি. জি. টি?[১]

১. সি. জি. টি. ঃ কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন ফ্রান্সের সর্ব বৃহৎ শ্রমিক সংগঠন।

রবের : হ্যাঁ, কিন্তু ফরস্‌ভরিয়ের[২]-ও আছে ব্যান্‌চোতের দল।

পল : আহা চমৎকার! তো এই হারামিগুলো কি বলছে?

রবের আর একবার কফিতে চুমুক দেয়।

রবের : কি আর বলবে? তুইতো জানিস।

পল : হ্যাঁ, হ্যাঁ. মনে পড়ছে, কাথলিকদের ভাষণ তো।

রবের : যাক্‌, আমি ভাবছি ওদের কথা, তুই ততক্ষণে এটায় সই করতো! সই কর।

রবের বুক পকেটের ভেতর থেকে একটা কাগজ বার করে পল-কে দেয়। (৩৩)

১৩. পলের ক্লোজ আপ। সে পড়ছে।

পল : "নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা, গভীর উদ্বেগের সঙ্গে রিয়ো দে জানিরোর আটজন বিশিষ্ট শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীর গ্রেপ্তার ও অঘোষিত বন্দীত্বের সংবাদ লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ যে তাঁরা সরকারী নীতি সমর্থন করেন. না। (সে রবেরের দিকে তাকায়) ব্রাজিলীয় ঐতিহ্যে স্বীকৃত, চিন্তা ও বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর এই আঘাতের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন ও অবিলম্বে (সে পেন বার করে) বন্দীদের মুক্তির দাবী করেছেন।"

(পল সই করে আবেদন পত্রটি ফিরিয়ে দেয়।)

পল : শোন, গত সপ্তাহে তো মাদ্রিদে হয়েছিল। আসছে সপ্তাহে কোথায়?

রবের (অদৃশ্য) : এথেন্স, বাগদাদ, লিসবন।

(পল, সতর্ক করার ভঙ্গীতে, ডান হাতের তর্জনী ঠোঁটে রাখে।)

রবের (অদৃশ্য) : তুই এখন কত পাচ্ছিস? (৪৩)

১৪. ক. একটি লিপিচিত্র :

মানবিক শ্রম

পল : ষাট। (২)

খ. একটি লিপিচিত্র :

বস্তুগুলির পুনরুত্থান ঘটায়

রবের (অদৃশ্য) : খারাপ না। তবে বিপ্লব ভুলে যাবার মতন নয়। (৩)

২. ফরস্‌ভরিয়ের : দক্ষিণপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা।

গ. একটি লিপিচিত্র ঃ

মৃত্যু থেকে

পল (অদৃশ্য) ঃ জানি। আমি তো বলিনি সে কথা। (২)

১. এই শটটিতে দুই বন্ধুকে বারবার সিগারেট জ্বালাতে, ধোঁয়া ছাড়তে, কফিতে চুমুক দিতে অথবা কফির চামচ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখা যাবে। ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে পল কথা বলছে।

পল ঃ আমি তা বলছি না। তবু—

রবের ঃ ও:, বুঝেছি, তুই ঘরের কথা জানতে চাইছিস ?

পল ঃ ঠিক বলেছিস। আমি বলতে চাইছিলাম যে কি ভাবে—

পল এবার বসে। রবের আবার খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছে।

পল ঃ তুই এখনও গাড়িতে ঘুমোচ্ছিস ?

রবের ঃ হ্যাঁ, এখনও সোয়াসোঁ-তেই আছি।

পল ঃ কবে রে, কাল না পরশু তোর খোঁজে আমি প্লাসক্লিসিতে গিয়েছিলাম ? তুই দেখেছিলি আমাকে ? (নীরবতা।)

রবের ঃ জানি, কিন্তু আমার সংগে আমার মাসতুতো বোন ছিল।

পল ঃ ভাল আছিস ?

রবের ঃ তোকে বোঝাতে পারব না কি খারাপ যাচ্ছে। তোর কি খবর ? সেই মেয়েটা, আর কোন খবর আছে ?

পল ঃ কে, মাদলেইন ? না, না, আমার আর কোন উৎসাহ নেই।

রবের ঃ শালা, ন্যাড়া আর কবার বেলতলায় যাবে ?

রবের কফি ও কাগজে মনোযোগ দেয়। একজন সুসজ্জিত ভদ্রলোক এসে ম্যানেজারেসের সঙ্গে কথা বলেন।

ভদ্রলোক ঃ স্পোর্টস প্যালেসটা কোথায় ?

ম্যানেজারেস (অদৃশ্য) ঃ প্যারিতেই তবে ঠিক উল্টো দিকে।

ভদ্রলোক ঃ ও, ধন্যবাদ।

ভদ্রলোক ফ্রেম ছেড়ে চলে যান। পল, দুই হাত ওভারকোটের পকেটে, তাকে অনুসরণ করে। ও ফিরে এসে ম্যানেজারেসকে বলে—

পল ঃ স্পোর্টস প্যালেস ?

ম্যানেজারেস ঃ প্যারিতেই তবে ঠিক উল্টো দিকে।

পল ঃ ও, ধন্যবাদ।

(পল চেয়ারে ফিরে আসে। রবের তাকায়।)

রবের ঃ তোর ধান্ধাটা কি বলতো ?

পল ঃ ওইলোকটার জায়গায় নিজেকে বসাতে চাইছিলাম ঃ

রবের ঃ তো ?

পল (শ্রাগ করে) ঃ ব্যস আর কিস্যু না।

রবের ঃ মানে ?

পল ঃ লোকে বলে না যদি কাউকে বুঝতে হয় তো তার মত হও। আমি দ্যাখাতে চাইছি সেটা ভুল।

(রবের চিনির পাত্রটার দিকে তাকায়। তারপর, দূরে তাকিয়ে, বলে)

রবের ঃ বকিস্ না, দ্যাখ শালা।

(সে উঠে দাঁড়ায়)। (২৮)

১৬. উল্টোদিকে কাফের একটি কোণে একটি সুন্দরী মেয়ে বসে আছে। রবের তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

রবের ঃ আমি একটু চিনি নিতে পারি ?

মেয়েটি (তাকিয়ে) ঃ অবশ্যই।

(রবের তার দিকে চোখ রেখে চিনির কাপটার দিকে হাত বাড়ায়। ও চিনি নেবার সময় কোটের হাতা দিয়ে স্তন দুটি ঘসে দেয়।)

রবের ঃ ধন্যবাদ।

(রবের টেবিলে ফিরে আসে। ক্যামেরা মেয়েটিকে বাদ দিয়ে তাকে ধরে আছে। তার মুখে ছোট্ট এক চিলতে হাসি)

রবের ঃ মন্দ না।

পল ঃ কি, ওর মাই ?

রবের ঃ তা ছাড়া কি ?

(রবের কাগজটা ভাঁজ করে। কাগজের নাম, ফ্রাঁস ন্যুভেল, দেখা যাচ্ছে।)

পল ঃ আমি একবার ট্রাই করি।

(পল উঠে দাঁড়ায় ও ফ্রেম ছেড়ে চলে যায়। রবের মুখ একটু ঘুরিয়ে পলের কথোপকথন লক্ষ্য করে।)

পল (অদৃশ্য) ঃ আমি একটু চিনি নিতে পারি ?

মেয়েটি (অদৃশ্য) ঃ অবশ্যই।

পল (অদৃশ্য) ঃ ধন্যবাদ।

(পল ফিরে আসতে শুরু করলে রবের আবার কাগজ পড়তে থাকে। পল চিনিটুকু মুখে ফেলে বসে।)

রবের ঃ তো ?

পল (হেসে) ঃ মারাত্মক। (কফির তলানিটুকু এক চুমুকে শেষ করে) চলি তা হলে।

(পল উঠে দাঁড়ায়। রবের পড়ে চলেছে।

রবের ঃ শুক্রবার দ্যাখা হবে।

(পল রবেরের কাঁধে হাত রাখে)।

পল ঃ ঠিক আছে। দ্যাখা হবে।

(রবের সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে। পল চলে যায়। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।)

(৫৭)



১৭. খবরের কাগজের অফিস। টাইপ-রাইটারের শব্দ। কাথরিন সম্পাদকের ঘরে ঢোকে। প্রুফ রাখে। তারপর বেরিয়ে যায়। (৮)

১৮. একটি বড় দোকানের কাচের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে মাদলেইন ও এলিজাবেথ। (৬)

১৯. পল আরেকটি পত্রিকার দপ্তরে বসে সিগারেট খাচ্ছে ও কিছু লিখতে চাইছে। তার পেছনে বসে একটি তরুণী টাইপ করছে। পল উঠে গিয়ে কাউকে টেলিফোন করে ও টেলিফোনে কান রেখে প্যাডের কাগজে লিখতে শুরু করে।

কাথরিন (আরোপিত স্বর)*: আজকের প্যারি। আধুনিক মেয়েরা কি স্বপ্ন দ্যাখে? কিন্তু ওই আধুনিকারা কারা?

(পল ফোন রেখে দেয়। কাগজ ছিঁড়ে ফেলে। সিগারেট ও কাগজ নিয়ে উঠে পড়ে।)

কাথরিন (আরোপিত স্বর): নংতেরের সিমকা প্ল্যান্টে পরিদর্শিকারা সঙ্গম করবারও সময় পায় না; তারা এত ক্লান্ত?

(ক্যামেরা ডান দিকে প্যান করেছে। পল তার নোটস অন্য এক মহিলার টেবিলে রাখে। তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে যায়।)

কাথরিন (আরোপিত স্বর): শংজেলিজের বাচ্চা মেয়েরা, মাত্র আঠেরো বছর বয়সেই বড় হোটেলে গণিকাবৃত্তি বেছে নিয়েছে? (২২)

২০ পল, হাতে কাগজপত্তর, পাশে মাদলেইনের অফিসে এসেছে। মাদলেইন একটা নতুন জামা দেখছে সপ্রশংস চোখে। পল ঈষৎ লাজুক ভাবে দেখতে থাকে মাদলেইনকে।

কাথরিন (আরোপিত স্বর): বুলভার সাঁ জেরম্যাঁর স্কুল বালিকারা বের্গসঁকে জানে, সার্ত্রকে জানে ও আর কিছু জানে না কেননা অভিভাবকরা তাদের আটকে রেখেছে বুর্জোয়া অ্যাপার্টমেন্টের গন্ডীর মধ্যে? (১১)

* আরোপিত স্বর: Voice over

৩

কাথরিন (আরোপিত স্বর) ঃ অধিকাংশ ফরাসী মেয়ে বেঁচেই নেই। (২)

২২. পশ্চাদপটে টেলিফোনের কথাবার্তা। একটি সরু বারান্দা। দুপাশে অনেক দরজা। কাথরিন বাঁদিকের একটি দরজা থেকে বেরিয়ে এসে ডানদিকের আর একটি দরজা দিয়ে ঢুকে যায়। পল দৌড়ে আসে। কাথরিন বেরিয়ে এলে, পলকে তার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে দেখা যায় (কথা শোনা যায় না)। কাথরিন বাঁদিকের একটি দরজা দেখায়। পল সেই দরজাটি দিয়ে ঢুকে যায়। কাথরিন চলে যায়। (১০)

২৩. একটি ঘর। দুদিকে কোট ঝুলিয়ে রাখবার ব্যবস্থা। পল তাড়াতাড়ি সেই ঘরটির শেষে আরেকটি ঘরের দরজা খুলতে গিয়ে থমকে যায়। একটু ভেবে দেখে ওই পাশে মহিলাদের টয়লেট রয়েছে কিনা। এমন সময় মাদলেইন অপর দিক থেকে দরজাটি খুলে এই ঘরে ঢোকে। তার মুখে স্মিত হাসি। পল এই শটে এরপর অধিকাংশ সময়েই অভিব্যক্তিহীন।

মাদলেইন : আরে কি খবর ?

পল : ভালো।

(মাদলেইন দরজা বন্ধ করে বেসিনে হাত ধুতে যায়। ক্যামেরা তাকে অনুসরণ করে। পলকে বেসিনের ওপরের আয়নায় প্রতিফলিত দেখা যায়। হাত ধুতে ধুতে মাদলেইন তার দিকে মুখ ফেরায়।)

মাদলেইন : মার্সেল আমাকে বলছিল সব ঠিকঠাক চলছে।

পল : হ্যাঁ, তা ঠিক।

মাদলেইন : আর মাইনে-টাইনের ব্যাপারে কথাবার্তা হয়ে গেছে তো ?

পল : উনি বলেছেন মঙ্গলবার জানাবেন।

(পল বেসিনের কল খুলে একটা গ্লাসে জল ভরে। এবং চুমুক দিয়ে কথা বলে।)

পল : কিছু মনে করো না, তোমার মনে আছে আজ তেইশ তারিখ ?

মাদলেইন : হ্যাঁ, তাতে কি হল, কেন বলুন তো ? তেইশ তারিখ তো, কি হয়েছে ?

(মাদলেইন হাত মুছতে শুরু করে।)

পল ঃ তুমি বলেছিলে আজ আমরা একসঙ্গে বেড়াতে যেতে পারি।

মাদলেইন ঃ কিন্তু এরকম কথা আমি বলিনি।

(পল অনেকখানি জল এক চুমুকে শেষ করে। মাদলেইন ব্যাগ থেকে ছোট্ট চিরুনি বার করে চুল আঁচড়াতে থাকে।) (৭৭)

২৪. পলের অবস্থান থেকে দেখা মাদলেইনের ক্লোজ-আপ।

মাদলেইন (জোর দিয়ে ঃ আমি কখনো বলিনি একথা।

পল (অদৃশ্য) ঃ তুমি একটি আস্ত মিথ্যুক।

(ক্যামেরা একটু বাঁ দিকে ঘুরে আয়নায় মাদলেইনের প্রতিবিম্ব দেখায়। তারপর আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসে।)

মাদলেইন ঃ না, আমার তা মনে হয় না।

(মুখে একটুকরো হাসি নিয়ে সে আবার চুল আঁচড়াতে থাকে।

পল (অদৃশ্য) ঃ মানে, মানে

মাদলেইন ঃ মানে মানে করবার কোন মানে আছে ?

পল অদৃশ্য ঃ জানিনা। তুমি জীবনে কখনো মিথ্যে বলনি ?

(মাদলেইনের কেশবিন্যাস হয়ে গেছে। সে চিরুণি ব্যাগের ভেতর রাখে।)

মাদলেইন ঃ না।

পল (অদৃশ্য) ঃ কখনো না ?

মাদলেইন (শ্রাগ করে ঃ মানে, কখনো কখনো বলি, কিন্তু—কিন্তু··· সাধারণতঃ বলি না।

(সে একটু হাসে। তারপর পাউডার পাফ বার করে।)

পল (অদৃশ্য) ঃ কখন বল ?

(মাদলেইন পাফ দিয়ে নিজের চিবুকে খোঁচা দেয় কয়েকবার। পলের দিকে তাকায়।)

মাদলেইন ঃ হ্যাঁ, মানে আপনাকে বলি মাঝে মাঝে।

(মাদলেইন মৃদু হাসে।)

পল (অদৃশ্য) ঃ আমাকে ? আমাকে বাজে কথা বল কেন ?

(মাদলেইন প্রসাধনে ব্যস্ত। উত্তর দেয় না।)

পল (অদৃশ্য ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। আমি তোমার মতন নই।

(মাদলেইন, মুখে মৃদু হাসিটি রয়েছে, তাকায়।)

মাদলেইন : না, তা নয় (সে চোখ নামায়) ।

পল (অদৃশ্য) : তুমি ভাবছ আমার নাকটা বেশী লম্বা—না ?

(মাদলেইন জোরে হেসে ফেলে ।)

মাদলেইন : না, একেবারেই না ।

পল (অদৃশ্য) : বাবা, বাঁচলাম ।

(মাদলেইন হাসতে হাসতে ঠোঁটে লিপস্টিক বোলাতে থাকে ।) (৭৪)

২৫. পলের ক্লোজ-আপ । সে জল খায় । গম্ভীর মুখে হাত দিয়ে মুখের জল মুছে ফেলে ।

মাদলেইন (অদৃশ্য) : কেন বেড়াতে যেতে চাইছেন আজ রাতে আমার সঙ্গে ?

পল : যেহেতু···যেহেতু আমার মনে হয় তুমি খুব সুন্দর । খুব কোমল সেজন্যে (সে চোখ নামায়) ।

মাদলেইন (অদৃশ্য) : আমার আর কিছু আপনার ভাল লাগে না ।

পল (তার দিকে তাকিয়ে) : হ্যাঁ, সব কিছুই ভাল লাগে ।

মাদলেইন (অদৃশ্য) : কি ভাল লাগে ?

পল : তোমার চুল, তোমার চোখ, তোমার নাক, তোমার মুখ, তোমার হাত, তোমার······

মাদলেইন (অদৃশ্য) : আর আপনি যখন "বেড়াতে যাওয়া" বললেন তার মানে আপনি রাতও কাটাতে চান ? (দীর্ঘ স্তব্ধতা) বলুন, সত্যি করে বলুন, উত্তর দিন ?

(পল জ্যাকেটের পকেট থেকে সিগারেট বার করে । তারপর ধরায় ।)

মাদলেইন (অদৃশ্য) : আপনার বয়স কত ?

পল : একুশ ।

(জনৈক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার কথাবার্তা ভেসে আসবে ।)

মাদলেইন (অদৃশ্য) : আর আপনার বাবা-মা, জীবিত আছেন তাঁরা ?

পল : হ্যাঁ, আছেন ।

মাদলেইন (অদৃশ্য) : আপনার সঙ্গে তাঁদের দ্যাখা হয় ?

পল (শ্রাগ করে) : মাঝে মাঝে ।

(পল খুব শান্ত চোখে মাদলেইনের দিকে তাকায় । তারপর সিলিং এর দিকে । সিগারেট টানে ।)

মাদলেইন (অদৃশ্য) : আপনি মেয়েদের সঙ্গে প্রায়ই বেড়াতে যান—না ?

পল : মাঝে মাঝে। (৮৯)

২৬. মাদলেইনের ক্লোজ আপ। লিপস্টিক বোলানতে ব্যস্ত।

পল (অদৃশ্য) : হ্যাঁ, আমি, আমার তোমার সঙ্গে রাত কাটালে ভাল লাগবে।

(মাদলেইন চোখ নামায়।)

পল (অদৃশ্য) : আর তোমার ?

মাদলেইন (অল্প হেসে) : কখনো ভেবে দেখি নি।

পল : কিন্তু এখন তো আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছি ?

(মাদলেইন আবার চিরুনী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ক্যামেরা একটু ঘুরে আয়নায় তার প্রতিবিম্ব ধরল।)

পল (অদৃশ্য) : হ্যাঁ, তুমি তাহলে বলেছিলে কেন তেইশে বেড়ানো যেতে পারে ?

মাদলেইন (মুখটা এগিয়ে এনে) : বাজে কথা বলেছিলাম।

পল (অদৃশ্য) : তবু তুমি আমাকে ঠকালে কেন ? আমি বিশ্বাস করেছিলাম তোমাকে।

মাদলেইন (চোখ নামিয়ে) : কি জানেন, আমারও ভাল লাগেনি বলতে, কিন্তু ··

(সে পলের দিকে তাকায়। তারপর আবার চোখ নামায়। পশ্চাদপটে বেশ জোরে কারা কথা বলছে।) (৩৪)

২৭. মুখে সিগারেট পলের ক্লোজ আপ।

মাদলেইন (অদৃশ্য) : এই পল, তুমি[৪] মেয়েদের সঙ্গে বিকেলে বেরোও, না ?

পল : আমি তো বললাম তোমাকে।

মাদলেইন (অদৃশ্য) : তারা কি রকম মেয়ে ?

পল (চোখ তুলে) : আমার যাদের ভালো লাগে।

মাদলেইন : আমার মতন ?

(স্তব্ধতা)

পল : হ্যাঁ।

(স্তব্ধতা)। অভিব্যক্তিহীন চোখে পল দেখছে মাদলেইনকে।)

৪ সম্বোধনের 'তুমি', 'আপনি', বিষয়ে স্বভাবতঃই ফরাসী নির্দেশ নেই। এর দায়িত্ব সম্পূর্ণতই আমার—অনুবাদক।

মাদলেইন (অদৃশ্য) : আর, মানে, খারাপ মেয়েরা, তুমি তাদের সঙ্গেও ঘোর ?

পল : ঘুরবার সুযোগ ঘটেছে কখনো কখনো। কিন্তু বেশ্যাদের আমার ভালো লাগে না। বড় বিষণ্ন। বড় ঠাণ্ডা—মানে আমি বোঝাতে চাইছি—(শ্রাগ করে)।

মাদলেইন (অদৃশ্য) : কিন্তু আমি তো অত খুঁটিনাটি জানতে চাইনি।

পল : এমনিই বলছি আর কি।

মাদলেইন (অদৃশ্য) : কে তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে এ্যাত ?

পল (শ্রাগ করে) : আমি যা ভাবি, তোমাকে বলছিলাম—এর বেশী কিছু না।
(পল একটু হাসে।) (৪৪)

২৮. নত চোখ মাদলেইনের ক্লোজ আপ।

পল (অদৃশ্য) : তুমি সন্ধ্যাবেলা, একা যখন থাক কি কর ?
(মাদলেইন শ্রাগ করে।)

পল (অদৃশ্য) : যেমন আজকে, আজ তুমি কি করবে ?

মাদলেইন : আজ সন্ধ্যায় আমি..... (হঠাৎ চোখ তুলে) আমাকে আমাদের পত্রিকার জন্য কিছু ছবি বাছাই করতে হবে।
(পশ্চাদপটে জোরালো কথাবার্তা ও হাসি। মাদলেইন মৃদু হাসে।)

পল (অদৃশ্য) : সত্যি কথা বলছ ?

মাদলেইন : হ্যাঁ।

পল (অদৃশ্য) : কোন ধরনের ছবি ? কোন ছবি ?

মাদলেইন : সাধারণ, কিছু ফ্যাসানের ছবি।
(স্তব্ধতা। মাদলেইন আবার পাউডার পাফ বার করে মুখে বোলায়)।

পল (অদৃশ্য) : বুঝলাম। কিন্তু তুমি বলেছিলে না রেকর্ড করবে, আর ফ্যাসনে থাকবে না, নেই তুমি।

মাদলেইন : হ্যাঁ, তবু, কিন্তু একটা তো......একটা তো আরেকটাকে বাধা দ্যায় না। (সে হাসে) আমি এখন ফ্যাসানের ছবি নিয়ে আছি—বাছাই করি, সাজাই (সে চোখ নামায়)।

পল (অদৃশ্য) : কার ছবি, তোমার ?
(মাদলেইন হেসে মাথা ঝাঁকায়)।

মাদলেইন ঃ না, না, আমার নয়।

(সে প্রসাধন দ্রব্য সরিয়ে রাখে। দীর্ঘ স্তব্ধতা।)

পল (অদৃশ্য) ঃ আজ রাত্তিরে তুমি কারুর সঙ্গে বেরোচ্ছ? সেদিন রাতে তোমাকে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখলাম, লম্বা, বেশ লম্বা ভদ্রলোক।

মাদলেইন (চোখ তুলে) ঃ ও হ্যাঁ, আমার একটু দরকার ছিল।

(পশ্চাদপটে জোরে কথাবার্তা। মাদলেইন মৃদু হাসছে।)

পল (অদৃশ্য) ঃ সত্যি? তুমি সত্যি বলছ না।

মাদলেইন (হাসতে হাসতে) ঃ তবু সত্যি।

পল অদৃশ্য) ঃ না, আমি বিশ্বাস করি না।

মাদলেইন (এখনও হাসছে) ঃ তবু সত্যি।

পল (অদৃশ্য) ঃ কোথায় গিয়েছিলে তুমি ওর সঙ্গে?

মাদলেইন (শ্রাগ করে) ঃ কাফেতে ; আবার কোথায় যাব।

পল (অদৃশ্য) ঃ কি নিয়ে কথা হল?

মাদলেইন ঃ আমার রেকর্ড করা নিয়ে।

পল (অদৃশ্য) ঃ আর আমি যদি তোমাকে নিয়ে কোথাও যাই তোমার কি ধারণা আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব?

(মাদলেইন চোখ নামায়।)

পল (অদৃশ্য) ঃ সেজন্যই তুমি বেরোতে চাও না?

মাদলেইন (মৃদু হেসে) ঃ হবে হয়ত।

পল (অদৃশ্য) ঃ কেন তুমি ভাবছ আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব?

(মাদলেইন হেসে কথা বলতে চায়--।)

পল (অদৃশ্য) ঃ জান, তুমি না খুউব সুন্দরী।

(মাদলেইন চোখ তুলে তাকায়।)

মাদলেইন ঃ এভাবে বলছ কেন, অস্বস্তি হয় (সে চোখ নামায়)।

পল (অদৃশ্য) ঃ তোমার বুক দুটো আমার খুউব ভালো লাগে।

(মাদলেইন জোরে হেসে ফেলে।)

পল (অদৃশ্য) ঃ সত্যি, বিশ্বাস কর।

(মাদলেইন হাঁসতে থাকে)।

পল (অদৃশ্য) ঃ এই শোন। এটার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

(মাদলেইন, স্মিত মুখ, চোখ নামায়। স্তব্ধতা।)

পল (অদৃশ্য) : এই, মাদলেইন, দ্যাখো আমার চোখ।

(মাদলেইন পলের চোখে চোখ রাখে।)

পল (অদৃশ্য) : তুমি ঠিক এক্ষুনি কি ভাবছ ?

(মাদলেইন চোখ নামায়।)

পল (অদৃশ্য) : দ্যাখো আমার দিকে।

মাদলেইন : ভালো (তাকায়)। কিছু ভাবছি না (সে চোখ নামিয়ে নেয়)।

পল (অদৃশ্য) : কিছু না মানে ? তোমাকে সব সময়ই ভাবতে হয় কিছু। লোকে সব সময়ই কিছু না কিছু ভাবে। এখন তুমি আমার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছ ?

মাদলেইন : আমি তোমাকে দেখছি।

পল (অদৃশ্য) : দেখছ, কিন্তু ভাবছ কি ?

মাদলেইন : ভাবছি, আচ্ছা ··· ভাবছি .....।

পল (অদৃশ্য) : হ্যাঁ, বল ? (১৩৭)

২৯. পলের ক্লোজ-আপ।

মাদলেইন (অদৃশ্য) : তোমার কাছে পৃথিবীর কেন্দ্র কোন্‌টা ?

পল : পৃথিবীর কেন্দ্র !

মাদলেইন (অদৃশ্য) : হ্যাঁ।

পল : বেশ মজার ব্যাপার তো, আমি বলতে চাইছি আগে আমরা কখনো কথা বলিনি, প্রথম আলাপেই তুমি আমাকে এমন আশ্চর্য্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে।

মাদলেইন (অদৃশ্য) : না, আমার তো মনে হয় এটা খুব সাধারণ প্রশ্ন।

পল : তা অবশ্য ঠিক।

মাদলেইন (অদৃশ্য) : তাহলে বল উত্তর দাও।

পল : ধর......প্রেম আমার যতদূর ধারণা (সে একটু চোখ নামায়, আবার তোলে)।

মাদলেইন (অদৃশ্য) : আশ্চর্য্য তো, আমি হলে তো বলতাম ···· আমি।

(পল একটু হাসে। ধোঁয়া ছাড়ে। নাকের ওপরে আঁচড়ায়। পশ্চাদপটে গুঞ্জনের শব্দ।)

মাদলেইন (অদৃশ্য : তোমার খুব অদ্ভুত লাগছে ? (স্তব্ধতা) তোমার মনে হয় না তুমিই পৃথিবীর কেন্দ্র ?

পল (তাকিয়ে) : হ্যাঁ, একভাবে দেখলে অবশ্যই।

মাদলেইন (অদৃশ্য) : কোন্ ভাবে ?

পল : ধর বেঁচে আছ, তোমার চোখ দিয়ে সবকিছু দেখছ, তোমার মুখ দিয়ে সবকিছু বলছ, ভাবছ নিজের মাথা খাটিয়ে।

(পশ্চাদপটে কেউ শিষ দিচ্ছে। পল অনেকক্ষণ মাদলেইনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর নীচে চোখ নামায়।)

মাদলেইন (অদৃশ্য) : তোমার কি মনে হয় কেউ একা বেঁচে থাকতে পারে—সর্বক্ষণ একা থাকতে পারে ?

পল (তাকিয়ে) : না, অসম্ভব। না, এটা অসম্ভব। এভাবে কেউ থাকতে পারে না। একটু মমতা না পেলে, আমি বলছিলাম না, তোমার নিজেকে গুলি করতে হবে।

(পল অনেকক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সিলিং-এর দিকে। তারপর জল খায়।)

মাদলেইন (অদৃশ্য) : এই, আমার চোখে চোখ রাখো। (পল সিগারেটে টান দিয়ে তাই করে।)

মাদলেইন (অদৃশ্য) : যদি আমি বলি কোনদিন হয়ত তোমাকে ভালবাসতে পারব, সুখী হবে তুমি ?

পল (বেশ উদাসীনভাবে) : নিশ্চয়ই সুখী হবো, নিশ্চয়ই...... । (১১০)

৪

৪

৩০. বন্দুকের শব্দ (৩)

৩১. প্যারির উপকণ্ঠে একটি রাস্তা। ঢালু ছাদ ও স্কাইলাইট যুক্ত কিছু অনুচ্চ বাড়ী। একটি উঁচু নবনির্মিত বাড়ী। পল ও রবের রাস্তার দুদিক থেকে কৌণিকভাবে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসছে। পলের হাতে একটা ব্রিফকেস। একটা রঙের বালতি। কিছু পোস্টার; রবেরের হাতেও রঙের বালতি।

পল (আরোপিত স্বর): জমানা বদলে গেছে। এটা জেমস বণ্ড আর ভিয়েতনামের যুগ। আসন্ন ডিসেম্বর নির্বাচনের সম্ভাবনা ফরাসী বামপন্থীদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে[৫]।

(রাস্তার ওপর একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। তারা থামে।)

পল (আরোপিত স্বর): গত দুদিন সত্যিই মনে হচ্ছিল আমার বয়স একুশ বছর। রবের আর আমি সারা প্যারিতে পোস্টার মেরেছি।

(কাছাকাছি একটা খোলা জায়গায় তিনটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পল সেদিকে দৌড়ে যায়।) (১৭)

৩২. পল মাদলেইন এর দেখা হল। মাদলেইন তার গ্লাভসে ঢাকা হাত পলের দু কাঁধে রেখেছে।

পল (আরোপিত স্বর): ইতিমধ্যে মাদলেইনের সঙ্গে আমার সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

(মাদলেইন ফ্রেমে থাকে না। এলিজাবেথ পলের দিকে এগিয়ে আসে। কাথরিন লক্ষ্য করছে দুজনকে।)

পল (আরোপিত স্বর): ও আমাকে এলিজাবেথের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। রবেরের ভালো লেগেছে কাথরিনকে········।

(মাদলেইন দলে যোগ দেয়) (১০)

৫ "ফরাসী বিপ্লব, মে—১৯৬৮"র পরিপ্রেক্ষিত রচনায় এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বাচনী ফলাফল ব্যাপক ভাবে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের আশাভঙ্গের কারণ হয়।

৩৩. ক্যামেরা এবার উল্টোদিক থেকে দলটিকে ধরে। রবের কাথরিনের সঙ্গে কথা বলছে।

পল (আরোপিত স্বর) : কাথরিন ঠিকই, খুবই বাচ্চা, কিন্তু পরে বেশ জঙ্গী কমরেড হয়ে উঠবে, মনে হয়।

(রবের কাথরিনের হাতে চুমু খায়। চুলে একটু আদর করতে চায় কাথরিন সরে যায়। পল তাদের মাঝখানে এসে পড়ে।) (৬)

৩৪ লং শট। পল সুটকেশ হাতে নিয়ে মাদলেইনের দিকে দৌড়চ্ছে। অন্যেরা তাকে অনুসরণ করে। রবের কাথরিনকে ধরে। (৭)

৩৫. একটি লিপিচিত্র

৪/ক (২)

ট্র্যাফিকের আওয়াজ

৩৬. পারির একটি সুদৃশ্য রাজপথ। মার্কিন কূটনৈতিক দপ্তরের একটি দামী ফোর্ড এসে থামে। নিগ্রো চালক দরজা খুলে দেয়। মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন অফিসার, হাতে একটি পত্রিকা, তার সুকেশিনী সঙ্গিনীকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তার পাশে একটি বাড়ীর ভেতর ঢুকে যান। পল আর রবের আসছে। একটা রঙের মিস্ত্রী বাড়ী রঙ করছে। পল-রবের দুজনের হাতেই বালতি। তারা কি একটা পরামর্শ করে। হর্ণ বেজে চলেছে সাংগীতিক মূর্ছনায়। রবের গাড়ীর পেছনে দাঁড়িয়ে যায়। পল চালকের কাছে এসে দাঁড়ায়। (৪)

৩৭ মিডিয়াম শট। নিগ্রো চালক পত্রিকা পড়ছে। পল তার জানলায় ডান হাত রাখে :

পল : কি খবর ?

চালক : কি খবর ?

(পল রঙের বালতি নামিয়ে রাখে। তারপর গাড়ীর পেছনের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। সে এক হাতে সিগারেট টানছে। আর একটা হাত নাটকীয় ভাবে কোটের বাঁ পকেটে ঢোকানো যেন পকেটে পিস্তল আছে।

পল : ভিয়েতনামে ভালোই চলছে— তাইনা ?

চালক (পঠনে ব্যস্ত) : সে তো ঠিকই।

পল ঃ প্রভুর কমিউনিষ্ট খুন করছেন —তাই না ?

চালক ঃ ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

পল ঃ আর প্রত্যেককে পুড়িয়ে মারছেন—সারা দেশটাকে নাপামের আগুনে জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। চমৎকার !

চালক (এখনও পড়ছে) ঃ ঠিক বলেছেন ।

(আবার হর্ণের সংগীত) (২৪)

৩৮ ক্যামেরা এবার রাস্তায় উল্টোদিক থেকে গাড়ীটাকে ধরছে। রবের গাড়ীটার গায়ে সাদা রঙ দিয়ে লিখছে—ভিয়েতনামে শান্তি চাই। সে শেষ অক্ষর 'ই' টি লিখতে ব্যস্ত।

পল (অদৃশ্য) ঃ মেয়েরা আর বাচ্চারা, কেউ ছাড়া পাচ্ছে না, জবাই করছেন সকলকে।

চালক : হ্যাঁ, সত্যি কথা।

(অফিসারটি বেরিয়ে আসেন। তিনি গাড়ীর দিকে আসতে থাকলে, পল স্লোগান দেয়—"ইয়াঙ্কিরা ফিরে যাও !" রবেরের লেখা হয়ে গেছে। সে ফ্রেম ছেড়ে চলে যায় বাঁ দিকে। রঙের মিস্ত্রীটি দুই বন্ধুকে দেখে। গাড়ীটা ছেড়ে দেয়।)

পল (রবেরকে) : সাবাশ !

(পল আর রবের গাড়ীটার পেছনে দৌড়তে দৌড়তে ইংরিজীতে চিৎকার করে। রঙের মিস্ত্রী চারদিকে তাকায়।)

পল : ইয়াঙ্কিরা ফিরে যাও !

রবের ঃ অভি ফেরো ! জলদি ফেরো !

পল-রবের : হঠো ! হঠো ! জলদি হঠো ! (১৭)

৩৯. একটি লিপিচিত্র

একজন দার্শনিক ও একজন চলচ্চিত্রকারের
দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সাদৃশ্য আছে
দৃষ্টিভঙ্গি যা একটি বিশ্ববীক্ষা
এবং যা একটি প্রজন্মের

(দুবার বন্দুকের শব্দ) (৫)

৪০. একটি উন্নত রেলপথ (মেট্রো)। পেছনে নতুন কয়েকটি বড় বাড়ী।

মাদলেইন (আরোপিত স্বর): পারি, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৬৫।

(একটি ট্রেন চলে যায়)

মাদলেইন (আরোপিত স্বর): আমার কোটটা ঘন নীল। এলিজাবেথেরটায় সাদা ছোপ ছোপ আছে। এই মেট্রোর উল্টোদিকে আমরা একই অ্যাপার্টমেণ্টে থাকি। বেশ ঠাণ্ডা। দুপুরে আমরা বড় মারবোফের একটা রেস্তোরাঁয় খেয়েছি।

(ট্রেনের শেষ অংশ থেকে ক্যামেরা প্যান করে ; তারপর টিল্ট করে সদ্য-বর্ষণস্নাত বৈকালিক রাজপথে অপেক্ষমান গাড়ীগুলোর লং শট নেয়। পল ও রবেরকে তাদের দুই বান্ধবীর সঙ্গে হাঁটতে দেখা যায়।)

মাদলেইন (আরোপিত স্বর): পল দ্বিতীয়বারের জন্য আমাকে চুমু খেল। এলিজাবেথটা হিংসুটে। আমি পাত্তা দিচ্ছিনা। RCA আমার প্রথম 45টা পরশুদিন বার করবে।

(মেয়েদুটি দুটি গাড়ীর মধ্য দিয়ে চলে যায়।)

মাদলেইন (আরোপিত স্বর): মনে হচ্ছে বিক্রি হবে।

(পল দ্রুত এসে তাদের ধরে ফেলে।)

মাদলেইন (আরোপিত স্বর): তাহলে আমি একটা মরিস কুপার কিনব। পল আমার প্রেমে পড়লে আমার ভালো লাগবে। আস্তে আস্তে আমিও ওকে ভালবাসতে পারব...

(মাদলেইন হাত নাড়ায়। মেয়ে দুটি পলকে বিদায় জানিয়ে রাস্তা পার হয়ে যায়। পল ফিরে আসে রবেরের কাছে।)

মাদলেইন (আরোপিত স্বর): কিন্তু ওর বোর করা চলবে না।

(পল-রবের দৌড়তে শুরু করে।) (৪৩)

৪১. রাত্রি। একটি মেট্রো স্টেশনের নীচেকার রাস্তা। মোটর গাড়ী, স্কুটার, পদাতিক ও দুজন খালাশী। মাথার ওপর দিয়ে চলন্ত ট্রেনের কাঁপা কাঁপা আলো। (৭)

৪২. পল একটি কাফে থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকের অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকে। ওভার কোটের দুই পকেটে হাত। ক্যামেরা তার সামনে প্যান

করে যায়। পল তারপর ফ্রেমে ফিরে এসে সোজাসুজি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে যেন সে এক সন্দিগ্ধ আগন্তুক। (১৩)

৪৩. একটি মধ্যবিত্ত অ্যাপার্টমেণ্ট। রান্নাঘরের জানলা খুলে যায় অন্ধকার রাস্তার দিকে। জোরে ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ। জানলায় কারুর ছায়া। (৬)

৪৪. পল মেট্রোস্থিত ট্রেনে বসে আছে। সে একটি দরজা খোলে ও ওপরে তাকায়। (৮)

৪৫. ৪৩নং শটের সেই অ্যাপার্টমেণ্ট। মাদলেইন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে অপসৃয়মান ট্রেন দেখছে। তারপর সে শোবার ঘরের জানলায় যায়; চুল আঁচড়াতে থাকে। (৪)

৪৬. মেট্রোর ট্রেনে পল। দরজা বন্ধ করে সে হাঁটে, একবার থামে, তারপর একেবারে শেষে গিয়ে রবেরের সঙ্গে মিলিত হয়। রবের বসে আছে। (১৭)

৪৭. পল-রবের। মিডিয়াম শট।

পল : কিছু দেখছিস নাকি?

রবের : না। কি করব আমরা?

পল : আমি এতোয়াল পর্যন্ত যাচ্ছি।

রবের : পালাদিয়ুমে যাওয়ার কি হবে?

পল : বান্‌চোত, আর পারছিনা, আমি টায়ার্ড।

রবের : ঠিক আছে, আমি তাহলে তোর সঙ্গে মোঁপারনাস অব্দি আছি।

(নীরবতা। পল চতুর্দিকে তাকায়।) (২২)

৪৮. একটি নিরানন্দ মধ্যবিত্ত পুরুষ। আশে পাশে তাকাচ্ছেন। গাড়ীটা থামলে তিনি ডানদিকে ফেরেন।

ভদ্রমহিলা (অদৃশ্য) : আসছ তুমি?

নিগ্রো (অদৃশ্য) : ইচ্ছে নেই।

(লোকটি চোখ নামান।)

মহিলা (অদৃশ্য) : ওঃ, তোমাকে সত্যিই এরকম করলে কালোভূত মনে হয়।

নিগ্রো (অদৃশ্য) : কথা বলবে না একদম।

মহিলা (অদৃশ্য) : কি?

নিগ্রো ঃ আমি বলছি, একটা কথাও আর বলবে না।

(গাড়ীটা চলতে শুরু করে।)

দ্বিতীয় নিগ্রো (অদৃশ্য : ব্যস, অনেক হয়েছে, চুপ কর এবার।

(লোকটি কথাবার্তার দিকে লক্ষ্য করেন।) (২৯)

৪৯· তিরিশোত্তীর্ণা একজন মহিলা ও তুলনায় অল্পবয়স্ক দুজন নিগ্রো। একজন মহিলার পাশে ; তার পরনে পুরনো বর্ষাতি। আরেকজন, খেলোয়াড়দের মতন টুপি মাথায় উল্টোদিকে।[৬]

মহিলা ঃ তোমরা (সামনের নিগ্রোটির দিকে ঝুঁকে)জান, তোমরা কালোভূতেরা, তোমরা কি ? জাত খুনী (এবার পিছন ফিরে জানলার দিকে তাকিয়ে) আর তোমরা তা জানও।

নিগ্রো (উল্টোদিকের) ঃ আর তুমি.. তোমার স্বপ্নতো হলিউডের বেশ্যা হওয়া। হ্যাঁ, টাকা, তুমি একমাত্র সে বিষয়েই ভাব, তোমার সারা মুখে সেই লোভের ছাপ। (ডানদিকে পল-রবেরের দিকে তাকিয়ে) এরা বুঝতেও পারছেনা কি নিয়ে এ্যাত ঝামেলা। ২৭)

৫০ ফ্রেমের বাঁ কোণে পল ও রবেরের মিডিয়াম শট। পলচোখ নামিয়ে হাত দিয়ে মুখ মুছে ফেলে। রবের বাইরে তাকায়।

নিগ্রো (অদৃশ্য) : (মাথা ঝাঁকিয়ে ওরা ফিসফিস করে) "ওঃ, বেসি স্মিথকে আমার ভালো লাগে", (পল-রবের দৃষ্টি বিনিময় করে) একেবারে না বুঝে (গাড়ী থামে। পল তাকিয়ে আছে।) যে ও আসলে গাইছে—"আহা, এই যে আমার কালো গাধা।" (গাড়ী চলতে শুরু করে) ও যা গায় তা প্রেম নিয়ে নয়..।

মহিলা (অদৃশ্য ঃ তবে কি নিয়ে ? (৩৫)

৫১· পলের দিকে তাকিয়ে থাকা নিগ্রোর ক্লোজ-আপ। সে মহিলার দিকে তাকায়।

নিগ্রো ঃ কামনা নিয়ে নয়, বিষাদও নয়। (সে আঙুল চোষে, নিজের চিবুকে আলতো ঘুসি মারে) তোমারা যা ভাবো তার কিসসু নিয়ে নয়. ও হাহাকার করছে যে ওই কালো গাধা তোমাদের বিবমিষা

৬ এই দৃশ্যটিতে লি রয় জোনসের 'ওলন্দাজ' নাটকের প্রভাব আছে।

জাগায়। বুঝলে, সব গায়করাই একই রকম, (সে পলের দিকে চোখ ফেরায়)...। (২৯)

৫২ পল। ক্লোজ-আপ। অসম্ভব গম্ভীর।

নিগ্রো (অদৃশ্য): ধর চার্লি পার্কার।

পল : আরে শা-ল-লা, কুত্তিটাকে দ্যাখ।

নিগ্রো (অদৃশ্য): যদি কেউ বলে, বাবা চার্লি, ও সব ফালতু ঝামেলা চুকিয়ে ফেল তো ।

(পলকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখায়। সে অস্বস্তিতে চারদিক দেখছে।) (৭)

৫৩. মহিলার হাতে একটি পিস্তল। মহিলা সেটিকে কোলের ভেতরে আড়াল করে আছেন।

নিগ্রো (অদৃশ্য): আর তাহলেই তুমি অন্ততঃ দশটা সাদাকে গুলিতে নামিয়ে দিতে পারবে...। (৩)

৫৪. ক্যামেরা মহিলাকে নির্মম ভাবে ধরে রাখে। তার চোখ নামানো। ডানদিকে নিগ্রোটি তার দিকে তাকিয়ে আছে।

নিগ্রো (অদৃশ্য): বুঝলে, তাহলে ও সব গান বাজনা, রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে, সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবে, জীবনে আর একবারও বাজাবে না, একবারও না।

(মহিলা বক্তাকে দেখেন। তারপর পল-রবেরকে।)

মহিলা : পুচকে দুটো, কি দেখছিস ? (৯)

৫৫. বাইরে থেকে নেওয়া চলন্ত ট্রেনটির লং শট। গুলির শব্দ। (৪)

৫৬. ক. একটি লিপিচিত্র :

মাত্রই
একটি
নারী

গুলির শব্দ। (২)

ঘ. একটি লিপিচিত্র :

এবং একটি

পুরুষ

গুলির শব্দ। (২)

ঘ. একটি লিপিচিত্র :

এবং একটি

সমুদ্র

গুলির শব্দ। (২)

ঘ. একটি লিপিচিত্র :

রেখে যায়

রক্তলেখা

গুলির শব্দ। প্রতিটি শট কাট করে আসবে। লিপিচিত্রগুলি ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে যায়। (২)

৫৭. মেট্রোর সিঁড়িপথের উচ্চতা থেকে দেখা শেষ বিকেলের রাজপথ।

এলিজাবেথ (আরোপিত স্বর) : তো ঠিক আছে, যৌন...তুই সত্যিই হাসালি। সেক্স দেহের একটা অংশ। এটা···(সিঁড়িপথের অন্যান্য পথিকদের মধ্যে পলকে দেখা যায়।)

কাথরিন (আরোপিত স্বর) : হ্যাঁ, ভালো, বুঝলাম, কিন্তু... ।

এলিজাবেথ (আরোপিত স্বর) : যৌনতা।

কাথরিন (আরোপিত স্বর) : হ্যাঁ।

(পলকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে দেখা যায়।)

এলিজাবেথ (আরোপিত স্বর) : ভালো, যৌনতা হচ্ছে··· ।

কাথরিন (আরোপিত স্বর) : আমার তা মনে হয় না। (১০)

৫৮. দুটি মেয়ে স্নান ঘরে। কাথরিনকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তার পরনে ঢিলে সেমিজ। সে চিন্তা করছে। এলিজাবেথ, পরনে ব্রা ও স্কার্ট, চুল ঠিক করছে।

এলিজাবেথ : তাহলে তোর কি ধারণা ?

কাথরিন : আমার কাছে আমার কাছে যৌনতা প্রথমে শরীরের ব্যাপার। তারপরে, আ...।

এলিজাবেথ (আঁচড়ানো থামিয়ে) : মানে ?

কাথরিন (তাকিয়ে) : স্পর্শ। আমার কাছে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ।

এলিজাবেথ (চিন্তামগ্ন চিবুকে চিরুনি ঠুকতে ঠুকতে) : স্পর্শ, স্পর্শ।

কাথরিন : আহা, আমি বলতে চাই দুটো মানুষের মধ্যে কখনোই যোগাযোগ হয় না, হতে পারে না (সে হাত মুঠো করে) যদি না যোগাযোগ স্পর্শের মধ্য দিয়ে ঘটে, যাই বল বাপু। ধর তুই কারুর হাত ধরলি, দেখবি হ্যান্ডশেক করবার সময়ে যদি...'। (২৭)

৫৯. রাত্রি। রাস্তার পাশের একটি বইয়ের দোকান। পলকে দেখা যায়।

কাথরিন (আরোপিত স্বর) : তুই কিছু ফিল না করিস।

এলিজাবেথ (আরোপিত স্বর) : আর তাকানো চোখের দৃষ্টি—আমি ঠিক বোঝাতে পারব না—এগুলোর কোন মানে নেই তোর কাছে ?

কাথরিন (আরোপিত স্বর) : বুঝিয়ে বল ?

(পল বইয়ের দোকান থেকে আস্তে একটি বই টেনে নিয়ে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর ফ্রেম ছেড়ে চলে যেতে থাকে।) (৭)

৬০ পল রাস্তা দিয়ে বই পড়তে পড়তে হাঁটছে।

এলিজাবেথ (আরোপিত স্বর) : মানে চোখ, অভিব্যক্তি, আমি বোঝাতে পারছি না—।

(পল তাকায়। তাপর ফ্রেম ছেড়ে চলে যায়।) (৫)

৬১. একটা রাস্তা। কাছে একটা থিয়েটার।

৭. গোদারের চাইতে অনেক মহান ভাবে শশী ভেবেছিল—শরীর। শরীর। তোমার মন নাই কুসুম ? —অনুবাদক।

কাথারিন (আরোপিত স্বর : তোর ওকে বিছানায় কেমন লাগবে ? পলকে ?

(পল ডানদিক দিয়ে ফ্রেমে ঢোকে। সে পোষ্টার পড়ছে—"ইংল্যান্ডের রাণী হেলেন।")

এলিজাবেথ (আরোপিত স্বর) : কে ?

কাথারিন (আরোপিত স্বর) : পল। (৬)

৬২ একটি লিপিচিত্র :

মূষিকের কোন চেতনা নেই
তবু সে মৃত্তিকা খনন করে চলতে পারে
একটি সুনির্দিষ্ট অভিমুখে

দরজার গুলির শব্দ। (৫)

৫

৬৩. একটা স্ন্যাকবার। সামনে একটা পিনবল পেনবল মেশিন। মাদলেইনের মতন একটি মেয়ে বসে আছে। পল আর মাদলেইন ঢোকে। পলের হাতে একটা হাতলহীন পোর্টফলিও। চারদিক গমগম করছে।

মাদলেইন : তুমি জানো আমার সময় নেই।

পল : লক্ষ্মীটি, শোনো, ঠিক পাঁচ মিনিট লাগবে।

(পল কাউন্টারের দিকে এগোয়। মাদলেইন, অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে ঘড়ি দেখছে। অন্য মেয়েটি তাদের দেখছে। মাদলেইন নিরুপায় ভাবে একটা কফির কাপে আঙুল বোলায়। ক্যামেরা প্রায় তিনশো ডিগ্রি ঘুরে উল্টোদিক থেকে তাদের ধরে রেখেছে।)

মাদলেইন : তোমার কিছু যায় আসে না ; কিন্তু আমার কাছে আমার প্রথম রেকর্ড খুব জরুরী।

পল : আমার কাছেও তো।

(পল ফ্রেম ছেড়ে চলে যায়। মাদলেইন ঘড়ি দেখছে। বিলিয়ার্ড বলের শব্দ। পল এসে মাদলেইনের হাত ধরে বসার জায়গা খোঁজে।)

পল : এস বসি।

(মাদলেইন পলকে ছাড়িয়ে চলে যায়। ক্যামেরা প্যান করছে। পল দৌড়ে গিয়ে মাদলেইনকে ধরে। মাদলেইন আবার ঘড়ি দেখছে।

মাদলেইন : এখানে ভালো লাগছে না, অন্যদিকে চল।

(পল টেবিলগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোয়। মাদলেইন অনুসরণ করে।)

মাদলেইন : বল না তোমার কি বলার আছে।

(পল সুইং ডোর ঠেলে আরেকটা ঘরে ঢোকে। মাদলেইন থেমে একটা আয়নায় মুখ দেখে। সেই ঘরে কোণায় একটি তরুণ দম্পতি চুম্বনরত।)

প্রথম পাঠক (অদৃশ্য) : "অরণ্য গোলাপ তুমি প্রেমের স্বপ্নে উন্মনা····· ।"

(পল মাদলেইনকে ঢুকতে ইঙ্গিত করে।)

প্রথম পাঠক (অদৃশ্য) : "সব সময়েই এমন কিছু মেয়ে থাকে যাদের আপনি যদি বসতে বলেন, তবে সঙ্গে শুয়ে পড়বে।"

(পল-মাদলেইন একটি জায়গায় গিয়ে বসে।)

দ্বিতীয় পাঠক (অদৃশ্য) : "রাজকুমারী ছিলেন নগ্ন আর কিশোর রাজকুমারের পোষাক দেখে মনে হচ্ছিল যেন চার্লি চ্যাপলিন।"

প্রথম পাঠক (অদৃশ্য : "বুকে কোন আবরণ নেই একটুকরো কাপড়ও নেই কোথাও, একেবারে নগ্ন।"

দ্বিতীয় পাঠক (অদৃশ্য) : "অবশেষে সে মেলে ধরল তার দলিত কুসুম।"

· মাদলেইন জামার একটা কোণ খুঁটছে। পল চারপাশে তাকিয়ে সম্ভবত কোন ওয়েট্রেসের খোঁজ করছে। মাদলেইন পার্স খোলে।)

প্রথম পাঠক (অদৃশ্য : "তার সুগোল পদযুগল।"

(পল পাঠকদের দিকে তাকায়। ক্যামেরা প্যান করলে দেখা যায় দু'জন মধ্যবয়স্ক লোক আরেকটি টেবিলে বসে উত্তেজিত ভাবে অশ্লীল পত্রিকা পড়ছে।)

দ্বিতীয় পাঠক : "পরের দিন সকালে আমি ছোট্ট বাগানে বেড়াতে গেলাম"।

(প্রথম পাঠক পত্রিকাটাকে কাছে টেনে এনে গোগ্রাসে গিলতে থাকে। দ্বিতীয় জন রেগে যায়।)

প্রথম পাঠক : "আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এত সহজলভ্যা আর কাউকে পাই নি।"

(দ্বিতীয়জন পত্রিকাটা টেনে নেয়।)

দ্বিতীয় পাঠক : "আমার নষ্ট করবার মতো সময় ছিল না। আমি তাকে উলঙ্গ করে শোয়ালাম আমার বিছানায় ...... ।"

(প্রথম জন পত্রিকার দিকে হাত বাড়ায়। ক্যামেরা মাদলেইন-পলকে ধরে।)

দ্বিতীয় পাঠক : " আমার মন ভরিয়ে তুলল তার বাহু · ···" (মাদলেইন পার্স থেকে একটা কাগজ বার করে চোখ বোলাচ্ছে। পল তার হাতে হাত রাখে।)

প্রথম পাঠক অদৃশ্য) : " · ·· আর তার ওজন ছিল মাত্র ১১২ পাউন্ড, কিন্তু উরুদেশ কদলীবৃক্ষের মত··· ।"

(মাদলেইন পার্স বন্ধ করে।)

প্রথম পাঠক (অদৃশ্য) : "আদরে আদরে উন্মাদিনী"।

পল (দাঁড়িয়ে) : ওদিকটা বোধহয় ভালো।

(পল তার টেবিলে একটা ঘুসি মারে। তার পর ফ্রেম ছেড়ে এগিয়ে যায় মাদলেইন তাকে অনুসরণ করে।)

পল (অদৃশ্য) : বেয়ারা !

দ্বিতীয় পাঠক (অদৃশ্য) : আমি সাতশো তিরিশ পাতায় ।

(পল-মাদলেইন আরেক জায়গায় বসে । একজন ওয়েটার আসে । মাদলেইন আবার পার্স খুলে ওই কাগজের টুকরোটা দেখছে ।)

পল : একটা ভিতেল কাসিস । তুমি কি নেবে ?

(মাদলেইন ঘড়ি দেখে ।)

মাদলেইন : দরকার নেই । আমার সময় নেই । ধন্যবাদ । (মাদলেইন পার্সের ভেতর কাগজটাকে রেখে দেয় । আরেকটি অদৃশ্য কথোপকথন ।)

বিপত্নীক (অদৃশ্য) : এমন নয় যে আমার দরকার আছে । আমি চাই ।

(পল তাকায় ।)

বিপত্নীক : (অদৃশ্য) আমার স্ত্রী মারা গেলে, যে কারণেই হোক আমি বুঝলাম... ।

(ক্যামেরা প্যান করে একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে ধরে । কার্ডিগান পরিহিতা মহিলা বই পড়ছেন । ভদ্রলোকের হাতে সিগারেটের প্যাকেট । সামনে কফির পেয়ালা, খালি পড়ে আছে ।)

বিপত্নীক : যে তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না । আমাকে আবার শুরু করতে হবে । ওই ভাঙ্গা জায়গা থেকেই । ক্যামেরা আবার পল-মাদলেইনের দিকে ফিরে আসে । মাদলেইন ঘড়ি দেখছে । বাজনার সুর ।)

মাদলেইন : উঠছি । আমার দেরী হয়ে গেছে ।

বিপত্নীক (অদৃশ্য) : তুমি একটু ধৈর্য্য ধর ।

মহিলা (অদৃশ্য) : আর ভাবার সময় নেই আমার । সময় নেই । (মাদলেইন চলে যেতে থাকে । পল তার সঙ্গে এগোয় । একটি রেকর্ড বাজতে থাকে ।)

গান : ছেড়ে দাও, আমায় যেতে দাও
তোমার কাছে শুধুই আমি বান্ধবী
আমাকে চালিয়ে যেতে দাও আমার জীবন...

(ট্রাফিকের শব্দে গান ঢেকে যায় । মাদলেইন রেস্তোরার দরজার হাতল খুলে বাইরে যাবে, এমন সময় পল তার কাঁধে হাত রাখে । হাতলে হাত রেখেই মাদলেইন পলের দিকে তাকায় ।)

পল : যা তোমাকে বলতে চিয়েছিলাম তা হল : তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?

মাদলেইন : পরে ভাবা যাবে । এখন তাড়া আছে । চলি কেমন । মাদলেইন করমর্দনের জন্য হাত বাড়ায় । (১৯৭)



৬৪ রবের একটি বড় রাস্তা পার হচ্ছে। ট্রাফিক। (৭)

৬৫. কোন অফিসের রিসেপশন। সামনেই টেলিফোন অপারেটার। পল ঢোকে। হাতে একটা ম্যানিলা ফোল্ডার। সে ঢুকেই কাউকে দেখে সে দিকে চলে যায়। ক্যামেরা তার সঙ্গে প্যান করে। আগের গানটি বেজে চলেছে।

গান : আমাকে 'চলতে দাও দিন···

(কাথরিন ও মাদলেইন এক কোণে বসে একটি পত্রিকা পড়ছে। পল তাদের হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নেয়।)

গান : ···আমার অসীম ভালোবাসার···

(পল পত্রিকাটা আবার ফিরিয়ে দেয়। কাথরিন ঈষৎ সন্ত্রস্তা। মাদলেইন পলের দিকে একটু গোপন কটাক্ষ হেনে আবার পড়তে শুরু করে।)

গান : আমাকে অবশেষে খুঁজে বার করতে দাও···

(পল এক মুহূর্ত ভাবে। তারপর বেরিয়ে যায়। মেয়ে দুটি হাসে।)

গান : ···যে আমার হাত ধরবে। (১২)

৬৬. একটি রাস্তা। বড় দোকান। ক্রেতারা ঢুকছে, বেরোচ্ছে। গাড়ীর শব্দ। (৮)

৬৭ অনেকের সঙ্গে একটা নাচ ঘরে পল-মাদলেইন। সকলেই তাদের বয়সের। মাদলেইন একক সংগীত পরিবেশন করছে। আগের গানটা বেজে চলেছে।

গান : তোমার সঙ্গে সব মেয়েই কাঁদে···

(পল হাততালি দেয়। মাদলেইন হাসছে।)

গান : তোমার সঙ্গে জানি না কেন···

(সকলেই নাচছে এলিজাবেথও।)

গান : থাকব অনেকক্ষণ তোমার সঙ্গে···
তোমার পদধ্বনি শুনবার জন্যে···

(সকলেই নাচছে। মাদলেইন দুটি হাত মুঠি করে কাঁধে রেখেছে। পলকে দেখা যাচ্ছে না।) (১৭)

৬৮. পল নাচঘর থেকে বেরিয়ে আসে। একটি দম্পতি নিজেদের মধ্যে কথোপ-কথনে ব্যস্ত। পল ইতঃস্তত করে আরেকবার ভেতরে ঢোকে। আগের গানটিই বেজে চলেছে।

গান : আমার স্বপ্ন দেখার সময় তুমি ছেড়ে দাও
আমার প্রাণ-মন একজনের জন্যই
আমাকে স্বপ্ন দেখার সময় দাও।

(গান শেষ হয়। পল বেরিয়ে আসে। মাদলেনই ও এলিজাবেথও ভূগর্ভস্থ নাচঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এলিজাবেথ কোটটা কাঁধে রেখেছে। মেয়ে দুটি ম্যাকবারে গিয়ে বসে। কিন্তু পলকে ডাকে না। অনাহূত পল মদলেইনের পাশে, মাঝে একটি চেয়ার বাদ দিয়ে এসে বসে।)

পল : খাচ্ছ কিছু?

মাদলেইন : হ্যাঁ।

(মাদলেইনের সামনে একটা গ্লাস।)

এলিজাবেথ : এই, একটা অরেঞ্জ সোডা দেবেন।

পল : আর একটা ভিতেল কাসিস।

(পল সিগারেট ধরায়। তারপর গ্লাসে চুমুক দেয়।)

পল (মাদলেইনকে) : আগের ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত।

(মাদলেইন তার দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করে। তারপর এলিজাবেথের দিকে তাকায়। পল মেঝের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছে।)

এলিজাবেথ : স্যান্ডিশটা মাতাল করে দেয়, না?

পল : আমার খারাপ লাগে। শরীর খারাপ হয়ে যায় আমার।

(মাদলেইন নিঃশব্দে পান করছে। এলিজাবেথ একটু ঢেলে নেয়। পল আরেকবার চুমুক দিয়ে মুখ মোছে। মাদলেইন এলিজাবেথের দিকে ফেরে।)

মাদলেইন : আমার একটা ভালো কথা মনে এলো।

এলিজাবেথ : কি?

মাদলেইন : চল, আমরা দু'জন অন্য কোথাও যাই। (পলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে) আজ সারাদিন জ্বালাচ্ছে।

(পল চিবুক চুলকোচ্ছে। এলিজাবেথ ইতিমধ্যেই দাঁড়িয়ে উঠেছে।)

এলিজাবেথ : বাঃ, খুব ভালো।

(পল অন্যমনস্ক। মাদলেইন উঠে জ্যাকেট পরে নেয়। তাপর দু'জন যেতে থাকে।)

এলিজাবেথ : তুমি দাম দিয়ে দিও, কেমন ?

(পল হকচকিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর এগিয়ে যায়।)

পল : তোমরা তাড়াতাড়িই ফিরে আসছ তো ?

মাদলেইন অদৃশ্য) : ডেকো না মোরে ডেকো না !

(হতভম্ব পল, ফেরে, তারপর কাউণ্টারে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে।)

পল : কত পাবেন ?

(পল ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসে। আশট্রেটা টেনে এনে সিগারেট ধরায়। দুটি সুন্দরী মেয়ে এসে মাদলেইন ও এলিজাবেথের চেয়ার দুটোয় বসে। কিছুক্ষণ পরে একজন উঠে যায়।)

সুন্দরী : একটা কোক।

(কোক দেওয়া হয়। পল নিজের গ্লাসে চুমুক দেয়। মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে আছে।)

সুন্দরী : বলুন, আপনি কয়েকটা ছবি তুলবেন আমার সঙ্গে ?

(পল হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখে।)

পল : ছবি ?

সুন্দরী : ফটো।

(পল সিগারেট টান দেয়। ধোঁয়া ছাড়ে।)

পল : অবশ্যই। তুলব না কেন ?

(মেয়েটি খুচরো গুণে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। পল শেষ চুমুক দিয়ে মেয়েটিকে অনুসরণ করে। তারা বাইরে এসে "তিন মিনিটে তিনটি" বুথের কাছে আসে, মেয়েটি আগে ভেতরে ঢোকে ; পল পরে। মেয়েটি পর্দা টেনে দেয়।)

সুন্দরী (পর্দার অন্তরালে) : যদি আপনি আমার বুক দেখতে চান তবে পনেরশো ফ্রাঁ লাগবে।

পল (পর্দার অন্তরালে) : আমার মাত্র হাজার ফ্রাঁ আছে।

সুন্দরী : ঠিক আছে কিন্তু ছোঁবেন না।

পল : তুমি জান না তুমি কি বলছ।

(পল রেগে গিয়ে পর্দা টেনে বেরিয়ে আসে। একবার পিছন ফিরে মেয়েটিকে দেখে। মোয়াটি চলে যায়। পল এবার কণ্ঠস্বর রেকর্ড করবার বুথে যায়। "দুই ফ্রাঁতে দেড় মিনিট"— পল দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। নির্দিষ্ট জায়গায় মুদ্রা ফেলে। তারপর একটু অভিনয় করবার ভঙ্গীতে হাত নাড়ায়। সিগারেটে টান দিয়ে ছাই ঝেড়ে ফেলে। তারপর কথা বলে।)

পল : আমি তোমার সঙ্গে বেঁচে উঠতে চাই। তুমি আজ রাতে আমার সঙ্গে দেখা করছ না। নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়, মাদলেইন, নক্ষত্রের মতন হৃদয়। এখানে আমরা এই শহরে। (ওপরে তাকিয়ে) মাদলেইন মনে কর সে রকম লেখা আছে "অন্তর : আধুনিক পুরুষের সিগারেট"। মনে কর তুমি উঠে এসেছ পুল থেকে, সেই একই গান বেজে চলেছে, মনে কর, মনে কর, (আরেকবার সিগারেটে টান দেয়) পাঁচই ডিসেম্বর, ১৯৬৫, নক্ষত্র (তাড়াতাড়ি করে) আমি তোমরা সঙ্গে বেঁচে উঠতে চাই, বিকিনি পরে আছো তুমি। আমরা স্লট মেশিনে মজা করবো। (ওপরে তাকিয়ে) আঃ এই দ্যাখো, এয়ার পোর্ট, লিপষ্টিক বুলিয়ে নাও তুমি আর বুকে টেনে নাও আমাকে, আমরা উড়ে চললাম। (সিগারেটে টান দেয়। প্রায় চিৎকার করে বলতে থাকে।) হ্যালো, কণ্ট্রোল টাওয়ার। বোয়িং ৭৩৭ ডাকছে কারাভেলকে, পল ডাকছে মাদলেইনকে।

(পল ঝুঁকে পড়ে। রেকর্ডটা বেরিয়ে আসে। সে গম্ভীর ভাবে রেকর্ড দেখে। তারপর জ্যাকেটের পকেটে রেখে দেয়। বেরিয়ে আসে। নাচঘর থেকে বেরিয়ে এসে যে দম্পতিটিকে দেখেছিলো তারা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। একটা রেকর্ড বাজছে—প্রথমে রক গিটার। তারপর ড্রাম। পল একটা পিন-বল মেশিনের কাছে যায়। তারপর দূরে আরেকজন লোকের দিকে হাত নাড়ায়। টি-শার্ট ও জ্যাকেট পরা লোকটি পলের দিকে একটা ছুরি নিয়ে এগোতে থাকে। পল দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। দ্রুতগতিতে ড্রাম বাজছে। লোকটি হঠাৎ থামে এবং নিজের পেটে ছুরি চালিয়ে দেয়। আবার বাজনা শুরু হয়। রক্ত ঝরে পড়ছে। পল কোনক্রমে দৌড়ে এসে পড়ন্ত লোকটিকে জড়িয়ে ধরে।)

৭

৬৯ রাত্রি। একটি ফুটপাথ। গাড়ীঘোড়ার শব্দ। পাশের দোকানগুলোতে আলো জ্বলছে। মাদলেইন ও এলিজাবেথ হেঁটে যায়। দু'জন নিগ্রো তাদের পেছনে। (৯)

৭০. আরেকজন পদাতিক। একটা বিরাট ছোঁড়াখোঁড়া পোস্টার: "সুখী ও সমৃদ্ধ ফ্রান্সের জন্য।" ট্রাফিকের আওয়াজ। বৃষ্টিভেজা রাস্তাটিতে আরও পদাতিক দেখা যাচ্ছে। খোলা ছাতা হাতে একজন মহিলা। একজন রাস্তার পাশে রাজনৈতিক পোস্টারগুলো পড়ছে। (৯)

৭১. রবের একটা কাপড় কাচার দোকানে বসে খবরের কাগজ পড়ছে। পল হন্তদন্ত হয়ে, একটা অ্যাটাশে হাতে করে ঢোকে। এবং রবেরের দিকে না তাকিয়ে একজন ধোপার কাছে চলে যায়।

রবের (অদৃশ্য): এই, দরজাটা।

পল (নিজেকে): তুমি জান, এইমাত্র একটা ঘটনা ঘটেছে। (১০)

৭২ জাম্পকাট। পল রবেরের দিকে এগিয়ে আসে। হাতে অ্যাটাশেটা নেই।

পল: আমি শুনতে পাচ্ছি কেউ দ্রুত পায়ে আমার পশ্চাদ্ধাবন করছে।

(রবেরকে দেখা যাচ্ছে।)

পল: কেমন আছিস?

(তারা করমর্দন করে।)

রবের: ভালো।

পল: আমি নিজেকে বলি: এরকম সময়ে কেউ এত জোরে দৌড়চ্ছে কেন?

(পল আবার ওয়াশিং মেশিনের দিকে যাচ্ছে।) (৭)

৭৩. লং শট। পল থেমেছে।

পল: তারপর আমি পেছনে তাকাই। (সে পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার করে দেখে। তারপর পয়সাটা নির্দিষ্ট খোপে ফেলে) আর দেখতে পাই এই লোকটাকে। সে বলে, "ক্ষমা করুন, আপনি ভয় পান নি আশা করি। আমি সত্যিই দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না।" (পল বাঁ দিকে চলে আসে।) আমার মনে হয় লোকটা আবার দৌড়তে শুরু

করবে। তাই আমিও হাঁটতে থাকি। আর পশ্চাদ্ধাবনরত পদধ্বনি কাছে আসে, আরও কাছে। আরও কাছে .....। (১০)

৭৪ জাম্পকাট। পলের ছবি উল্টোদিক থেকে দেখা যায়। হাতে সাবানের পাত্র।

পল : তার একটা লোক এসে বলে : "দুঃখিত, অত্যন্ত দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না" (সে খানিকটা সাবান পাত্রটাতে ঢালে) খুব ভদ্র ভাবে তাকাই, দেখি আগের লোকটা নয়। আমি হাঁটতে থাকি।

৭৫. ওয়াশিং মেশিনের সামনে পল। মিডিয়াম শট।

পল : আর হঠাৎ····· (সে কাপড়-চোপড় মেশিনের মধ্যে দিয়ে রবেরের দিকে তাকিয়ে বলে) তৃতীয় বার......। (১১)

৭৬ পল আবার মেশিনে।

পল : ......দৌড়ে চলে যায়। আমি হাঁফ ছাড়ি। কিন্তু লোকটা আমার চার গজ সামনে থেমে যায়। (৬)

৭৭. পলের মুখের উল্টোদিক। সে মেশিনে সাবান দেওয়ার জায়গার ঢাকনা ফেলে দেয়।

পল : আমি তাকাই। না, সেই লোকগুলো নয়। (সে রবেরের দিকে এগোয়) মানে প্রথম বা দ্বিতীয়টা নয় (আবার মেশিনের দিকে ফিরে) .....আরেকটা লোক, আমি বলি, "আপনি ওঁদের মতো নন।" সে বলে, 'হতে পারে .....' পল তর্জনী নির্দেশ করে) ... কিন্তু কিছু যায় আসে না তাতে। (পল মুখে ভয়ের ছাপ দেখিয়ে) কিন্তু যা মনে হচ্ছে আপনি ভয় পেয়েছেন। আপনার ধারণা আপনাকে ফলো করা হচ্ছে। কে কাকে পাত্তা দ্যায় মশাই ? আমারই বরং খারাপ লাগছে, আমি জোরে দৌড়তে পারতাম ···কিন্তু আপনি ভয় পেতেন। আমি সত্যিই জোরে দৌড়ই নি পাছে আপনি চমকে ওঠেন।" (পল অ্যাটাশে কেসটা তুলে নেয়। হাত বাঁ পকেটে)। আমি তখন জানাই, "শুনুন, এটা যদি ঠাট্টা হয়, তবে বলতে বাধ্য হব যে কুরুচিকর ঠাট্টা। আমার মনে হয় না এরকমটা ভালো।" তো লোকটা বলল, "আপনার ধারণা এটা ঠাট্টা, সত্যিই আপনি তাই মনে করেন" কিন্তু তারপরে ···· ···।

রবের (অদৃশ্য) : তার পরে ? (৬১)

৭৮· রবেরকে রবিবাসরীয় ল্যুমানিতে[৮] পড়তে দেখা যায়। সামনের পাতাতেই মিতের'র ছবি। পল তার পাশে বসে।

পল: সে বলে: "আপনি কিস্যু বোঝেন নি।"

(পল পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে। রবের অলস ভাবে পাতা ওলটাচ্ছে।)

রবের: থাক, শোন, আসছে শনিবার আমাকে অনেক পোস্টারিং করতে হবে। তুই আসবি তো?

(পল সিগারেট হঠাৎ মুখে ফেলে আটকাতে চায়। পারে না)

পল: এই মরেছে, মাইরি। শনিবার আমি পারব না, তুই জানিস তো।

(পল আরেক বার চেষ্টা করে। পারে না আবার।)

রবের: কেন? ঠিক আছে, ওকেও নিয়ে আয়।

(পল তৃতীয়বার ব্যর্থ হয়।)

পল: আরো ঝামেলা।

(পল সিগারেটটা সাধারণভাবেই ঠোঁট দিয়ে চেপে আছে।)

রবের: তুই ভুল করছিস পল, যাক্ গিয়ে, তোর যা ইচ্ছে তাই কর।

(রবের পড়তে শুরু করে। পল পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে দেশলাই খুঁজে পায়।) (২১)

৭৯· পল সিগারেট জ্বালায় ও টানতে টানতে কথা বলে। ক্লোজ-আপ।

রবের (অদৃশ্য): আমি বলছি এমনি করে তুই ইনডিভিজুয়াল সলিউশন খুঁজে পাবি না। কখনোই পাবি না। সে রকম কিছু সমাধান নেই। তোকে সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে হবে, সেখান থেকেই শিখতে পারবি। তুই বড় বেশী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়িস। মেনে নিস অনেক কিছু। এভাবে চলে না। (১৩)

৮০· রবের সিগারেট জ্বালাচ্ছে।

পল (অদৃশ্য): শোন, সব মেনে নিলাম, কিন্তু মেয়েদের নিয়ে সমস্যা রাখবার অধিকার আমার আছে।

রবের: টাকা, মেয়ে। এসব খুব সরল সমস্যা, (পল শিষ দিতে শুরু করে) তুই যখন ভাবতে শুরু করবি। (৯)

৮ ল্যুমানিতে—ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি'র মুখপত্র মিতের' একজন ফরাসী সমাজতন্ত্রী নেতা।

৮১. পল শিষ দিচ্ছে। ক্লোজ-আপ।

রবের (অদৃশ্য): এটা হচ্ছে একটা আন্দোলন, বুঝলি, একটা অবিরাম বিদ্রোহ। তুই যা যা মেনে নিস আমি তা পারি না। সেজন্যই আমি ট্রেড-ইউনিয়ন করি।

(পল শিষ দেওয়া থামায়। রবেরের দিকে ফেরে।)

পল: হ্যাঁ, তোমাকে আমার ভালো লাগে। (১৭)

৮২. পল ও রবের।

রবের: ভালো, তোকে আসতেই হবে।

পল: ঠিক আছে, চেষ্টা করব। (ছাই ঝেড়ে ফেলে কি পড়ছিস তুই ?

রবের: বব ডিলানের ওপর একটা প্রবন্ধ। (সে সিগারেটে টান দেয়)

পল: সে কে ?

রবের: একজন ভিয়েতনিক - তুই জানিস তো।

পল: না, ব্যাপারটা কি ?

রবের: এটা একটা মার্কিন শব্দ ; বিটনিক আর ভিয়েতনাম সন্ধি করে হয়েছে।

(পল সিগারেটটা মুখে রাখে। তার পর দু হাত দিয়ে কাগজটা নেয়।)

পল: আচ্ছা দেখতে দে, "আপনি কে, শ্রীযুক্ত বব ডিলান ;"

(রবের ধোঁয়া ছাড়ে ; পল পাতা ওল্টায়। তারপর একটা গান গাইতে থাকে। রবের মুখ দিয়ে অর্থহীন বাম-বাম-বাম-বাম আওয়াজ করে সঙ্গ দেয়।)

পল (গাইছে):

"বুড়ো হিটলার বলেছিল
বুড়ো স্তালিন ও ৯
আর এখন বুড়ো জনসন
একটা কাজই করার আছে
আর কিছু না
এদের খতম করতে হবে"

(রবের কাগজটা ফিরিয়ে নেয়।) (৫৪)

৯ পশ্চিমী এইসব বুদ্ধিজীবী ভুলে যান যে স্তালিনকে বাদ দিয়ে মার্কসবাদী হওয়া ; ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয় করারই সামিল।

৮৩. কাগজ হাতে রবের। ক্লোজ-আপ।

রবের : মাদলেইন এর কথা কখনো বলে নি? রোজ ওর দশ হাজার রেকর্ড বিক্রি হয়।

পল (অদৃশ্য) : ছাড়তো। আমি তো নিজেই অবাক হচ্ছি যে এখনও কেন মাদলেইনকে ফোটাচ্ছি না। আজ রাত্তিরেই যা হোক এস্পার-ওস্পার কিছু একটা হবে।

(রবের পলের দিকে তাকায়। এবার ক্লোজ আপে পল।)

রবের (অদৃশ্য) : আজ রাত্তিরেই কেন?

পল : শালা, আমি এখন বাস্তুহারা। আমার বাড়ীওয়ালি মাগীটা (একটা গাড়ীর হর্ণ)—ভাগ্নেকে এনে তুলেছে। তাই আমাকে মাদলেইকে জিজ্ঞেস করতে হবে ওরা থাকতে দিতে পারবে কিনা; ওদের তো দুটো খাট।

(ক্যামেরা প্যান করে আবার রবেরকে ধরে ক্লোজ-আপে।)

পল (অদৃশ্য) : ওখানে আবার খানকি এলিজাবেথটা রয়েছে।

রবের : আহা, আমার দাগীগুলোকে ভালো লাগে মাইরি (সে হাসে)।

পল (অদৃশ্য) : আমার মতে তোর কাথরিনের সঙ্গেই জুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

রবের : ওসব তোর মনে হয়। গত শনিবার সিনেমা দেখতে গিয়ে জানতে চাইলাম যে কোন্ ব্র্যান্ডের ব্রা পরে—।

পল (অদৃশ্য) : কি উত্তর দিল?

রবের : চড়টা যদি দেখতি (সে হাসতে হাসতে চড় মারার ভঙ্গীটা দেখায়)।

(৪১)

৮৪. ওপর থেকে ক্যামেরা দুজনকে পেছন থেকে ধরে রেখেছে। সামনে একটা টিভি ও ওয়াশিং মেশিন।

রবের : ঠাস!

(পল-রবের হাসছে। জনৈকা তরুণী ঢোকে।)

পল (হাসছে। মেয়েটিকে দেখিয়ে) : এই যে একজন-সুন্দরী লো সুন্দরী!

(দুজনে সুর করে গায়)

রবের ও পল : সুন্দরী লো সুন্দরী

কোন্ মুখে তোর গুণ ধরি!

পল : কামিল কেন হিট হয়েছিল—বলতে পারিস ?

রবের : না।

পল (বাঁ হাত তুলে) : এই যে, দে তোর হাতটা দে। না, ও ভাবে নয়। এইভাবে আঙুলটা দিয়ে।

(পল তর্জনী নির্দেশ করে। রবের তাকে অনুকরণ করে। পল তার হাত মুঠো করে রবেরের আঙুলকে পিস্টনের মত ঢোকায় ও বার করে।) (১৮)

৮৫. ক্লোজ আপে পল। রবেরের আঙুল টানাটানি করতে করতে হাসছে ও কাশছে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে সে সোজাসুজি তাকায়।

পল : শেষ পর্যন্ত আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে কিভাবে এত মেজাজে রয়েছি। কারণ আসলে আমার মন সত্যিই খারাপ।

রবের (অদৃশ্য) : মাদলেইনের জন্য ?

পল (ঘাড় নেড়ে) : সে তো বটেই।

রবের (অদৃশ্য) : তুই লক্ষ্য করেছিস 'masculine" এই শব্দটাতে একটা "mask" আর একটা "ass" রয়েছে।

(পল বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে মুখ বিকৃত করে।)

পল : আর "feminine" এ ?

রবের (অদৃশ্য) : কিসসু নেই।

(পল সোজা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। মোৎসার্টের কনসার্টো শুরু হয় এবং পরবর্তী লিপিচিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে চলতে থাকে।) (২৯)

৮৬. ক. ক্রমান্বয়ে ছ'টি লিপিচিত্র

শুদ্ধতা (২)

নয়

খ. এই (২)

পৃথিবীর

গ. ৭ (১)

ঘ. কিন্তু (১)

ঙ. ৮ (১)

প্রতি দশ বছর অন্তর

একটা আভাস আসে (৪)

হঠাৎ আলোর ঝলকানি

৮৭ **সন্ধ্যা।** একটা কাফের কাউন্টারে কাপ হাতে মাদলেইন ও এলিজাবেথ। তারা হাসছে। এলিজাবেথ দু'বার মুখ চাপা দিল।

পল (আরোপিত স্বর): একাকী এবং ভয়াবহ সেই রাত্রি যার পরে আর দিন আসে না। (৫)

৮৮. দিবালোক। একটা কাফের ভেতরের ক্রেতা ও রাস্তায় লোকজন দেখা যাচ্ছে।

কাথরিন (আরোপিত স্বর): মার্কিন বিজ্ঞানীরা সফল ভাবে একটি মস্তিষ্ক থেকে অন্য একটি মস্তিষ্কে চিন্তা সঞ্চালন করতে পেরেছেন......। (৬)

৮৯ রাত্রি। একটি কারখানা। একটা ঘড়ি। মজুররা ডিউটির শেষে বেরোচ্ছে। বৃষ্টি পড়ছে।

কাথরিন (আরোপিত স্বর): ইঞ্জেকসনের দ্বারা।

রবের (আরোপিত স্বর): মানুষের চেতনা তার অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করেনা, বরং তার সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে পরিচালিত করে[১০]। (৮)

৯০. বিকেল। কাথরিন ও রবের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছে। রবেরই বেশীর ভাগ কথা বলছে। রবের বিদায় নিয়ে চলে গেলে কাথরিন সে দিকে তাকায়।

এলিজাবেথ (আরোপিত স্বর): আমরা ভাবতে পারি আর কুড়ি বছরের মধ্যেই, প্রতিটি নাগরিক বহন করতে পারবে একটা ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা তাকে শৃঙ্গারের সুখ দেবে............। (৯)

৯১. রাত্রিতে একটি রাস্তা। টিভি সেটে ভর্তি একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পল।

১০ গোদার মার্কসকে উদ্ধৃত করলেন—অনুবাদক

এলিজাবেথ (আরোপিত স্বর : .. ..এবং যৌন তৃপ্তি।

(পল দোকানের ভেতরে একবার তাকায়। তারপর চলে যায়।)

মাদলেইন (আরোপিত স্বর : টৌলিভিসন দাও আমাদের............। (৭)

৯২. বিকেলে একটি রাস্তা। পৌরসভার লোক রাস্তা ঝাড় দিচ্ছে। গাড়ী চলাচল করছে।

মাদলেইন (আরোপিত স্বর) : ... আর একটা গাড়ী, কিন্তু স্বাধীনতা থেকে ত্রাণ কর আমাদের। (৪)

৮

৯৩. পল আর কাথরিন খাওয়ার টেবিলে। খাওয়া দাওয়া শেষ। পল মদ্যপানের আয়োজন করছে।

পল : হ্যাঁ, বলে যাও।

(কাথরিন কলার খোসা ছাড়াচ্ছে। পল গ্লাসে মদ ঢালে ও দীর্ঘ চুমুক দেয়। কাথরিন একটা পেপারব্যাক থেকে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে পলকে। বইটা মলিয়ের লিখিত "মিসানথ্রপ"।)

কাথরিন (হাসছে) : "প্রিয় আমার মার্কি'

খুবই খুশী দেখাচ্ছে তোমাকে।

কোন কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হয় না তোমার শান্তি!

শুধুই কল্পনাতে তোমার সুখ,

না বাস্তব কারণ আছে তার পেছনে?"

(কাথরিন বই নামিয়ে রেখে কলা খেতে শুরু করে। পল গ্লাস নামিয়ে রাখে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নেয়। তারা কথা বলছে।)

পল : না, আমার গলার স্বর—চাপা আর গভীর—ঠিক খাপ খায় না আমার ভাবনা চিন্তার সঙ্গে।

কাথরিন : বোয়ালোর[১১] কথা মিলল না

পল : হ্যাঁ, ইস্কুলেই আমার মনে হত। (পল একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করে।) আমি বোঝাতে পারছি না হয়ত; কিন্তু এরকম হয় আমার। (সে রুটির একটু অংশ কেটে নিয়ে মুখে পুরে দেয়। তারপর ঘড়ি দেখে) কিন্তু ওরা করছেটা কি? (৭৪)

(সে আবার গ্লাস হাতে নেয়। পত্রিকার পাতা নিয়ে ওলটাতে থাকে।)

কাথরিন : তুমি মাঝে মাঝেই প্রেমে পড়, না?

৯৪ কাথরিন। ক্লোজ আপ।

পল (অদৃশ্য : আমি খোলাখুলি কথা বলতে পারি?

কাথরিন : নিশ্চয়ই।

(কাথরিন পলের দিকে তাকায়, তারপর আরেকবার কামড় দেয় কলায়, তারপর বইতে তাকায়।)

১১ বোয়ালো : আমাদের দেশে কম পরিচিত সতেরো শতকের ফরাসী নন্দনতাত্ত্বিক।

পল (অদৃশ্য) : নিশ্চয়ই বলছ তুমি, কিন্তু চাইছ না তা।

কাথরিন (চোখ তুলে) : কেন, চাইছি তো, একশবার চাইছি (সে আবার বইতে চোখ রাখে)।

(পলের দিকে না তাকিয়ে কাথরিন পলের কথা শুনছে।)

পল (অদৃশ্য) : তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব আন্তরিক। কিন্তু আমার কোন সন্দেহ নেই যে এই আন্তরিকতা নিজেকে বাঁচানোর একটা কায়দা। আমি অবশ্য পাত্তা দিচ্ছি না। (২৬)

৯৫. ক্লোজ-আপে পল।

পল : আমার মাদলেইনকে ভালো লাগে। কিন্তু যাক্ গিয়ে, সেই একই যন্ত্রণা।

কাথরিন (অদৃশ্য) : তুমিই বললে এ কথা। তা হলে আমিও কিছু জিজ্ঞেস করি তোমাকে।

পল : কি বলবে ?

কাথরিন (অদৃশ্য) : তা ছাড়া তোমার প্রেমিকাই জিজ্ঞেস করতে বলেছে একথা।

পল (সোজা তাকিয়ে) : কি বলছ ?

কাথরিন (অদৃশ্য) : ও ভয় পাচ্ছে যে তুমি ওকে . . . .। (২৯)

৯৬. ক্লোজ-আপে কাথরিন। পলের দিকে তাকিয়ে আছে।

কাথরিন : . . . . .অন্তঃস্বত্তা করে দেবে।

(কাথরিন পড়তে শুরু করে। সে টেবিলে কনুই ভর দিয়ে ও থুতনি হাতের ওপর রেখেছে।)

পল (অদৃশ্য) : ওর কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। কত ধানে কত চাল বোঝবার মত বয়স আমার হয়েছে। (কাথরিন তাকায়) তুমি ভয় পাও এরকম ?

কাথরিন : না, আমি পাই না, আমার একটা ওয়াশামাকালিত রয়েছে।

পল : সেটা কি জিনিস ?

(কাথরিন প্রথমে পলের দিকে তাকায় তারপর চোখ নামায়, আবার তাকায় ; দুই করতলে সে তার মুখ রেখেছে।) (২১)

৯৭. টেবিলে দুজন।

পল : সেটা কি জিনিস ?

কাথরিন : আমেরিকা থেকে আসে এটা। (বইয়ের পাতায় একটা হাত রাখা; দুটো আঙুল ছড়ানো।) এয়ার ফ্রসের একটা লোক এলিজাবেথের জন্য কয়েকটা এনেছিল। মাদলেইন একটাও ব্যবহার করতে চায় না। ওর মতে এটা নাকি অশোভন। (কয়েক সেকেণ্ড বইয়ের দিকে তাকিয়ে আবার পলের দিকে তাকায়)। আসলে, আমি অল্প অল্প বুঝতে পারছি কেন ও এত ভীতু।

পল : আমি নিশ্চিত যে ও তোমায় এসব বিষয়ে কথা বলতে বলে নি।

কাথরিন (পলের দিকে ছোট কটাক্ষ হেনে) : এলে ওকেই জিজ্ঞেস কোর।

(কাথরিন একদিকের পাতা কনুই দিয়ে চেপে পড়তে শুরু করে। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হয়। সচকিত হয়ে পল গ্লাসে চুমুক দেয়। মাদলেইন ঢোকে। কাথরিন একমুখ হাসি নিয়ে বান্ধবীকে অভ্যর্থনা করে।)

মাদলেইন : ও আমাকে কি জিজ্ঞেস করবে ?

পল : না, কিছু না, এমনি।

(মাদলেইন টেবিলটাকে একবার পাক দিয়ে কাথরিনকে চুম্বন করে।)

মাদলেইন : এই, আমি এখন জাপানে ছ'নম্বর জানিস ?

কাথরিন : ঠাট্টা নয়।

মাদলেইন : "যদি তুমি পিন বলে জিতে যাও" গানটার জন্য।

(পল মৃদু ভর্ৎসনার সুরে আঙুল তোলে।)

পল : আরও ভালোভাবে আলোচনা হকনা।

(মাদলেইন পলের মাথায় আদর করে চাপড় মারে।)

পল : তোমার আগে কারা আছে ?

(মাদলেইন তার হাতে রাখা অনেকগুলো পত্রিকার থেকে এটা বেছে নিয়ে পলকে দেয়। প্রচ্ছদেই মাদলেইনের ছবি ? পল পত্রিকা খুলে পড়তে শুরু করে। মাদলেইন টেবিলটা ঘুরে আসবার জন্য বাঁদিকে ফিরলে কয়েক মুহূর্তের জন্যে অদৃশ্য থাকে।)

মাদলেইন : আমার আগে......আগে আছে বিট্‌লরা, ফ্রান্স গল, বব ডিলান, ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা ...।

পল (মাদলেইনের দিকে তাকিয়ে) : দাঁড়াও, আরে আমি জানতামই না যে

তুমি (পড়তে শুরু করে) "একটি ছোট্ট প্রাণবন্ত কিশোরী, শিশুকে আর নরম…"। (৫৩)

৯৮. পল তাকিয়ে দেখে মাদলেইন ঝুঁকে রয়েছে। সে ক্রমশঃই জোরে, একটা বক্তৃতার ভাঙ্গীতে পড়তে থাকে। উদ্ধৃতির শেষটা এত দ্রুত পড়ে যে শব্দগুলোকে বোঝা প্রায় দুষ্কর হয়ে ওঠে।

পল (অদৃশ্য): "সে নিজের তৈরী পৃথিবীতে থাকবার জন্য ব্যস্ত। (মাদলেইন মাথা ঝাঁকায়) কমনীয়, সুষমগঠনা, ছোট চোখা নাক, স্পষ্ট কপোল, রূপসী মুখের শোভা আরও বিকশিত হয়েছে হাস্যোচ্ছল দন্ত পঙতিতে; কিন্তু এই গায়িকার মোহিনী মায়ার মূল উৎস তার ত্বকের রহস্য। তার দেহের নিখুঁত ছন্দ (মাদলেইন হেসে ফেলে) ভেঙে পড়ে তার চপল হাসিতে, আর কাঁপতে থাকে দুটি চোখের দুষ্টুমিতে (মাদলেইন ছাদের দিকে তাকায়), তার অস্থির মুখচ্ছবিতে আর তার চলাচলের মধুর স্বাচ্ছন্দ্যে। (মাদলেইনকে গম্ভীর ও মনোযোগী দেখায়) শিল্পিত সূক্ষ্মতার ফলে সে প্রত্যাশা করে শুদ্ধতা, নিজের কাছ থেকে ও শ্রোতাদের কাছ থেকে। অজানার প্রতি তার কৌতূহল কম, এ নয় যে সে মানসিকভাবে স্থবির, বরং তার মধ্যে যা কিছু আন্তরিক ও স্বচ্ছ নয়, তার প্রতি রয়ে গেছে অন্তর্গত সন্দেহ।"

(অধৈর্য মাদলেইন চুল পাকাচ্ছে। তারপর চুল থেকে হাত নামিয়ে, মাথা ঝাঁকায় একবার ও পলের দিকি তাকায়।)

মাদলেইন: তুমি ঠাট্টা করছ কেন আমাকে নিয়ে? (৩৩)

৯৯. ক্যামেরা শোওয়ার ঘরের জানালা দিয়ে তিন জনের খাওয়ার ঘরে বসে থাকা অবস্থা ধরেছে। এলিজাবেথ ঢোকে, হাতে একটা পত্রিকা।

পল (অর্ধস্ফুট স্বরে): আমি ঠাট্টা করছি না।

কাথরিন (পলের সঙ্গেই কথাটা উচ্চারণ করে): সত্যি কিন্তু।[১২]

এলিজাবেথ: এই দ্যাখ ফ্রঁ সোয়ারে কে লিখেছে।

১২. ফ্রঁ সোয়ার পত্রিকাটিকে বলা যেতে পারে মোটামুটিভাবে বেচ্ছা ও চুটকির বাজার চালু কাগজ—অনুবাদক

কাথরিন : দেখি, দেখি— ।

(এলিজাবেথ টেবিলের কোণে পত্রিকাটা রাখে। কাথরিন তুলে নেয়। মাদলেইন তাড়াতাড়ি কাথরিনের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে চোখ বোলায়। এলিজাবেথ কাথরিনকে চুমু খায়। তার পরে চলে যেতে গিয়ে পলের অবস্থানের জন্য আটকে যায়।)

কাথরিন : এলিজাবেথ, তোকে যেন কে ফোন করেছিল রে।

(পল চেয়ার সরিয়ে ঠিকভাবে বসে। এলিজাবেথ বেরিয়ে আসে।)

এলিজাবেথ : কে ?

কাথরিন : জানি না। (সে দু'কলি গেয়ে ওঠে)

'আমার স্মৃতি হারিয়ে যাচ্ছে
আমার খুব ভালো আর মনে নেই।"১০

এলিজাবেথ (কোটের বোতাম খুলতে খুলতে) : বোকামি করিস না, বলে ফেল, কে ফোন করেছিল রে ?

কাথরিন : পল ধরেছিল।

পল (এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে) : হ্যাঁ, আমি বললাম, জাহান্নমে যাও শালা ; আমার বুড়ি মাকে বিছানায় টেনে নেওয়ার চেষ্টা মোটেই বরদাস্ত করবনা !

এলিজাবেথ : ইস ! এমা !

পল (হাত তুলে সচিৎকার বক্তৃতার ভঙ্গীতে) : এবং মাননীয় মার্ক মহাশয়, আমার কোন বুড়ি মা নেই (সকলের দিকে তাকিয়ে) আমার মা নেই, আমার কোন বুড়ি মা নেই।

এলিজাবেথ (হাসছে) : যাঃ, একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে। থামা না।

(মাদলেইন পলের কাছে আসে ও হাত ধরে ঝাঁকায়। জোরে বলে—)

মাদলেইন : হোল কি তোমার ? ডিশগুলো ধোবে তো।

(পল চেয়ার থেকে ওঠে। তারপর টেবিল পরিষ্কার করতে শুরু করে।)

১০. এই গানটি ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর ''জুল এবং জিম'' ছবি থেকে ধার করেছেন গোদার।

পল ঃ (নাটুকেদের মত গাইছে) ঃ "আহা, সত্যি দুর' মাসি।
তোমার কটা মেয়ে আছে।
কটা মেয়ে আছে তোমার।
তোমায় সত্যি বলছি দুর' মাসি।
তোমার কটা মেয়ে আছে।
তাদের নাকগুলো খুব লম্বা।"১৪

(তিন বান্ধবী হাসছে। মাদলেইন চেয়ারে বসে। পল ডিশ নিয়ে ধুতে যায়। এলিজাবেথ বইয়ের র‍্যাক থেকে একটা বই টেনে নিয়ে চলে যাওয়ার আগে বলে।)

এলিজাবেথ ঃ আমি স্নান করতে যাচ্ছি। তারপর শোব।

(মাদলেইন, পল যে পত্রিকাটা পড়ছিল, সেটা তুলে নেয়। কাথরিনও ওঠে। এলিজাবেথ একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ক্যামেরা তাদের গমন পথ লক্ষ্য করে।

পল পাশের ঘরের দরজা থেকে ঢোকে। হাতে একটা রেকর্ড এ ঘরের আয়নায় দেখা যায় কাথরিনও খুশীমুখে আসছে। কাথরিন এসে রেকর্ড-প্লেয়ারের পাশেই চেয়ারে বসে।)

পল ঃ কাথরিন।

মাদলেইন (অদৃশ্য) ঃ ওঃ, তুমি এখন আবার সেই বিচ্ছিরি রেকর্ডটা বাজাবে।

পল (তাকিয়ে) ঃ ঠিক ধরেছো। ঠিক তাই।

মাদলেইন (অদৃশ্য) ঃ আমি চল্লাম বাবা।

(পলের মাথার ওপরে রাখা আয়নায় মাদলেইনের চলে যাওয়া প্রতিফলিত হয়। পল রেকর্ডটা অ্যাডজাস্ট করে শেষ প্লেট ও চামচ নিয়ে আসে। বাজনাটা শুরু হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।)

পল (কাথরিনকে) ঃ আসছে, আসছে (সে তাল দেওয়া শুরু করে, মোৎসার্টের কনসার্টো শুরু হয়) অর্কেষ্ট্রা দেখেছো, ভাবা যায়! (প্লেট হাতে নিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।) (১০১)

১০০. কাথরিন বসে আছে ও শুনছে। ক্যামেরা প্যান করে রান্নাঘরে যায় ;

১৪. এই লাইন ক'টি নেওয়া হয়েছে জাঁ রেনোয়ার "খেলার নিয়ম" ছবি থেকে।

রেফ্রিজারেটরের ওপরে একটা কলা আর একটা আপেল। পল রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে। (১৯)

১০১. স্নান ঘরের জানলা। আবছা শার্সি। একটা অল্প একটু খোলা। শাওয়ার থেকে জল পড়ার শব্দ। দুটি মেয়ের হাসি ও জল ছিটোনোর আওয়াজ আসছে। দুটি নগ্ন কিশোরীকে, এলিজাবেথ ও মাদলেইন, মাঝে মাঝে খুব অস্পষ্ট ভাবে জানলার কাচের ছায়া থেকে বোঝা যায়। এক সময় মাদলেইন হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে লাফ দিয়ে ওঠে। তার হাতের ধাক্কায় জানলার কপাট বন্ধ হয়ে যায়। (২৯)

১০২. লং শট। পলকে বারান্দার শেষে দেখা যাচ্ছে। সে বাথরুমে একটু তাকিয়ে, বেল্ট আলগা করে প্যান্টের বোতাম খুলতে যাবে, এমন সময় কাথরিন এসে পড়ে।

কাথরিন (অন্য ঘরে চলে যেতে যেতে) ঃ কি করছ তুমি ?

পল (চটপট বোতাম লাগাতে লাগাতে) ঃ আরে তুমি! এই মানে, একটু পেচ্ছাব পেয়েছিল।

(পল এবার বিপুল প্রশান্তি নিয়ে কাজটি করে। অন্য একটা ঘরে চলে যায়। দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ। বারান্দার শেষে একটি শোওয়ার ঘর দেখা যায়।)

পল (অদৃশ্য) ঃ টয়লেট পেপার নেই নিশ্চয়ই ?

কাথরিন ঃ ড্রয়ারে 'ফিগারো' পাবে।

এলিজাবেথ ঃ যাঃ তোরা মোরিয়াককে একদম দেখতে পারিস না।

(কাথরিন একটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অন্য একটি ঘরে ঢোকবার মুখে পলের প্রশ্নের উত্তর দেয়। এলিজাবেথও একই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ও নৈশ পোষাকে শোয়ার ঘরে গিয়ে বিছানায় বসে।)

কাথরিন (অদৃশ্য) ঃ দ্যাখ. তুই যখন বোমার্শের কথা ভাববি, যে অমন সুন্দর চরিত্র বার করেছিল, যে 'ফিগারো' কথাটিকেই আবিষ্কার করেছে. (সে ও শোওয়ার ঘরে ঢোকে) আর এখন এই শব্দটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বুর্জোয়ার প্রতিশব্দ. বিরক্তিকর। তোর মরে যেতে ইচ্ছে করবে।[১৫]

১৫. যাকে পছন্দ হয়না, তাকে গোদার নস্যাৎ করবেনই। সুতরাং ফ্রাসোঁয়া মোরিয়াককে টয়লেট পেপারে নস্যাৎ করা হল। বোমার্শে আঠেরো শতকের ফরাসী নাট্যকার। ফিগারো তাঁর সৃষ্ট বিখ্যাত চরিত্র। কিন্তু এখানে যে ফিগারোর কথা বলা হচ্ছে সেটি ফ্রান্সের নামী পত্রিকা। মোরিয়াক, লেখক হিসেবে স্বাভাবিক ভাবেই যুক্ত ওই কাগজের সঙ্গে। সার্ত্র-ভক্ত গোদার যে মোরিয়াকে বুর্জোয়া মনে করবেন তাতেও আশ্চর্য কিছু নেই। তবে 'নারীপুরুষ' মুক্তি পাওয়ার পর প্রতিশোধ নিয়েছিল ল্যো ফিগারো। ওই পত্রিকাতে লুই শোভ যে ভঙ্গীতে গোদারকে পথে বসিয়েছিলেন, সেটা দেখবার মত।—(অনুবাদক)

মাদলেইন (অদৃশ্য) : এ-ই-রে, তোর সঙ্গে রবেরের দেখা হয়েছিল না।

কাথরিন : খালি বোকা বোকা কথা।

(কাথরিন বারান্দা দিয়ে চলে যেতে থাকে। পাজামা-পরিহিতা মাদলেইনকে দেখা যায়।)

এলিজাবেথ (অদৃশ্য) : কাথরিন, তুই পলকে রাখ, তোর তো জায়গা রয়েছে।

(কাথরিন তার ঘরে ঢুকে যায়। মাদলেইন তার শোওয়ার ঘরের দরজায়।)

মাদলেইন : না তুমি এঘরে এসো, পল।

(মাদলেইন ঘরের ভেতরে ঢুকে যায় ক্যামেরা তাকে বাদ দিয়ে বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে থাকা এলিজাবেথকে ধরেছে। পায়খানা পর্বের শেষে পল খুব সপ্রতিভ ভাবে এই ঘরে প্রবেশ করে।) (৫৬)

১০৩. ঘরে পল। দরজা বন্ধ করে। বিছানার দিকে এগোয়। বিছানার একপাশে বসে এলিজাবেথ বই পড়ছে ; তার সামনে একটা আলো। মাদলেইন মাঝে শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। পল খাটের কাঠে আঙুল দিয়ে জোর পরীক্ষা করে।

মাদলেইন (এলিজাবেথকে) : তোর অসুবিধে হচ্ছে ?

এলিজাবেথ : না, তোর যা খুশী তাই কর।

(পল আস্তে তাদের দুজনকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে বিছানার বাঁদিকে বসে।)

পল : বাঃ, এবার শেষ সিগারেটটা ধরাই।

(পল একটা সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করে। পারে না)

মাইলেইন : না, আলো নেভাও।

(পল তার আঙুলের সিগারেট পাশের ড্রয়ারে রেখে দেয়।)

এলিজাবেথ : না, একটু অপেক্ষা কর, আমার আর একটু বাকী আছে।

(মাদলেইন লাফ দিয়ে উঠে বসে। পলও উঠে বসে বেল্ট খুলে ফেলে। ক্যামেরা পলকে বাদ দিয়ে মাদালেইনকে ধরে। মাদলেইন আলো নিভিয়ে দিল। শুধু রাত্তিরের জন্য মৃদু একটা বাতি জ্বলছে। পল ইতিমধ্যেই বিছানায় শুয়ে পড়েছে। মাদলেইন এসে শুয়ে পড়ে। দুজনের ওপরেই চাদর বিছানো। মাদলেইন এলিজাবেথকে শুভরাত্রি জানায়।)

মাদলেইন : শুভরাত্রি।

এলিজাবেথ : চলাম।

(মাদলেইন পলের দিকে ফিরে শোয়। পল ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সেও মাদলেইনের দিকে ফিরে শোয়।)

পল : কি খবর ?

এলিজাবেথ : এই মাদলেইন, পেছন ফিরে শো।

মাদলেইন (একবার এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে, আবার পূর্ববৎ ভঙ্গীতে) : কিন্তু তারও আগে তোর জানা উচিত কেউ এভাবে "পেছন" বলে না।

এলিজাবেথ : না, তুই 'লেজ' বলিস বুঝি !

পল : না, "গোল রুটি" !

মাদলেইন : "ইস্কাবনের টেক্কা" !

এলিজাবেথ : "চাঁদ" !

পল : "রোল" !

মাদলেইন : আর সামনেটাকে কি বলবি ?

(এলিজাবেথ হাতের বইটা পাশের টেবিলে রাখতে গেলে বইটা মেঝেতে পড়ে যায়।)

এলিজাবেথ : উফ, আমি ঘুমোতে যাই।

(সে আলো নিভিয়ে দেয়। এখন পলের দিকের আলোটাই শুধু জ্বলছে।)

পল : বলতে পার "তিন পায়া কুশন" (সে চাদরের বাইরে একটাই হাত বার করে আনে।) (৭৩)

১০৪. পল ও মাদলেইন শুয়ে আছে। তাদের মাথার ক্লোজ-আপ। পলের বুকে মাদলেইনের বাহু। মাদলেইনের চোখ বোজা, পল চাদরে ঢাকা।

পল : আমি ওখানে হাত রাখব ?

মাদলেইন : রাখো।

(পল চোখ বোজে।)

এলিজাবেথ (অদৃশ্য) : অবশেষে শান্তি দাও আমাকে।

(মাদলেইন পলের আরো ঘনিষ্ঠ হল।)

পল (চোখ আধোখোলা) : আমি সব সময়ই অবাক হই ···।

মাদলেইন : আস্তে, পল।

(মাদলেইনের বাহু পলের গাল স্পর্শ করে।) (৪৩)

১০৫. ফ্রেমের একেবারে ওপরে মাদলেইনের মাথার বড় ক্লোজ-আপ। তার হাত দিয়ে পলের মুখ প্রায় ঢাকা। মাদলেইন তাকায়। তারপর স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বলে ঃ

মাদলেইন ঃ ভালোবাসা, ওগো ভালোবাসা
তোমার হৃদয়ে নির্জনতা
আর তোমার চোখ ঝুঁকে পড়েছে
আমার নিরাবরণ শরীরের ওপরে
আর আমার ভালোবাসা আছে সমুদ্রে, আছে স্বপ্নে
আর মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি আমরা।

(মাদলেইন চোখ বোজে।) (৩১)

১০৬. একটি লিপিচিত্র ঃ

নিদ্রা, যা অনেক সময় বিস্মরণ ঘটায়
বেদনার, মুক্ত করে আমাকে
কিছুক্ষণ নিজের থেকে (৪)

১০৭. পল (আরোপিত স্বর) ঃ এই সমস্তই ঘটবে এই দুনিয়াতে, সর্বাধিক ভয়াবহ গ্রহ.........।

(পল, পরনে একটা টি-শার্ট, রান্নাঘরে বেসিনের তলায় পড়ে থাকা নোংরা ডিশগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।)

পল (আরোপিত স্বর) ঃ ....আর মানুষের মাধ্য......পাথরের চাইতেও নিষ্ঠুর।

(পল একটা গ্লাসে জল ভরে। এক চুমুকে খেয়ে গ্লাসটাকে যথাস্থানে রাখে। দুই হাত পকেটে, সে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।) (২১)

১০৮. পল রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে, শোওয়ার ঘরের মধ্য দিয়ে, খাওয়ার ঘরে চলে আসে। কাথরিন বসে আছে সেখানে।

১০৯. কাথরিনের হাতে একটা খেলনা গিলোটিন। হাত ও গিলোটিনের ক্লোজ-আপ। গতরাতে কাথরিন যেখানে বসেছিল, সেখানে পল বসে।

পল (অদৃশ্য) ঃ কি করছ ?

(কাথরিন গিলোটিনের পাত্রটা, যেটাতে ছিন্নমস্তক পড়ে, ঠিক করে। তারপর ধারালো পাতটিকে ওপরে টেনে তোলে।)

কাথরিন (অদৃশ্য) : ফিতেটা দাও না একটু।

(পল ফিতেটা দেয়। ক্যামেরা শুধু তার হাত দুটিকে ধরে।)

কাথরিন (অদৃশ্য) রেখে দাও এটা।

(কাথরিন পেছন থেকে একটি খেলনা মানুষ নিয়ে আসে।) (১৭)

১১০. পল, একবার কাথরিনকে, একবার যন্ত্রটিকে দেখছে ক্লোজ-আপ।

কাথরিন (অদৃশ্য) : তুমি মাঁকি-দ-সাদ এর কথা শুনেছো তো ? (৭)

১১১. কাথরিনের ক্লোজ-আপ। আঙুলগুলো মুখে।

পল (অদৃশ্য) : নিশ্চয়ই, তিনিই তো বলেছিলেন —"ফরাসী জনগণ, প্রজাতন্ত্রের প্রতি আরোও একটি আঘাত।"

(কাথরিন পলের দিকে তাকায়। তারপর সোজা ক্যামেরার দিকে। এর পরেই আঁদ্রে মালরোর জনসমাবেশে প্রদত্ত আবেগময় ভাষণ শুরু হয়।)

মালরো (আরোপিত স্বর) : একটা জাতি তুলে নিয়েছিল তুরণের তরবারি··· ।

(কাথরিন চোখ নামায়।) (১৭)

১১২. থুতনিতে হাত দিয়ে পল বসে আছে। ক্লোজ-আপ।

মালরো (আরোপিত স্বর) : · · · ন্যায় বিচারের সেনাবাহিনী পরিচালনা করেছিল সারা ইউরোপ জুড়ে, এবং··· । (৪)

১১৩ খেলনাটির ক্লোজ-আপ। কাথরিন পুতুলটিকে যথাস্থানে রাখে। পল দু'বার গিলোটিনের পাতের নীচে আঙুল রাখে। দ্বিতীয়বার কাথরিন আঙুল সরিয়ে দেয়।

মালেরা (আরোপিত স্বর) : ···একশ বছর ধরে। এই জীর্ণ সেনাদল পূর্ণ করেছিল বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন। তারা সিংহাসনচ্যুত করিছিল এক নৃপতিকে, অতিক্রম করেছিল আল্পস ও রাইন। অতএব মাননীয় মিতের', যা আমার ও আপনার করার থাকতে পারে ·· ।

(কাথরিন ব্লেডটি ফেলে দেয়। কিন্তু মস্তক ছিন্ন হয় না।)

মালরো (আরোপিত স্বর) : ......এই বিশাল সামরিক বাহিনী নিয়ে····· ।

(কাথরিন আবার চেষ্টা করে। কিন্তু মুণ্ডচ্ছেদ হয় না।)

মালরো (আরোপিত স্বর) :··· যা সারা ইউরোপকে স্বাধীনতার মন্ত্রে নর্তিত করেছিল।

(কাথরিনের তৃতীয় প্রচেষ্টা সফল। পুতুলের মাথা গাড়িয়ে পড়ে। মালরোর বক্তৃতার শেষে জনতার কর্কশ করতালির শব্দ ভেসে আসে। ও পরবর্তী শটটিতে রেশ রেখে যায়।)[১৬] (২৩)

১ ৪. বর্ষণস্নাত অপরাহ্নে একটি মেট্রোর প্রবেশ পথ। একটি লোক নামছে। (৭)

১৬. আঁদ্রে মালরোর প্রতি গোদারের বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে ফরাসী বামপন্থীদের মতামতও প্রকাশ পায়। প্রথম জীবনে গোদার মালরোর প্রতি প্রীতই ছিলেন। কিন্তু একদা বিপ্লবী এই লেখক দ্যগল সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের দায়িত্ব নিলে, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও সেই অর্থে গোদারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে জাক রিভেতের একটি ছবি নিষিদ্ধ করা হলে, ক্ষিপ্ত গোদার একটি অবিস্মরণীয় প্রতিবাদ পত্র লিখে সম্পর্কে চূড়ান্ত ইতি টেনে দেন' ৬৬ তে। (অনুবাদক)

১১৫. পত্রিকার দপ্তরে একটি ঘর। কয়েকজন কর্মী। পল লাফ দিয়ে উঠে একটা ছবি বেছে আনে। পশ্চাদপটে কথাবার্তা। (৬)

১১৬. মাদলেইন ও এলিজাবেথ একটা কাফেতে বসে গান শুনছে। একটি লোক স্লট-মেশিনে খেলছে (৫)

১১৭. পল ও মাদলেইন মন্থরগতিতে নেচে চলেছে। মাদলেইন কারুর প্রতি হাত নাড়ে। তাকে বেশ সুখী মনে হচ্ছে। (১১)

১১৮. একটি লিপিচিত্র :

ভোগ্য পণ্য

সম্পর্কিত

কথোপকথন

পল (অদৃশ্য) : আপনি এলসা ?

এলসা (অদৃশ্য) : হ্যাঁ, হ্যাঁ।

(একটি উচ্ছল হাসিখুসী মেয়েকে দেখা যায় একটি আলোকিত ঘরের জানলায়।)

পল (অদৃশ্য) : আপনি মাদলেইনের একজন বন্ধু ?

এলসা : হ্যাঁ, আমি ওকে ভালোভাবেই চিনি।

পল (অদৃশ্য) : আপনাদের প্রথম দেখা হয় কোথায় ?

এলসা : কাগজের অফিসে, যখন ও ওখানে ছিল। (সে চোখ নামায়)।

পল (অদৃশ্য) : কোন্ কাগজ ? কুমারী উনবিংশতি ?

এলসা : হ্যাঁ, ওটার কথাই বলছি।

পল (অদৃশ্য) : আপনি কি করেন ওখানে ?

এলসা (শ্রাগ করে) : একটু আলাদা কাজ। আমি কুমারী উনিশ নির্বাচিত হয়েছিলাম। এসব প্রশ্ন কেন করছেন আমাকে ? খুলে বলুন একটু।

(এলসা হাত দুটোকে পেছনে জানলার কুলুঙ্গীতে রাখে।)

পল (অদৃশ্য) : এইজন্যে যে আমি এখন আই. এফ. ও. পি.[১৭] তে কাজ করি।

১৭. আই. এফ. ও পি. : জনমতামত সংগ্রহের জন্য একটি ফরাসী সংস্থা।

এলসা : তাই বলুন। আপনি কাগজ ছেড়ে দিয়েছেন ?

পল (অদৃশ্য) : কাগজ থেকে খুব ভালো পয়সাকড়ি আসে না। তাছাড়া এর মধ্যে জনসাধারণের ভাবনা-চিন্তা জানবার সুযোগ আছে।

এলসা : তা ঠিক অবশ্য।

পল (অদৃশ্য) : সমাজতত্ত্বে আমি চিরদিনই উৎসাহী।

এলসা : হওয়ারই কথা, দারুণ বিষয় কিন্তু।

(অদৃশ্য হাসির শব্দ।)

পল (অদৃশ্য) : ও, হ্যাঁ, তারপর, আপনি কুমারী উনিশ হতে চেয়েছিলেন কেন ?

এলসা (শ্রাগ করে) : আপনাকে কি বলব, ঠিক আমি যে হতে চেয়েছিলাম তা নয়। আমার সৌভাগ্য যে হয়ে গেলাম। জানি না কেন। আসলে, ঘটনা হচ্ছে ওরা আমাকে কুমারী উনিশ নির্বাচিত করেছিল। তারপর একবছর ধরে আমি এই কাগজের প্রতিনিধিত্ব করছি।

পল (অদৃশ্য) : কিন্তু আপনি ভাগ্য বলছেন কেন ?

এলসা : এই জন্য যে এটা দারুণ। আমার অনেকগুলো সুযোগ-সুবিধা আছে—আপনি ভাবতেও পারেন না। মারাত্মক !

পল (অদৃশ্য) : কি রকম ?

(এলসা ওপরের দিকে তাকায়। তারপর আবার পলের প্রতি চোখ রাখে।)

এলসা : ওঃ, আমি, আমি অনেকগুলো চমৎকার জিনিস পেয়েছি......আমার একটা গাড়ী আছে, আমি বহুত টাকা খরচা করে বেড়াতে পেরেছি অনেক জায়গায়।

পল (অদৃশ্য) : আর এর আগে আপনি কি করতেন ?

এলসা : ওঃ, পড়তাম।

পল (অদৃশ্য) : কি পড়তেন ?

এলসা : বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম।

পল (অদৃশ্য) : আর আ ....আপনি পড়াশুনো চালাতে চান না ?

এলসা (চোখ নামিয়ে) : না, না, কি জানেন, যে মুহূর্তে এই ঘটনাটা ঘটলো, সব বদলে গেল।

পল (অদৃশ্য): বুঝলাম। সুতরাং আপনি ডিগ্রীর চাইতে গাড়ী বেশী পছন্দ করেন?

এলসা (হেসে): কিন্তু, আমি খুশী যে আমার দুটোই রয়েছে। (একটু স্তব্ধতা। তারপর দুজনের উচ্ছ্বসিত হাসি। পল পরের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আগে এলসা ডানদিকে ফিরে চোখের ওপর এসে পড়া চুল ঠিক করে নেয়।)

পল (অদৃশ্য): তা ভালো। হ্যাঁ, আপনার কি মনে হয় সমাজতন্ত্রের আর কোন সম্ভাবনা রয়েছে?

এলসা: সমাজতন্ত্র? আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন তো?

পল (অদৃশ্য): হ্যাঁ।

এলসা: সমাজতন্ত্র? আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন তো?

পল (অদৃশ্য) হ্যাঁ।

এলসা: আপনি জানেন, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মত যোগ্যতা আমার নেই। আমি কিছুই জানি না এ বিষয়ে।

পল (অদৃশ্য): ঠিক আছে, সমাজতন্ত্র বলতে আপনি কি বোঝেন?

এলসা: ইস! ওরে বাবা, এ সবের উত্তর দিতে গেলে আমি আরও গন্ডগোল করে ফেলব। (সে হাসতে হাসতে একবার দরজার দিকে তাকায়।)

পল (অদৃশ্য): যেমন ধরুন, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কি মার্কিনী জীবন যাপন পদ্ধতি সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির চাইতে বেশী পছন্দ করেন। কোন তফাৎ দেখতে পান?

এলসা: সে তো দেখতেই পাই, কিন্তু বুঝিয়ে বলতে গেলে, আপনি বুঝতে পারছেন না, আ………।

পল (অদৃশ্য): মার্কিনী জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

এলসা: মানে, নিঃসন্দেহে দারুণ দ্রুতগতিসম্পন্ন, দারুণ স্বাধীন, না… ….. মানে………আমি বলছি এ জন্য যে আমার, আমার সুযোগ ঘটেছিল স্টেটসে গিয়ে দেখবার; কিন্তু……শেষ পর্যন্ত (সে শ্রাগ করে)……।

পল (অদৃশ্য): কি দেখেছিলেন?

এলসা: ওরা যা বেঁচে আছেনা! মারাত্মক, সত্যি দারুণ! সত্যি।

পল (অদৃশ্য) : মারাত্মক বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন ? মানে আমি বলতে চাই কোন বিশেষ·········বিশেষ কিছু।

এলসা : মানে ফ্রান্স থেকে সবকিছুই আলাদা, আপনাকে কি বলব·· ···আ ·· (সে আরেকবার অবস্থান ঠিকঠাক করে) ওরা বেঁচে আছে, ওদের খাটতে হয় খুব। কিন্তু সবকিছুই ফাস্ট। (সে বাঁ হাত নাড়িয়ে বলে) আপনার মনে হবে যেন · ·· যেন · · না থেমে দৌড়ে চলেছেন, নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, মনে হয় অনেক কাজ করবার আছে। আর কি জানেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু মেয়েরাই, মেয়েরাই খুব এগিয়ে থাকে। (সে হাসে)। তো, খারাপ নয়। (সে হাসে)।

পল (অদৃশ্য : যাক্, প্রতিক্রিয়াশীল এই শব্দটার কোন মানে আপনার কাছে আছে কি ?

এলসা (শ্রাগ করে) : হ্যাঁ।

পল (অদৃশ্য) : বলুন।

এলসা (কয়েকবার মাথা এ পাশে ও পাশে দুলিয়ে) : ইস, কি প্রশ্ন ·· আমি জানি না······(চূর্ণ কুন্তল ঠিক করে ।·· শুনুন মানে ··· সে হাসে ····· প্রতিক্রিয়াশীল হচ্ছে···কোন কিছুর বিরুদ্ধে যাওয়া, অনেকগুলো ব্যাপারের বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়া, ঠিক সবকিছু মেনে নেওয়া হচ্ছে না, যা ঘটছে, এই আর কি।

পল (অদৃশ্য) : এটা ভালো না খারাপ ?

এলসা : ভালো। যে সব লোক সবকিছুকেই "তথাস্তু" বলে আমি তাদের একদম দেখতে পারি না।

পল (অদৃশ্য) : আর পপুলার ফ্রন্ট বলতে আপনি কি ভাবেন ?

এলসা (হেসে দূরে সরে যাওয়ার ভঙ্গীতে) : এই, না। এসব খুব ভয় পাওয়ানো প্রশ্ন শুনুন······।

পল (অদৃশ্য : আপনি হাসছেন কেন ?

এলসা : কারণ এরপর আমি পাগল হয়ে যাব। আমি আর উত্তর দেব না আপনার প্রশ্নের।

পল (অদৃশ্য) : আপনি মা হতে চান ?

এলসা : হ্যাঁ, পরে, এখন নয় (প্রচণ্ড আওয়াজে গাড়ী চলে যায়। এলসা ডান হাত দিয়ে চোখের ওপর এসে পড়া চুল ঠিক করে নেয়।)

পল (অদৃশ্য) : পরে কেন ? এখন নয় কেন ?

এলসা : কেননা এখন আমি জীবন উপভোগ করতে চাই, স্বাধীন হতে চাই, নিজের পায়ে ভর দিয়ে যতগুলো জিনিস পারি করে নিতে চাই। বাচ্চা থাকলে এর কোনটাই হবে না।

পল (অদৃশ্য) : আপনি জ......জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কিছু জানেন ?

এলসা (ঠোঁট চেটে) : সামান্য। (অদৃশ্য হাসির শব্দ) প্রত্যেকেই তো এ নিয়ে আলোচনা করে।

পল (অদৃশ্য) : এটা, মানে, এটা বাস্তবে কি ?

এলসা : উম (সে শ্রাগ করে, মেঝেতে চোখ নামায়, কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ)।

পল (অদৃশ্য) : না, চালিয়ে যান, বলুন আমাকে।

এলসা : অস্বস্তিতে ফেলছেন আপনি। আমার হচ্ছে অন্তত। শুনুন আমি এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। আমি জানি এটা কি, কিন্তু ..(পলের দিকে তাকিয়ে।)......তাছাড়া একঘেয়ে ও তো......।

পল (অদৃশ্য) : না, আপনি বুঝতে পারছেন না, আমি আপনাকেই শুধু জিজ্ঞেস করছি না। আমি সাধারণভাবে প্রত্যেকটি ফরাসী নারীর কাছেই জানতে চাইব। অনেকের মধ্যে আপনি একজন তরুণী মাত্র, সুতরাং আপনি অবশ্যই উত্তর দেবেন।

এলসা : হ্যাঁ তা তো বটেই। তাহলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে ভালো...... আপ .....।

পল (অদৃশ্য) : আপনি জন্ম নিরোধের ব্যবহারিক পদ্ধতি সমূহের কোনটার সঙ্গে পরিচিত ?

এলসা (হেসে) : বেশ কয়েকটা আছে, হ্যাঁ। (সে আবার হাসে) আমি কতকগুলোর খবর জানি কিন্তু নাম করা বরং বাদ থাকুক।

পল (অদৃশ্য) : না, মানে একটা কি দুটো বলুন, এর বেশী কিছু নয়, যাতে আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয় (অদৃশ্য হাসির আওয়াজ)

এলসা : পিল, ধরতে পারেন, বিশেষ কোন নাম না করে বললাম .....অথবা, হ্যাঁ, ডায়াফ্রাম।

পল (অদৃশ্য) : আমি বোঝাতে পারছি না· আর কিছু···পিল ছাড়া আর কিছু নেই····· আমি বোঝাতে পারছিনা হয়ত।

এলসা : আমি আপনাকে বলেছি— ডায়াফ্রাম।

পল (অদৃশ্য) : আপনি কি প্রায়ই প্রেমে পড়েন ?

এলসা : না, না। (স্তব্ধতা) অবশ্যই না।

পল (অদৃশ্য) : প্রেমে পড়া আপনার ভালো লাগে না ? এটা কি এমন একটা অনুভূতি নয় যেটাকে আপনি·· আপনি পছন্দ করেন ?

এলসা : হ্যাঁ। ভালো লাগতেই পারে। তবু ভাবুন, এভাবে তো আপনি প্রেমে পড়ার চেষ্টা চালাতে পারেন না। আপনি প্রেমে পড়লেন জানতে পারলেন না কেন, আর তারপরে, যখন আপনি ভালোবাসায় ডুবে আছেন তখন মারাত্মক, কিন্তু সঙ্গত ভাবেই এটা তো প্রতি দু'সপ্তাহ অন্তর ঘটতে পারে না। যাই হোক, যখন আপনি প্রেমে পড়েছেন, আপনি · ।

পল (অদৃশ্য) : বলতে পারেন আমাকে এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোথায় একটা যুদ্ধ চলছে ?

এলসা : এই রে ! (হেসে) না।

পল (অদৃশ্য) : না ?

এলসা : না। চেষ্টা করলে হয়ত বলতে পারতাম, কিন্তু এতে আমার কোন উৎসাহ নেই। (সে মাথা হেলায়)

পল (অদৃশ্য) : আমি বলতে চাইছি, মানে, আপনি জানেন, না, আপনি জানেন না ঠিক এখন পৃথিবীর কোথায় যুদ্ধ চলছে ?

এলসা : না, আমি জানি না।

পল (অদৃশ্য) : আপনি জানেন অথবা আপনি জানেন না ?

এলসা (চিন্তিত ভাবে) : না, (হেসে) আমি জানি না।

(সে হাসতে থাকে। একটা পিনবল মেশিনের শব্দ ভেসে আসে।)[১৮]

(৩৯)

১৮. সাড়ে ছ'মিনিটেরও বেশী এই সাক্ষাৎকারে আদ্যন্ত এলসাকে একা অভিনয় করতে হল। একবারও পলকে দেখা গেল না। এটাই গোদার রীতি। (অনুবাদক)

১১৯	ক	১৯৬৫	(৩)
	খ	১৯৬	(১)
	গ	১৯	(১)
	ঘ	৯	(২)

লিপিচিত্রগুলির সঙ্গে পিনবল মেশিনের শব্দ আছে। "৯" থেকে "যদি তুমি পিনবলে জিতে যাও', রেকর্ড'টা শুরু হয়। এবং পরবর্তী শটটি শেষ হওয়া পর্যন্ত চলে। টাইপ রাইটারের শব্দ শোনা যায়।

১২০. একটা কাফে। পল পিনবল মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে পকেট হাতড়াচ্ছে। মেশিনের কোণে সে হাত বোলায়। একজন বেয়ারা এসে একটা পানপাত্র রেখে যায়। ট্রে হাতে একজন ওয়েট্রেস) এলিজাবেথ কাউণ্টারের পেছন থেকে কাউকে ফোন করছে। পল হঠাৎ সেদিকে ফেরে।

পল : তো, তারপর ?

(সে অধৈর্য ভাবে ডানদিকে অদৃশ্য হয়ে যায়)

পল (অদৃশ্য) : মিটেছে তাহলো !

(এলিজাবেথ ফোন রেখে দেয়। তারপর ঘুরে এসে পানপাত্রটি হাতে নেয়। পিনবল মেশিনের সামনে থামে সে।) (৩৯)

১২১. ঘসা কাচের জানলা ও একটা টেবিল। পল বসে আছে। সে একটু উঠে এলিজাবেথের প্রতি লক্ষ্য রাখে।

পল : তো ? কি হল ?

(পল পাশের চেয়ারে সরে যায়। হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছাইদানিতে গুঁজে দেয়। এলিজাবেথ এসে পলের পাশে বসে। টেবিলে পানপাত্র।)

এলিজাবেথ : ও মিনিট পনেরোর মধ্যেই চলে আসবে।

(ক্যামেরা ডানদিকে প্যান করে একটি শ্রমিককে ধরে। পলদের পাশের টেবিলে বসে সে বিয়ার খাচ্ছে।

পল ঃ যা ইচ্ছে করুক, কিন্তু অলিম্পিয়ার ওই কাজ নিলে আমি ওকে খুন করব'।
(শ্রমিকটি গ্লাসে চুমুক দেয়)

এলিজাবেথ ঃ কোন কাজের কথা নয়। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।
(এলিজাবেথ কোলে ন্যাপকিন পাতে। পল ডিশে খাবার ঢালছে।)

পল ঃ না, না। আমি ওকে খুন করবই ! অসহ্য এইসব।
(পল প্রথমে এলিজাবেথকে দেয়। তারপর নিজে নেয়। মাংস ও আলু। মজুরটি পান করতে করতে তাদের দিকে তাকায়।)

এলিজাবেথ ঃ যাক্ গিয়ে, এটা তোমার আর মাদলেইনের ভেতরের ব্যাপার আমরা বরং অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতে পারি।
(পল পরিবেশন শেষ করেছে। এবার সে নিজের জন্য কিছুটা মাস্টার্ড নেয়। এলিজাবেথ পলের গ্লাসে মদ ঢালে। তারপর নিজেরটাতে।)

এলিজাবেথ ঃ তুমি এখনও ওই ব্যাপার নিয়েই ভাবছ ?

পল ঃ না, আমি আমার বাবার কথা ভাবছি।
(পল আলুসিদ্ধ খাচ্ছে। তারা খেতে খেতে কথা বলে।)

পল ঃ তো, এই হচ্ছে আলু সিদ্ধ।

এলিজাবেথ ? মানে ?

পল : হ্যাঁ, ঠিক এরকমই, একদিন আমরা সবাই বাড়ীতে আলুসিদ্ধ খাচ্ছিলাম বাবার সঙ্গে। হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে তিনি বললেন, "আমি খুঁজে পেয়েছি !" (মজুরটি এক চুমুক খায়. আমার বোন বলল, "কি পেলে ?" এবং আমার বাবা আবিষ্কার করেছেন পৃথিবী কেন সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। গ্যালিলিও এটা প্রথমে আবিষ্কার করেন অবশ্য...... !
(মজুরটি উঠে চলে যায়।)

পল ঃ ......কিন্তু আমার বাবা হঠাৎ, সত্যি বলছি পুনরাবিষ্কার করলেন পৃথিবী কেন সূর্য পরিক্রমা করে, যেমনভাবে গ্যালিলিও এটা প্রথম বার করেন। সুতরাং তিনি খাওয়া বন্ধ করলেন ও বললেন, 'খুঁজে পেয়েছি', চমৎকার ! (১৩)

১ ২. মিডিয়াম শট। পল আলুসেদ্ধ খেয়ে যাচ্ছে। তার ডান দিকে এলিজাবেথকে অল্প একটু দেখা যাচ্ছে।

এলিজাবেথ : বল।

পল : আর এটা···মানে এটাই, এটাই আমি বললাম তাকে। কি হল জান? একটু পরেই আমার সারা মুখে আলু ছড়িয়ে গেল।

(পল এলিজাবেথের দিকে ফেরে। তারপর প্লেটের দিকে তাকায়।

এলিজাবেথ : তোমাকে বলেছি কি শনিবার থেকে আজ সকাল পর্যন্ত ওই লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে?

পল : কোন্ লোকটার কথা বলছ?

এলিজাবেথ : ওই যে আমাদের গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল।

পল : আমি তো এরকম কিছু শুনিনি।

এলিজাবেথ : মাদলেইন...মাদলেইন তোমাকে বলে নি যে আমরা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ফঁতেনব্লোতে? তোমার মনে পড়ছে না? (৩৫)

(পল মদের পাত্রে একবার চুমুক দেয়।)

১২৩. এলিজাবেথ। ক্লোজ-আপ।

এলিজাবেথ : তুমি সোমবার ক্ষেপে গিয়েছিলে।

পল (অদৃশ্য) : হ্যাঁ, বইটার ওপরে।

এলিজাবেথ : তাও ভালো। আমি ভাবলাম এই ব্যাপারটাতেই বুঝি।

পল (অদৃশ্য) : কি বলছ?

এলিজাবেথ : কিছু না। তুমি দুঃখ পাবে।

পল (অদৃশ্য) : আরে ধুর, তুমি বল।

এলিজাবেথ (মদের পাত্রটা ধরে) : এমনিই। লোকটা এই শনিবার আবার বেড়াতে যেতে বলছে, কেননা (সে পলের দিকে তাকায়) ও দেখেছে আমাকে তোমার সঙ্গে, এখন ওর বউকেও নিয়ে আসতে চায়। (সে একবার মদে চুমুক দেয়) বেচারা পল!

পল (অদৃশ্য) : কেন?

এলিজাবেথ : আমরা তোমার জন্য নই। তুমি সবসময় অসুখী হবে।

এলিজাবেথ মাথা ঝাঁকায় : একটুকরো রুটি মুখে পোরে।)

পল (অদৃশ্য) : তাতে তোমার এত মাথাব্যথা কেন? (৪৫)

(এলিজাবেথ পলকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে।)

১২৪. দুজনকে দেখা যাচ্ছে। জানলা দিয়ে গাড়ীঘোড়ার চলাচল চোখে পড়ে।

পল (চিৎকার করে) ঃ তাতে তোমার এত মাথাব্যথা কেন ?

(পল একটু থামে। প্লেট থেকে আলু তুলে মুখে দেয়। স্তব্ধতা। আবার জোরে বলে।)

পল ঃ আমি আবার বলছি ! তাতে তোমার এত মাথাব্যথা কেন ?

এলিজাবেথ ঃ এমনিই বললাম, এমনিই।

পল ঃ গোল্লায় যাক্, আমার কিস্যু যায় আসে না। (এলিজাবেথের দিকে ফিরে) মাদলেইন গর্ভবতী।

(পল আরেকটু মাস্টার্ড নেয়। এলিজাবেথ তাকে দেখে ; তারপর মনোযোগ দিয়ে মাংস কাটতে থাকে।)

এলিজাবেথ ঃ ও তোমাকে ভড়কি দিচ্ছে। আমি ওকে চিনি।

(পল আরেকটু খাবার নিয়ে নেয় নিজের জন্য।)

পল ঃ না, আমার মনে হয় ততটা ভালো জানো না।

এলিজাবেথ তাকে আরেকটু মদ ঢেলে) ঃ দ্যাখ, ও ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে। (এলিজাবেথ নিজেও একটু মদ ঢেলে নেয় কথা বলার ফাঁকে) ও তোমার সঙ্গে যখন তখন রাত কাটাবে না।

(কেউ আসছে ; জোরে পায়ের শব্দ আসে। মাদলেইন আসে। হাতে পত্রিকা ; সে এলিজাবেথের সঙ্গে করমর্দন করে।)

মাদলেইন ঃ কি খবর।

পল ঃ ভালো। (৪৯)

১২৫. টেবিল। পার্শ্ব দৃশ্য।

এলিজাবেথ ঃ বসে পড়।

(মাদলেইন বসে। কোলে পত্রিকাগুলো।

পল ঃ আমরা শুরু করে দিয়েছি।

মাদলেইন (পলকে) ঃ তুমি কেমন আছ ?

(মাদলেইন চুল ঠিক করে। একটু উঠে পলকে চুমু খায়। পল দুবার মাদলেইনের গালে চুমু দেয়। মাদলেইন বসে। পাশের টেবিলে তার পত্রিকা আর স্কার্ফ রাখে। এবার সে গায়ের কোট খুলতে ওঠে।)

মাদলেইন : বাবা, এখনও হাঁপাচ্ছি।

(মাদলেইন একটা হ্যাঙ্গারে কোট রাখে। এলিজাবেথ পলের দিকে তাকায় মাদলেইন তার সোয়েটার ঠিক করতে করতে এসে বসে।)

মাদলেইন : জান, আমাকে দৌড়তে হল।

পল (তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে, সপ্রেম দৃষ্টিতে) : দেখে তো মনে হচ্ছে না।

মাদলেইন (ঝুঁকে পড়ে পলের হাত টেনে এনে নিজের বাম স্তনের ওপর রেখে) : এই দ্যাখ।

(পল হাত সরায় না।)

এলিজাবেথ : বাঃ, কি সভ্যতা...এটা কি হচ্ছে ?

(মাদলেইন ঠিক হয়ে বসে। পল হাত সরিয়ে নেয়। মাদলেইন কোলে তোয়ালে পাতে।)

মাদলেইন : তোর সবটাতেই বাড়াবাড়ি এলিজাবেথ, ওতো কোন দোষ করছে না।

(মাদলেইন মদের বোতলের তলানিটুকু ঢেলে নেয়। পল মুখ মোছে। এলিজাবেথ খাচ্ছে। মাদলেইন চুলে আঙুল চালায়।)

মাদলেইন : শোন, স্টুডিওতে আমি সিলভির সঙ্গে দ্যাখা করেছিলাম। ও আমাকে একটা অটোগ্রাফড্ রেকর্ড দিল।

(সে পাশের টেবিলে রাখা একটা পত্রিকা থেকে রেকর্ডটা বার করে এলিজাবেথকে দেয়।)

মাদলেইন (এলিজাবেথকে) : তো, আমি তোকে এটা দিচ্ছি। এই নে। (পলকে) আর তুমি, তুমি তো আবার আধুনিক নও, তুমি এটা নাও।

(মাদলেইন পলকে আর একটা রেকর্ড দেয়। পল রেকর্ডের ঢাকনা পড়তে থাকে।

পল : ঠিক বলেছো। বাখকে আমার ভালো লাগে।

"Concerto in D" বাখ।

(এলিজাবেথ সিলভির রেকর্ডটা গুনগুন করে গাইতে থাকে। পল তার নিজের রেকর্ড পাশের টেবিলে রেখে শিষ দিতে শুরু করে। সংগীত পরিচালকদের

মত সে তর্জনী নির্দেশ করে তাল ঠিক রাখছে। মাদলেইন কিছু বলতে গেলে এলিজাবেথ ডান হাত দিয়ে বান্ধবীর মুখ চাপা দেয়। মাদলেইন হাসে। পল শিষ দিতে দিতে মাদলেইনর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে। এলিজাবেথ মাদলেইনের দিকে কিছুক্ষণ তাকানোর পর খাওয়ায় মনোযোগ দেয়। অনেকক্ষণ মাদলেইনের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময়ের পর পলও খেতে শুরু করে। পল এলিজাবেথের দিকে তাকায়; এলিজাবেথ মাদলেইনের দিকে।)

জনৈক জার্মান (অদৃশ্য): যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার শেষ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলে কি তোমার অসুবিধে হবে?

মহিলা (অদৃশ্য): না।

(মাদলেইন ঘাড় ফিরিয়ে নারী পুরুষ দুজনকে লক্ষ্য করে। তারপর সোজা হয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে।)

মাদলেইন: এই, পেছনের ভদ্রমহিলাকে দ্যাখ আমার মনে হচ্ছে চিনি ওকে।

(পল মুখ নীচু করে শিষ দিয়ে চলেছে। দুই বান্ধবী গভীর প্রযত্নে ঘাড় ফিরিয়ে অদৃশ্য মহিলাটিকে দেখছে। পল শিষ দেওয়া বন্ধ করে একবার সেদিকে তাকায়। মাদলেইন ঝুঁকে পড়ে পলকে বলে—)

মাদলেইন: ঠিক ধরেছি, এই মহিলাই কাফেতে স্বামীকে গুলি করেছিলেন। আমাদের সেদিনই পরিচয়—মনে আছে?

(পল আরেকবার তাকায়।)

পল: আমার তো মনে হয় না ইনিই তিনি।

(মাদলেইন আবার তাকায়। পল তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছে।)

মহিলা (অদৃশ্য): আপনার কাছে কত আছে?

মাদলেইন (পলের দিকে ঝুঁকে): শুনলে, এ মা এ যে নোংরা মেয়ে। (১২০)

১২৬. কাফের কোণে জনৈক জার্মান পুরুষ ও ফরাসিনী মুখোমুখি বসে রয়েছেন। ভদ্রলোকের সামনে বিয়ারের গ্লাস। তিনি সিগারেট খাচ্ছেন। মহিলা, সুন্দরী, প্রিন্টেড পোষাক পরে রয়েছেন। আমরা তাঁকে অধিকাংশ সময়ই পেছন থেকে দেখব। মহিলা ডিমভাজা খাচ্ছেন।

জার্মান (ফরাসীতে): খুব বেশী না।

(ভদ্রমহিলা ডিমে একটু নুন ছড়িয়ে নেন।)

জার্মান : কারণ আমি পয়সা বা াচ্ছি। আমি ফ্রান্সে একটু আয়েস করে বেড়াতে চাই।

মহিলা : বেশ তো, কিন্তু ঠিক কত আপনি আমাকে দিতে পারেন? দশ, পোনেরো, কুড়ি, তিরিশ হাজার ফ্রাঁ?

(ক্যামেরা ঘুরে যায়। ফলে পাশ থেকে মহিলার মুখ দেখা যায়। ইনিই সাত নম্বর শটে স্বামীকে গুলি করেছিলেন।)

জার্মান : আরে না, বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে।

মহিলা : আপনার কাছে ঠিক কত টাকা আছে?

জার্মান : খুব বেশী কিছু নয়। কেন, তোমার কি আলাদা আলাদা দর নাকি?

মহিলা : তাহলে বলতে হয় আপনি আমাকে কি করতে বলেন তার ওপর নির্ভর করে, তাই তো?

(লোকটি কোটের পকেট থেকে একটা পেন বার করে।)

জার্মান : দাঁড়াও, একটু হিসেব করে নিই।

(লোকটি টেবিলের ঢাকনার ওপর লিখছে। মহিলা চিবোচ্ছেন।)

মহিলা : আপনি জার্মান?

জার্মান (তাকিয়ে) : হ্যাঁ।

মহিলা : আমিও। এদেশে আমাকে সবাই জার্মান ভাবে। কিন্তু আমি ফরাসী নই। তবু জার্মানদের আমি ঘেন্না করি।

জার্মান : কেন বল তো? (সে কোটের পকেটে কলম রেখে দেয়।)

মহিলা : কেননা আমার বাবা-মা জার্মানিতে মারা যান।

জার্মান : আহা! কোথায়?

মহিলা (তীব্র দৃষ্টিতে লোকটিকে বিদ্ধ করে) : আপনি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা কখনো শোনেন নি?

জার্মান : আমি সত্যিই বুঝি না কেন তুমি এভাবে বলছ। প্রত্যেকবার এই একই ঝামেলা। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। এভাবে বলে কি লাভ হয় লোকের? (সে ডান হাত দিয়ে হতাশার ভঙ্গী করে) আমার তখন বড়োজোর বছর দশেক বয়স, তোমারও তাই।

মহিলা : তাই, কিন্তু সেটা আমাদের বন্ধ করে দেয় না। হতে পারে আপনার তখন দশ বছর বয়স, কিন্তু আপনার বাবার তা ছিল না।

(লোকটি সিগারেট নামিয়ে রাখে। হাত নাড়িয়ে বলে—)

জার্মান : ভালো, আমি আ.........আলা .... আলাদা হয়ে যেতে চাই বাবার থেকে।

(লোকটি উত্তেজিত ভাবে হাতের তালু ঘসে মাথা নীচু করে।) (৮২)

১২৭. মাদলেইন, এলিজাবেথ ও পল। মাদলেইন ও পল জার্মান লোকটিও মহিলার কথাবার্তা লক্ষ্য করছে। মাদলেইন কৌতূহলী ; পল খুব গম্ভীর। দু'জনের হাতেই চামচ। এলিজাবেথ মদে চুমুক দেয়। অদৃশ্য কথাবার্তা চলছে তবে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না।

মাদলেইন (পলের দিকে ঝুঁকে) : খুব অবাক লাগে না রোজ পঞ্চাশটা লোককে সামলান !

পল : আরে না, পঞ্চাশ নয়, মোটামুটি দু-তিন বারেই চলে যায়। (সে সিগারেট বার করে)

এলিজাবেথ : মোটেই না। গরীবদের শনিবার বা রবিবার একশো দশ এমনকি একশো এগারও হয়ে যায়।

(পল মুখে সিগারেটটা ছুঁড়ে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরতে সফল। এলিজাবেথ মদে চুমুক দেয়। মাদলেইনে খাবারের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছে)

মহিলা (অদৃশ্য : অপরাধটা তাহলে কার ? (১৫)

১২৮ ক্লোজ-আপে মাদলেইন। সে উক্ত মহিলার থেকে চোখ ফেরায় পলের দিকে। গ্লাস নাড়াচাড়ার শব্দ হয়।

মাদলেইন : তুমি অকারণে হাসছ কি ভেবে ?

ব্রিজিত বার্দো (অদৃশ্য : পঁয়ত্রিশ নম্বর দৃশ্যটা কিন্তু জমে নি একদম।

পল : যা বলেছো। নিজেকে নিয়ে এই হাসাহাসিই আমাকে হাসায়।

(মাদলেইন নিজের চুলে আঙুল চালিয়ে জড়ায়।)

এলিজাবেথ : ভদ্র মহিলাকে ঠিক ব্রিজিত বার্দোর মতো দেখতে। তাই না ?

(মাদলেইন এলিজাবেথের কথা শুনে ফিরে লক্ষ্য করে।)

আঁতোয়ান বুরশিয়ে (অদৃশ্য) ঃ না, সত্যি বলতে কি আমারও মনে হয়েছে, আমি দাগিয়েছি ওই পাতাটা। বুঝলে, আসলে জর্মেনি তার কারণ তুমি খুব জোরে এগোও নি।

(মাদলেইন মুখটা অল্প একটু হাঁ করে তাদের লক্ষ্য করে।) (২০)

১২৯ ঃ ব্রিজিত বার্দো ও আঁতোয়ান বুরশিয়ে বসে আছে। বুরশিয়ের পরনে একটা বিটল্ ধরনের টুপি, জাহাজী জ্যাকেট। ব্রিজিতের পরনে একটা সোয়েটার। সামনে খোলা একটা বই। বুরশিয়ে মদ ও ব্রিজিত চা খাচ্ছেন। উভয়েই ধূমপানরত। বুরশিয়ে একটি অনুচ্ছেদের দিকে আঙ্গুলী নির্দেশ করলে ব্রিজিত সে দিকে মনোযোগী হন।

বুরশিয়ে ঃ তা ছাড়াও লেখাই আছে "জোরে", ভোতিয়ে লিখে রেখেছিল।

ব্রিজিত ঃ বোঝা গেল।

বুরশিয়ে (পড়ছেন ও হাতের ভঙ্গী করে উচ্চারণের তারতম্য বোঝাচ্ছেন) :

"আমি মিথ্যাকে ভালবাসি, ভুল বোঝানোতেই আমার সুখ। যা কিছু অসত্য, তাই আমার পছন্দ, যা কিছু নিষিদ্ধ, যা কিছু নষ্ট, যাতে শৃঙ্গার যা (হাত আরও দ্রুত নাড়িয়ে) তৃপ্তি দেয় ও বুঝিয়ে দেয় ঘুমের মহিমা, আমি ভালোবাসি মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা।" (ব্রিজিতের দিকে তাকিয়ে)

বুঝতে পারছ ··· ?

(ব্রিজিত পল-মাদালইন ও এলিজাবেথের প্রতি অল্প একটু তাকান। তারপর বইতে ফিরে আসেন। বুরশিয়ে আরেকটা পাতা ওল্টান।)

বুরশিয়ে ঃ যতদূর আমার মনে হয় আরও জোরে হওয়া উচিত। এমনকি ওই দুর্ঘটনার মুহূর্তেও যেখানে তুমি বললে। ইয়ে····· তোমার মনে পড়ছে ?

ব্রিজিত ঃ ও, হ্যাঁ, যখন তুমি লোকটাকে চাপা দিলে তারপর কি যেন আমি বলেছিলাম ? (বুরশিয়ে মাথা হেলিয়ে সায় দেন।)

বুরশিয়ে ঃ যাই হোক, এটাও চলবে না। আমার মতে ছন্দপতন হয়েছে। এবং ঘটনা হচ্ছে লেখাই আছে—"আকুল ও ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে।"

(ব্রিজিত আস্তে কোল থেকে হাত তুলে আনেন। চায়ে একটু চুমুক দেন, হাতে একটা সিগারেট। বুরশিয়ে আবেগ ও হাতের ভঙ্গীসহ পড়তে থাকেন।)

বুরশিয়ে : "কি বলছ, কিন্তু না, ওই আমার গাড়ীর তলায় লাফ, তিনি আরেকটা পাতায় চলে যান ...তুমি চাপা দিয়েছ বা দাওনি। একটু দুর্ভাগ্য জনক দুর্ঘটনা" তারপর আমি কি বললাম, ? (পড়বার উদ্দেশ্যে বিজিত ঝুঁকে পড়েন) আমি বলেছিলাম, "এ্যাত গাধা আর নেই" বইতে আঙুল দেখিয়ে) "সত্যিই। ও একটু দেখে চলতে পারত। তো সেজন্যই তুমি যখন যুদ্ধে হেরে যাবে, তখন বিজয়ী পক্ষের সঙ্গে মিশে যাওয়াই শ্রেয়।"

(বুরশিয়ে বিজিতের দিকে তাকান। বিজিত ছাই বেড়ে পড়বার জন্যে ঝুঁকে পড়েন।)

বিজিত : হ্যা, দেখি।

বুরশিয়ে : দ্যাখ, এখানেও সেই ব্যাপার। গৃহনির্মাণ প্রকল্পে বেড়াতে যাওয়ার দৃশ্যটা.... এখানে নির্দেশ আছে......নির্দেশে ও লিখেছে "এক ধরণের মারাত্মক উদ্দীপনার সঙ্গে"। "আর সেই আশ্চর্য আবিষ্কারের স্মৃতি থেকে যাবে।" নাটকটাকে এমনি-এমনি তো নাম দেওয়া হয়নি 'বিস্ময়সমূহ"। আর গিলির সম্বন্ধে লেখা আছে 'অত্যুৎসাহে", "মানুষের হাতে জন্ম নিয়েছে এক বিশাল অঞ্চল আগে যেখানে কিছুই ছিল না. ছিল না ক্ষুদে ক্ষুদে বাক্স ছাড়া আর কিছু।" বুঝতে পারছ আমার মনে হয়· মনে হয় যে এটা জরুরী যখন তুমি অভিনয় করছ ...এটা জরুরী যে তুমি আগের সব কিছু ভুলে যেতে পারবে।

বিজিত : হ্যাঁ।

বুরশিয়ে : এমনভাবে বল যেন·· এই যে, চেষ্টা কর এমনভাবে যেন এই প্রথম পড়ছ. ভুলে যাও যে আগে মহড়া হয়েছিল (তিনি বইটা এগিয়ে দেন, বিজিত হাসেন), বা তুমি অভিনেত্রী। যাই হোক, পড়তে শুরু কর।

বিজিত : (বইয়ের দিকে তাকিয়ে) ঠিক আছে· চেষ্টা করছি।

(বিজিত বাঁ হাত থেকে ডান হাতে সিগারেট নিয়ে নেন। টেবিলের উপর দুটো হাত রেখে পড়তে শুরু করেন।) (৮৫)

১৩০ : বিকেলবেলা। একটা গৃহনির্মাণ প্রকল্প এলাকা। অনেক বাড়ী নির্মীয়মাণ। পুরোনগুলো ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। একটা ক্রেন।

বিজিত (আরোপিত স্বর : নির্মিত হয়েছিল এসব। ভ্রষ্ট হয়েছে এসব। জনশূন্য এখন। (৩)

১৩১ : একটা সরু, স্বল্পালোকিত, ভীড়াক্রান্ত রাস্তা। রাত্রি।

বিদ্রজিত (আরোপিত স্বর) : "মানুষেরা ফিরে গেছে। পড়ে আছে চিহ্ন সকল।" (৫)

১৩২ : বিকেল। বেশ চওড়া একটা রাস্তা। দু-একটা গাড়ী ও কিছু লোক চলাচল করছে। কয়েকটা গাড়ী দাঁড় করানো আছে।

বিদ্রজিত আরোপিত স্বর : "কেউ নেই, কিছু নেই, সূর্য্য নিভে গেছে।" (৩)

১৩৩ : নিয়নে আলোকিত ভূগর্ভস্থ পথ। মেট্রো স্টেশন।

বিদ্রজিত (আরোপিত স্বর) : রণক্লান্ত নাবিকেরা ঘরে ফিরে আসে যেন এক অসীম আকাশে।" (৪)

১১

১৩৪. একটা ছোট সিনেমা হল। কয়েকজন দর্শক খবরের কাগজ পড়ছেন। প্রথমে এলিজাবেথ ও মাদলেইন, পরে পল, কাথরিন ও একজন প্রদর্শিকা ঢালু পথ বেয়ে হলের ভেতরে চলে আসছে। পলের হাতের ধাক্কায় জনৈক দর্শকের খবরের কাগজ পড়ে যায়। পপ গানের সঙ্গে এক ধরণের ইলেকট্রনিক বাজনা শোনা যাচ্ছে।

প্রদর্শিকা : এদিকে আসুন। (সে টিকিটের জন্য হাত বাড়ায়)

পল : যদি যেতে চাই তবেই —

(প্রদর্শিকা টিকিটগুলো নেয়।)

পল : আপনার কাছে দশহাজারের খুচরো হবে ?

প্রদর্শিকা : না, দুঃখিত। সে টিকিটের অর্ধাংশ ফেরত দেয় পলকে।)

পল : মুস্কিল, আমারও নেই।

(পল কাথরিনকে নিয়ে একটা রো ধরে এগোতে থাকে। মধ্যে একজন দর্শক খাতা খুলে কি লিখছেন। এলিজাবেথ ও মাদলেইন অনুসরণরত। পল মাদলেইনের পাশে বসতে চাইলে এলিজাবেথ তাকে সরিয়ে নিজে বসে পড়ে। ক্যামেরা প্যান করলে দেখা যায় পল তার পাশে বসল। এলিজাবেথ মাদলেইনকে ফিস-ফিস করে বলে—)

এলিজাবেথ : এই আমার চশমাটা দে।

(পল গম্ভীর ভাবে দেখে। মাদলেইন হেসে ফেলে ও এলিজাবেথ পলের দিকে সকৌতুকে চোখ রাখে। মাদলেইন পার্স থেকে চশমা বার করে এলিজাবেথকে দেয়। পল উঠে দাঁড়ায়। পল মাদলেইনের চুলে একটু আদর করে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। কাথরিন একটি পত্রিকা পড়ছে। পল কাথরিনের পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে। কাথরিন আর মাদলেইনের মাঝের সিটটা ফাঁকা)।

মাদলেইন : এই পল, ওখানে কি করছ ? এখানে এস।

(পল নিজের চুলে আঙুল চালাচ্ছে। ক্যামেরা পল, কাথরিন আর ফাঁকা সিটটাকে ধরে রেখেছে।)

মাদলেইন (অদৃশ্য) : এখানে এস, পল।

পল (উত্যক্ত হওয়ার ভঙ্গীতে হাত নাড়িয়ে) : ঠিক আছে, ঠিক আছে।

(হলের আলো নিভে আসে। কাথরিন পত্রিকা রেখে দেয়। পল ও সে পর্দার দিকে তাকায়।)

পল : আমি একটু জলবিয়োগ করে আসি। তুমি আমাকে শুরুটা বলে দিও। (৩)

১৩৫. একটি চিত্রলিপি

4X. EIN SENSITIV UND RAPID FILIM

(কাশির আওয়াজ।)

মাদলেইন (অদৃশ্য) : ইস্, এটা আবার মূল ভাষাতে ! (৩)

১৩৬ ক্লোজ-আপে মাদলেইন।

কাথরিন (অদৃশ্য) : মন্দের ভালো। এতে অন্ততঃ কিছু চাপিয়ে দিতে পারবে না তোর ওপর।

(মাদলেইন সামান্য হাসে।) (৪)

১৩৭. একটা রাস্তা ! পেছনে একটা রেস্তোরাঁ। বরফ জমে আছে। ট্রাফিকের আওয়াজ। একজন ভদ্রমহিলা দৌড়তে দৌড়তে এসে রাস্তার পাশে একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে যাবেন, এই সময় একটি ভদ্রলোক তাঁকে ধরে ফেলেন। মহিলা তাকে ঝটকা দিয়ে ফেলে দেন। (৭)

১৩৮. পল শৌচাগারে। দুজন পুরুষকে চুম্বনরত দেখা যায়। পল হতভম্ভ হয়ে দেখতে থাকে।

পুরুষ : ঘাবড়ে গেছ খোকনবাবু !

(তার সহকর্মী সঙ্গী দরজাটা বন্ধ করে দেয়। পল একমুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করে তারপর নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পেচ্ছাব করতে শুরু করে। হয়ে গেলে, সে পকেট থেকে একটা চক বার করে টয়লেটের দরজায় লেখে—'কাপুরুষদের প্রজাতন্ত্র নিপাত যাক"। পল নিজের লেখা পড়ে। সন্তুষ্টির ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়ে তারপর দু-হাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করে নেয়।) (৪১)

১৩৯ হল। পল শিষ দিতে দিতে নামছে ঢালু পথ বেয়ে। পর্দা থেকে কথা-বার্তার শব্দ আসছে। (৫)

১৪০. একটি আধুনিক অ্যাপার্টমেণ্ট। বেশ সুসজ্জিতা একটি মহিলা। ওভারকোট পরিহিত একজন পুরুষ ; তিনি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। তারপর শয়ন কক্ষের দিকে যান ও চারিদিকে তাকান।

নারী (অদৃশ্য, যন্ত্রণার্ত সুরে : এই না, না।

পুরুষ : না মানে ?

(মহিলাকে দেখা যায়। সে দু হাত দিয়ে মাথা চেপে রয়েছে। মেয়েটি লোকটিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। থামে। তারপর লোকটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু লোকটি তাকে ধরে ফেলে।

মাদলেইন (অদৃশ্য : চলে এসো, পল। বোকামি কোর না। (পর্দাতে উক্ত মহিলা ও লোকটির মধ্যে ধস্তাধস্তি চলছে।)

মাদলেইন (অদৃশ্য) : পল ! (২৬)

১৪১. ক্লোজ-আপে কাথরিন। সে মুখে আঙুল চাপা দিয়ে রয়েছে। সে একবার ডানদিকে তাকায়। পর্দা থেকে আওয়াজ আসছে। কাঁধে একটি হাতের ছোঁয়া লাগলে সে সিট বদলায়।

কাথরিন অদৃশ্য) : জ্বালালে, ঠিক কর না কোথায় বসবে।

(ক্লোজ-আপে মাদলেইন। সে ডানদিকে তাকায়। ক্যামেরা প্যান করলে দেখা যায় পল তার পাশে বসেছে। মাদলেইন পলকে চুমু খাওয়ার জন্য ডানদিকে ঝোঁকে।)

মাদলেইন : দুষ্টু সোনা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। (মাদলেইন ঠিক হয়ে বসে। দুজনেই হাসছে।)

(পলকে পুরোপুরি ও মাদলেইনকে আধখানা দেখা যায়। পর্দা থেকে ফার্নিচার পড়ে যাওয়ার শব্দ আসে।)

এলিজাবেথ অদৃশ্য) : ও কি বলল রে ?

কাথরিন (অদৃশ্য) : জানি না।

দর্শক (অদৃশ্য) : শুরুতেই ঝামেলা করছ চাঁদ ?

পল (উক্ত দর্শকের দিকে পিছন ফিরে) : ক্যালাতে হবে না, শালা ব্লটস্কাইট কোথাকার !

(মাদলেইন হেসে পলের কাঁধে মাথা রাখে। পল প্রেমিকাকে হাত দিয়ে কাছে টেনে আনে। পর্দায় ধস্তাধস্তির দৃশ্য।) (৩৪)

১৪২. মেয়েটি প্রাণপণে লোকটির কাছ থেকে পালাতে চাইছে। একটা পাশবিক লুকোচুরি চলছে। চেয়ার উলটে যায়। শেষ পর্যন্ত লোকটি মেয়েটিকে ধরে ফেলে। মেয়েটি ব্যথায় চিৎকার করে। লোকটি আস্তে আস্তে মেয়েটির পশ্চাদ্দেশে হাত বোলাতে থাকে।

পল (অদৃশ্য) ঃ উঃ জঘন্য... । (৩৯)

১৪৩. পল ও মাদলেইন।

পল ঃ সারা-স্ক্রীন জুড়ে এটা দেখাচ্ছে !

মাদলেইন ঃ তো, কি হল ?

পল ঃ আরে না, না, না। আমি মজা দেখাচ্ছি।

(পল অত্যন্ত ব্যস্তভাবে উঠে যায়। পর্দায় প্রায় একই ধরণের ঘটনা ঘটে চলেছে। মাদলেইনকে বিষন্ন দেখায় কিছুটা।)

নারী (অদৃশ্য, পর্দাতে) ঃ না —

পল (অদৃশ্য, ডাকছে) ঃ মাদলেইন।

(পল অন্যদিক দিয়ে এসে মাদলেইনের চিবুক ছোঁয়। মাদলেইন হাসে।)

নারী (আর্তভাবে) ঃ না— (১৫)

১৪৪. একটা সরু পথ। কেউ দৌড়ে আসছে। প্রদর্শিকাটিকে দেখা যায়। পল অন্যদিক থেকে দৌড়ে আসছে। পাশ কাটানোর সময় সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে –

পল ঃ প্রোজেকসন রুম ?

প্রদর্শিকা (একটা সিঁড়ি দেখিয়ে) ঃ এই যে, এদিকে।

(প্রদর্শিকা নিজের পথে চলে যায়। পল লাফ দিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে একটা ঘরে ঢোকে ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়।) (১১)

১৪৫.

পল (অদৃশ্য) ঃ অ্যাপারচার অবশ্যই সঙ্গতি রাখবে .... ।

(প্রোজেকসন রুম। প্রোজেকসনিস্টকে দেখা যাচ্ছে। উত্তেজিত পল একটা ফিল্ম-ম্যানুয়ালের পাতায় আঙুল রেখে অভিযোগ করছে। কিন্তু প্রোজেকসনিস্ট তাকে গ্রাহ্য করছে না।)

পল : “.........১.৬৫ কিংবা ১.৭৫ ফর্মার সঙ্গে, ছবির শুটিং এর সময়ে যা

অনুমোদিত হয়েছিল। ১৮৫ ফর্মার একটি সীমাবদ্ধতা আছে যা কোন রকম পরিস্থিতিতেই অতিক্রান্ত হবে না।"

(প্রোজেকসনিস্ট আর একটা রীল চড়ায়)

পল : "..... আই. এস. ও. আন্তর্জাতিক মানের নির্দেশ অনুযায়ী।" (জোর দেওয়ার জন্য সে থামে) বুঝলেন, চলি। (জোরালো বাজনা শুরু হয়। পল চলে আসে।) (২৩)

১৪৬. বাজনা থেমে যায়। পল সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দেখে একটা গাড়ী থামান আছে। সে পকেট থেকে একটা রঙের কৌটা বার করে সিনেমা হলের দেওয়ালে লিখে দেয়—

"দ্যগল ৬"।

কণ্ঠস্বর (অদৃশ্য) : চলে এসো। চলে এসো। চলে এসো। (২৯)

১৪৭. তিনজন মজুর চেয়ে আছে পলের দিকে। একটা তেলের ড্রাম মাটিতে নামিয়ে রাখা হচ্ছে। (৩)

১৪৮. পল বাড়ীটার আরেকটা কোণে চলে গিয়ে দেখতে পায় আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটি নর-নারীকে। পুরুষটি মেয়েটির স্কার্ট তুলে রেখেছে। পল তাদের ডানদিকে। পল তাদের দিকে কয়েক পা এগোয়। তারপর পিছন ফিরে পূর্বোক্ত সরু পথ দিয়ে দৌড়তে থাকে। ক্যামেরা অনুসরণ করছে।

পল (অদৃশ্য) : মাদলেইন! (৮)

১৪৯. পর্দায় সেই ঘরটি দেখা যাচ্ছে। সূর্যালোকিত। পূর্বোক্ত নারী ও পুরুষটি দাঁড়িয়ে। মেয়েটি খালি পা।

পল (অদৃশ্য) : মাদলেইন!

(পর্দায় মেয়েটি শোওয়ার ঘর থেকে খাওয়ার ঘরে যায়। লোকটি সিগারেট সহ তাকে অনুসরণ করে। মহিলা ঘরের মাঝখানে যায়। লোকটি সিগারেট ধরায়।)

পল (আরোপিত স্বর) : আমি লক্ষ্য করেছি যে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আমাদের চিন্তা, যা কিছুই না......।

(পর্দায় লোকটি ধোঁয়া ছাড়ছে। এবং তাকিয়ে আছে ঘৃণাভরা চোখে)

পল (আরোপিত স্বর) : ......কিন্তু পারি না আবেগ, যা সবকিছু।
মাদলেইন (অবশ্য) : ই—স-স,-স—স।

(পর্দায় মেয়েটিকে অনমনীয় মনে হয়। লোকটি ঘরের অন্যদিকে চলে যায় ফ্রেম ছেড়ে। আরেকটা আওয়াজ হয়। আবার লোকটিকে দেখা যায়। সে শোওয়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।)

পল (অদৃশ্য) : ঠিক আছে, কি হল তারপর ?

কাথরিন (অদৃশ্য) : মানে এটা একটা অপরিচিত শহরে একটি নারী ও একটি পুরুষকে নিয়ে। তারপর ইয়ে তারা ....।

(পর্দায় মেয়েটিকে লোকটির দিকে পিছন ফিরে পোষাক খুলতে দেখা যায়। লোকটি টাই আলগা করছে। মেয়েটির পোশাক খোলা হয়ে গেল। সে দু হাতে জামা কাপড় নিয়ে লোকটির পাশে গেলে লোকটি সজোরে সেগুলো একটা সোফায় ছুঁড়ে ফেলে। মেয়েটি এবার ফ্যাশন মডেলের মতন করে ঘুরছে।)

পল (অদৃশ্য) : চল, যাই। এ একেবারে যা তা।

কাথরিন (অদৃশ্য) : ইস, না, না। আমি দেখতে চাই। (৭৩)

১৫০. ক্লোজ-আপে কাথরিন। মুঠিতে চিবুকের ভর রেখে মনোযোগ সহ দেখছে।

এলিজাবেথ (অদৃশ্য) : চল, যাই। যৌনতা আমার বিরক্তিকর লাগে।

কাথরিন (ভুরু তুলে একবার সখীর দিকে তাকিয়ে) : অন্যের মুখের ঝাল খাস না।

কাথরিন (অদৃশ্য) : ইস, না, না। আমি দেখতে চাই। (৭৩)

(ক্যামেরা বাঁ দিকে প্যান করলে দেখা যায় এলিজাবেথ লুব্ধ চোখে পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে। কাথরিন সকৌতুকে আর একবার তাকায় তার দিকে। এলিজাবেথ এমনভাবে একবার কাথরিনের দিকে, একবার মাদলেইনের দিকে তাকায় যেন কিছু বলবে। ক্যামেরা প্যান করে মাদলেইনের ক্লোজ-আপ নেয়।)

এলিজাবেথ (অদৃশ্য) : চল যাই, সেই একঘেয়ে।

(এলিজাবেথ কনুই দিয়ে মাদলেইনকে খোঁচায়।)

পল (অদৃশ্য) : তুমি থাকবে ?

(ক্যামেরা এখন পলকেও ধরছে।)

মাদলেইন (অদৃশ্য) : হ্যাঁ, আমি থাকছি।

(পল পর্দায় তাকায়। সেখান থেকে নারীকণ্ঠের গোঙানি আসছে।) (২৯)

১৫১. ক্লোজ-আপে লোকটির দর্পনে প্রতিফলিত মুখ!

মহিলা (অদৃশ্য) : নাঃ। (৭)

১৫২. ক্লোজ-আপ। মাদলেইন অলসভাবে চুল নিয়ে খেলা করতে করতে ছবি দেখছে। একবার মাঝে কাথরিনের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসে। (৮)

১৫৩. পর্দায় চুম্বন দৃশ্য।

পল (আরোপিত স্বর) : আমরা প্রায়ই সিনেমা দেখতে গেছি।

১৫৪ ক্লোজ-আপে। ঠোঁটে আঙুল কাথরিন।

পল (আরোপিত স্বর) : আলো জ্বলে উঠেছে আর কেঁপে উঠেছি আমরা...।

(কাথরিন একবার ডানদিকে তাকিয়ে হেসে ছবিতে মনোনিবেশ করে। একটা বিকৃত শব্দ।)

মহিলা (অদৃশ্য, বেদনার্তস্বরে) : না :

পল (আরোপিত স্বর) : তবু অধিকাংশ সময়েই, মাদলেইন আর আমি...। (১১)

১৫৫. ছবির লোকটি বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। সে তার ডান হাত প্রসারিত করে। ক্যামেরা সরে এসে মহিলার ক্লোজ-আপ নেয়। মহিলা নতজানু হয়ে বসে আছে। লোকটি তার হাত দিয়ে মেয়েটির মাথা আঁকড়ে আছে। মেয়েটি ঠোঁট সামান্য ফাঁক করা।

পল (আরোপিত স্বর : ......হতাশ হয়েছি। (২২)

১৫৬. ক্লোজ আপ। পল চোখ বুজে আছে।

পল (আরোপিত স্বর) : ছবিগুলো পুরোন, কাঁপছিল। (সে তার চোখ খোলে এবং মেরিলিন মনরোও দারুণ বুড়িয়ে গেছে। আমরা বিষণ্ন হই। (সে একবার বাঁদিকে তাকায়) এ ছবি আমাদের রক্তে ছিল না। এ সেই ছবি নয় যাকে আমাদের প্রত্যেকে অন্তর্গত ভাবে বহন করে চলেছে...... (সে চোখ বোজে) সেই ছবি নয় যা আমরা নির্মাণ করতে চেয়েছি, অথবা, আরও অধিকতর ভাবে যার মধ্যে বাঁচতে চেয়েছি।[১৯] (২৪)

১৯ বার্গমানের সাইলেন্সকে বিদ্রূপ করেছেন কিনা, সে বিতর্কে প্রবেশ না করেও আমার যে বিষয় আরও গুরুত্বের মনে হয় তা হল একাদশ অধ্যায়ে চলচ্চিত্র সমালোচক গোদার চলচ্চিত্রস্রষ্টা গোদারকে ছাপিয়ে উঠেছেন। তিনি সমালোচনা করতে চাইছেন কমার্স ও করাপসন ; সেই অর্থে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রকে। (অনুবাদক)

১৫৭. একটি লিপিচিত্র

১২

একবার গুলির আওয়াজ। (৩)

১৫৮. মিডিয়াম ক্লোজ-আপে কাথরিন রান্নাঘরে একটা রেফ্রিজারেটরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। তার পরনে ঘরে কাজ করবার জামা। সে হাসতে হাসতে অপেল খাচ্ছে। রেফ্রিজারেটরটির ওপরে কয়েকটা কলা।

রবের (অদৃশ্য) : ভালো আছো ?

কাথরিন (শ্রাগ করে) : এত কথা বলতে তোমার কষ্ট হয়না ?

রবের (অদৃশ্য) : জানো তো, সরকার মজুরদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে।

কাথরিন : তাই নাকি ?

রবের (অদৃশ্য) : ওরা ভয় পেয়ে গেছে, তাই আমাদের চেপে দিতে চায়।

কাথরিন : চেপে দিতে চায় ?

রবের (অদৃশ্য) : হ্যাঁ, অর্থনৈতিক সমস্যা দিয়ে। তোমাকে গুছিয়ে কিছু বোঝান খুব কঠিন যে তুমি কি চাও, যদি টাকাকড়ির সমস্যা তোমার না থেকে থাকে।

(কাথরিন শ্রাগ করে।) (২৭)

১৫৯. ক্লোজ-আপে রবের। তার পরনে শার্ট ও বর্ষাতি। তার মাথার ওপরে একটা তোয়ালে ঝুলছে। ট্রাফিকের আওয়াজ আসে।

কাথরিন (অদৃশ্য : ও, তুমি সেদিন কি বলবার চেষ্টা করছিলে ?

রবের : তুমি আমার বদলে পলের প্রেমে পড়েছ কেন ?

কাথরিন (অদৃশ্য)। কিন্তু আমি তো পলের প্রেমে পড়িনি। আমি না, মাদলেইন।

(রবের সিগারেট মুখে দেয়। না টেনেই আবার হাতে নেয়। তার মুখে মৃদু হাসি।) (১২)

১৬০. ক্লোজ-আপ। সন্দিগ্ধ চোখে কাথরিন।

রবের (অদৃশ্য): ইস, তাই তো, তাই তো, কিন্তু কেন ?

কাথরিন: আমি এ নিয়ে কথা বলতে চাই না (সে হাতের আপেলের দিকে তাকায়।) আমি এ নিয়ে কথা বলতে চাই না। (চোখ তোলে ও আপেলে কামড় দেয়।)

রবের (অদৃশ্য): কেন ?

কাথরিন (শ্রাগ করে): কারণ, কারণ, কারণ, এতে তোমার মাথা-ঘামাবার দরকার নেই। (স্তব্ধতা)

রবের (অদৃশ্য): তুমি ছেলেদের সঙ্গে বেড়ান পছন্দ কর না ?

কাথরিন করি, কিন্তু নির্ভর করে ছেলেটি কে তার ওপরে।

রবের (অদৃশ্য) এখন কি তুমি কারুর সঙ্গে বেরোবে ?

(দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে কাথরিন হাসতে থাকে ও আপেল খায় এক টুকরো।)

কাথরিন: তোমার মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। (৩৩)

১৬১ ধূমউদগীরণরত রবের। ক্লোজ-আপ।

কাথরিন (অদৃশ্য): তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও আজ রাতে ?

রবের: সিনেমায়।

কাথরিন (অদৃশ্য): না, না। (স্তব্ধতা) তুমি কি প্রায়ই মেয়েদের সঙ্গে সিনেমায় যাও ?

রবের (হাসিমুখে): হ্যাঁ ওটা মাঝে মাঝেই ঘটে।

কাথরিন (অদৃশ্য): ও, কি ধরনের মেয়ে তোমার ভাল লাগে ?

রবের (অদৃশ্য): যেসব মেয়ে তোমার চাইতে একটু আলাদা। (২২)

১৬২. কাথরিন আপেল খাচ্ছে। ক্লোজ-আপ।

রবের (অদৃশ্য): যে ছেলেটাকে নিয়ে তুমি বেরোবে, সে কি পছন্দ করে ?

কাথরিন: হুম। আমি তো ঠিক এক্ষুনি কোন ছেলের সঙ্গে বেরোচ্ছিনা।

(মৃদু আবহ সঙ্গীত শুরু হয়।)

রবের (অদৃশ্য): তাহলে তুমি যার তার সঙ্গেই রাত কাটাতে পার ?

কাথরিন: কিন্তু আমি যার তার সঙ্গে রাত কাটাই না।

রবের (অদৃশ্য) : কিন্তু সে কথাই তো বললে এইমাত্র।

কাথরীন (হাসছে) : এ মা, না, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। না আমি বলেছি এক্ষুনি কোন ছেলের সঙ্গে বেরোচ্ছি না। কিন্তু বেড়াতে যাওয়া আর রাত কাটানোর মধ্যে একটা তফাৎ আছে—না ?

রবের (অদৃশ্য) : গণতন্ত্র সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে ?

কাথরিন : না, তেমন কিছু নেই।

রবের (অদৃশ্য) : তুমি কি .....। (স্তব্ধতা)

কাথরিন : কি বলছ ?

রবের (অদৃশ্য) : আমার জানলে ভালো লাগবে যে তুমি কি তোমার চারপাশ জুড়ে যেসব ঘটনা ঘটছে তা নিয়ে খোঁজ খবর রাখো।

কাথরিন : হ্যাঁ, অবশ্যই তবু নির্ভর করে ; বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। রাজনীতি, ইস একদম ভাল্লাগে না আমার, কিন্তু পৃথিবীতে আরও জিনিষ আছে, তাতে উৎসাহ আছে আমার।

রবের (অদৃশ্য) : মানে ?

কাথরিন : ইয়ে, ঠিক বোঝাতে পারব না। কিছু মনে পড়ছে না, কিন্তু অনেক জিনিষ আছে যেগুলো, ধরা যাক্, আমার ভালো লাগে।

রবের (অদৃশ্য) : মানে ? মানে ?

কাথরিন : কিন্তু আমি পারব না, ইয়ে, নির্ভর করে। আমি খবরের কাগজ পড়ি ; ভালো লাগে। যদি কোন প্রবন্ধ আমার ভালো লাগে, আমি পড়ি। কিন্তু কিছু জিনিষ আছে আমি এড়িয়ে যাই।

(আবহ সঙ্গীত শেষ হয়।)

রবের (অদৃশ্য) : যা তোমার ভালো লাগে না তা নিয়ে তুমি আদৌ চিন্তিত নও।

কাথরিন (হেসে) : ঠিক ধরেছো।

রবের (অদৃশ্য) : তুমি কেন আমার কাছে নিজের সম্বন্ধে বলতে চাও না ?

কাথরিন : ভালো, এ জন্য, এ জন্য যে তার কোন মানে নেই। এটা তো...... এটা তো তোমার ভাবার জিনিষ নয়। আমি বুঝতে পারি না যদি আমি তোমার সম্বন্ধে কথা বলি, মানে,আমার সম্বন্ধে... . সেটা...সেটা কোথায় শেষ হবে। আমাকে নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। (সে হাসে) (৯৮)

১৬৩. ক্লোজ-আপে রবের।

কাথরিন (অদৃশ্য): তুমি নোংরা মেয়েদের সঙ্গে প্রায়ই বেড়াও, না?

রবের (ছাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে): মাঝে মাঝে।

কাথরিন (অদৃশ্য) যখন তোমার হাতে কোন মেয়ে থাকে না, তখন?

রবের (ছাদের দিকে তাকিয়ে): না, ঠিক তা নয়. কারণ .....আমি জানি না, আমি......আমি বেশ্যাদের মোটামুটি ভাবে পছন্দ করি, অনেক... (সে সিগারেটের ছাই ঝাড়ে) . ... কিছুর জন্য····· অনেক কিছুর জন্য। (সে উদারভাবে হাসতে থাকে।)

কাথরিন (অদৃশ্য): কত দাম দিতে হয় তোমায়?

রবের: ও, দাম, তা নিয়ে আমি কিছু জানি না ... । (২৩)

১৬৪. কাথরিন আপেল খাচ্ছে। ক্লোজ-আপ।

রবের (অদৃশ্য): ..... আমি কখনো দাম দিই নি।

(আবহ সঙ্গীত আবার শুরু হয়। কাথরিন হাতের আপেলের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে।)

কাথরিন: ইয়ে..... তোমার সঙ্গে বেরোন······আমার মনে হয় না...।

রবের (অদৃশ্য): তোমার বরং পলের সঙ্গে বেড়াতে ভালো লাগে?

কাথরিন: কিন্তু আমি পলের সঙ্গে বেড়াই না।

রবের (অদৃশ্য): সেদিন তুমি ওর দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়েছিলে।

(কাথরিন রহস্যময় ভাবে চোখ বড় করে রবেরকে দেখে।)

রবের (অদৃশ্য): আমি নিশ্চিত যে তুমি ওর প্রেমে পড়েছ।

কাথরিন: ওঃ, আর বলবে না, আর ওইসব বলবে না। আমি বলেছি তোমাকে, না।

রবের: ঠিক এখন কি তুমি কাউকে ভালবাসছ?

কাথরিন (হেসে): না, কেন? (রবেরের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।)

রবের (অদৃশ্য): সত্যি বলছ? ঠকাচ্ছ না?

কাথরিন: না। (৩৮)

১৬৫. ক্লোজ-আপে রবের।

কাথরিন (অদৃশ্য): তোমার কি মনে হয় মাদলেইনের চাইতে আমার চেহারা ভালো?

রবের (হেসে) ঃ না, শরীরিক ভাবে মাদলেইন তোমার তুলনায় ভালো।

কাথরিন (অদৃশ্য) ঃ এই, মাদলেইন আমায় বলছিল যে ও তোমাকে ওর বুক দেখিয়েছে। সত্যি ?

রবের (হেসে মাথা নেড়ে) ঃ না, আমার তো মনে পড়ছে না।

কাথরিন (অদৃশ্য) ঃ ও ···· তাহলে সত্যি নয়।

রবের ঃ হ্যাঁ, তাই (সে সিগারেট ধরা আঙুল দিয়ে ঠোঁট চুলকোয়।)

কাথরিন (অদৃশ্য) ঃ ও আমাকে বলেছিল পলকেও নাকি দেখিয়েছে। সত্যি ? (২৯)

১৬৬. কাথরিন আপেলে দাঁত বসিয়েছে। ক্লোজ-আপ।

রবের (অদৃশ্য) ঃ পলের সম্পর্কে কথাবার্তা তোমার পছন্দ ?

কাথরিন (বিরক্তভাবে) ঃ আমি তোমাকে বলেছি না ; নাছোড়বান্দার মত করবে না। (দীর্ঘ স্তব্ধতা)

রবের (অদৃশ্য) ঃ ছেলেদের সঙ্গে বেড়ান তোমার ভালো লাগে না ?

কাথরিন ঃ ভালো লাগবে না কেন, কিন্তু ছেলেটা কে তার উপর নির্ভর করে।

রবের (অদৃশ্য) ঃ কোন্ ধরণের ছেলেদের তুমি পছন্দ কর ?

কাথরিন (হেসে শ্রাগ করে) ঃ মানে, কোন·········কোন নির্দিষ্ট কিছু নেই। (আপেলের দিকে তাকিয়ে) এই মাত্র মনে হচ্ছে কথাটা।

রবের (অদৃশ্য) ঃ জনি হ্যালিডে ?

কাথরিন ঃ ইস, না।

রবের (অদৃশ্য) ঃ জেনারেল দ্য গল।

কাথরিন (ছাদের দিকে তাকিয়ে হেসে) ঃ না, হল না।

রবের (অদৃশ্য) ঃ কে তাহলে ?

কাথরিন (ছাদের দিকে তাকায়। তারপর রবেরকে দেখে) ঃ উউউম।

রবের (অদৃশ্য) ঃ মার্কিন অভিনেতারা ? (৩৮)

১৬৭. ধূমপানরত রবের। ক্লোজ-আপ।

কাথরিন (অদৃশ্য) ঃ পল তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার আগেই······ ইয়ে······আমার মনে হয় তোমাকে দেখেছিলাম একবার মোঁপারনাসে, একটা রেস্তেরাঁয়······।

রবের ঃ সম্ভব। আমি তো প্রায়ই মোঁপারনাসে যাই (সে অল্প হাসে।)

কাথরিন (অদৃশ্য) ঃ কি কর ওখানে ?

রবের (ছাদের দিকে তাকিয়ে) ঃ আমাদের বন্ধুরা আসে, আড্ডা মারি, পিনবল মেসিনে খেলি। (সে হাসে) (৫৮)

১৬৮. কাথরিন আপেল খেতে খেতে হাসছে। ক্লোজ-আপ।

রবের (অদৃশ্য) ঃ তুমি নিজের সম্বন্ধে কথা বলা পছন্দ কর না ?

কাথরিন ঃ না।

রবের (অদৃশ্য) ঃ কেন ?

কাথরিন (আপেলের দিকে তাকিয়ে ও ভুরু কুঁচকে ঃ ঠিক আছে, তা নিয়ে...তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই।

(সে একটুকরো আপেল খায় ও রবেরের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

রবের (অদৃশ্য) ঃ না, তুমি তো ঘামাবে।

কাথরিন (তর্জনী নির্দেশ করে) ঃ হ্যাঁ, ঘামাব. কিন্তু তুমি ঘামাবে না।

রবের (অদৃশ্য) ঃ তাহলে তুমি নিজেকে নিয়ে কথা বলতে চাও না কেন ?

কাথরিন ঃ হ্যাঁ, তার কারণ আমি তোমার সঙ্গে জড়িত নই, এটা তোমাকে ভাবিত করে না।

রবের (অদৃশ্য) ঃ তবু আমার ভালো লাগত জানলে যে তুমি কি ভাব, যেহেতু তোমাকে আমি ভালোবাসি।

কাথরিন (বিস্মিত) ঃ আরে। (হেসে আপেলের দিকে তাকায়) তো, আমরা বরং ভাবতে পারি যে এটা হয়ত উভয়তঃ নয়, তাহলে এটা শুধুই স্বার্থপরতা।

রবের (অদৃশ্য) : তুমি কি ছেলেদের সঙ্গে শোও ?

কাথরিন ঃ না, কেন ?

রবের (অদৃশ্য) ঃ কখনো না ?

কাথরিন (হেসে) ঃ তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই তা নিয়ে।

রবের (অদৃশ্য) ঃ জীবনে তুমি কখনও সঙ্গম কর নি ?

কাথরিন (হেসে ঃ বললাম তো, তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

(সে শ্রাগ করে। স্তব্ধতা। আবহসঙ্গীত শেষ হয়।) (৫৯)

১৬৯. একটি বড় দোকানের জুয়েলারী অংশ। বিভিন্ন মহিলা।

কাথরিন (অদৃশ্য) ঃ ওই কাগজটা কি ?

রবের (অদৃশ্য) ঃ এটাই আমাকে আজ রাতে পার্টি মিটিং-এ পড়তে হবে। ৫)

১৭০. দেওয়ালের থেকে একটু তফাতে রান্নাঘরে কাথরিন দাঁড়িয়ে আছে। ক্লোজ-আপ। কাথরিন রবেরের দিকে এগিয়ে আসে।

কাথরিন : পত্রিকাটা কি বিষয়ে ?

(রবেরের হাতে একটা ছোট পত্রিকা। কাথরিন পেছন ফিরে বেসিনের কল খোলে।)

রবের : বিপ্লব প্রসঙ্গে। (জল পড়ার শব্দ। রবের ছাই মেঝেতে ঝেড়ে সিগারেটে টান দেয়।)

কাথরিন : আচ্ছা একজন দক্ষ শ্রমিক সম্পর্কে এরকম বলা হয় কেন যে ইনি একজন দক্ষ শ্রমিক যখন একজন সরকারী চাকুরে বা অভিনেতা সম্পর্কে একথা বলা হয় না ?

রবের : যা বলেছো, বুঝিয়ে দিচ্ছি। দক্ষ শ্রমিকদের কতগুলো ভাগ আছে। (কাথরিন কল বন্ধ করে।) তিনটে শ্রেণী আছে। আমি তৃতীয়টায় পড়ি যার মানে আমি একথা পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম।

কাথরিন (রবেরের দিকে মাথা হেলিয়ে) : পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব কি ? (রবেরকে পুরো দেখা যাচ্ছে। সে সিগারেটে টান দিয়ে হাতের কাগজ থেকে পড়তে শুরু করে।)

রবের : "ধরুন (কাথরিন ডিশ ধুতে শুরু করে) কোন যন্ত্রের জটীল অংশের কথা। আমাদের কাঁচামাল ও ব্লুপ্রিণ্ট দেওয়া (সে ফ্রেম থেকে চলে যায়) যার থেকে নির্মাণের পর বস্তুটি কেমন হওয়া উচিত বোঝা যাচ্ছে !"

(কাথরিন বেসিন থেকে মুখ তুলে রবেরকে দেখে।)

রবের : "এক মুহূর্তেও নষ্ট করা চলবে না। যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে কাজ শেষ করতে হবে, সুতরাং চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির অসামান্য সূক্ষ্মতা প্রয়োজনীয়। দেখা মাত্রই কাউকে বুঝে ফেলতে হবে সে কি পন্থায় কাজটা শুরু করবে ···(সে ফ্রেমে প্রবেশ করে) ··ও বাকি কাজ গুলোতে কিভাবে এগোবে। পরম্পরাক্রমে আপনার মনের মধ্যে কাজগুলো, এমনকি, শেষ হবে... (সে কাথরিনের মাথায় হাত রাখে) আপনি বাস্তব কাজ শুরু করবারও আগে। কাজে মনোযোগ দিন। তাকে আয়ত্ত করুন (কাথরিন প্লেট ধুয়ে সাজিয়ে রাখছে) এবং আপনি তো ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন কি কৌশল আপনি অবলম্বন করতে যাচ্ছেন যা আপনাকে সঠিক সমাপ্তিতে পৌঁছে দেবে।"

(রবের সিগারেট টানে। কাথরিন তার হাত থেকে কাগজটা টেনে নেয় ও বেসিনের গায়ে হেলান দিয়ে পড়তে থাকে। রবেরকে দেখা যাচ্ছে না।)

কাথরিন : "আর যখন আপনি কাজে নেমে পড়েছেন, আন্দোলন করছেন, আপনার মন সক্রিয় এবং আপনি আগেই জানেন পরমুহূর্তে কি ঘটবে। এর মাধ্যই আপনার জানা হয়ে গেছে পরবর্তী স্তর ও অস্ত্রসমূহ। একেই বলা হয় বিপ্লব এবং এটা কথার ফুলঝুরি নয়, কিন্তু বিপ্লবী মানসিকতার প্রশ্ন।"[২০] ও তা হলে, এই তো ব্যাপার।

(রবের তার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নেয়।)

রবের : হ্যাঁ, এই তো ব্যাপার।

(কাথরিন কাগজটা দিয়ে দেবার পর, ডিশ মুছতে শুরু করে তোয়ালে দিয়ে।) (৮৬)

১৭১

ক. একটি চিত্রলিপি

এই চলচিত্রটিকে

বলা যেতে

পারত

একটা গুলির আওয়াজ। (৩)

খ. একটি লিপিচিত্র

মার্কস

কোকোকোলার

সন্তান

একটা গুলির আওয়াজ। (৩)

গ. একটি লিপিচিত্র

বুঝবে

যারা

একটা গুলির আওয়াজ। (৩)

২০ এটা স্পষ্টতই বিপ্লবী কর্মতৎপরতা সম্পর্কে লেনিনীয় রণকৌশল—অনুবাদক।

১৩

১৭২. বর্ষাতি গায়ে একজন লোক হেঁটে যাচ্ছে। সিনেমোঁদ নামে একটা পত্রিকা দিয়ে মুখটা আড়াল করা। তার পাশে একটা কংক্রিটের দেওয়াল। লোকটি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর অল্পসময় শুধু দেওয়ালটা দেখা যায়। তারপর পল ও কাথরিনকে উল্টোদিক থেকে সোজা ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। দুজনেরই পরনে কোট; পকেটে হাত।

জনৈক ব্যক্তি (অদৃশ্য): এই যে, একটু দাঁড়ান।

(তারা থামে। লোকটি তাদের কাছে আসে।)

ব্যক্তি: দেশলাই হবে?

পল: হ্যাঁ।

(পল পকেট থেকে দেশলাই বার করে দেয়। লোকটি চলে যায়।)

পল: এই যে আমার দেশলাইটা!

ব্যক্তি: শান্ত হোন!

(পল বিমূঢ়ভাবে কাথরিনকে দেখে। তারপর লোকটির গমন পথ লক্ষ্য করে।) (২১)

১৭৩. নই অঞ্চলের একটি রাস্তা। একটি অপেক্ষামান গাড়ীতে একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন। লোকটি রাস্তা পার হয়ে গাড়ীর দরজা খোলে। একটা পেট্রলের টিন বার করে। দরজা বন্ধ করে চালকের জানালায় ঝুঁকে পড়ে।

ব্যক্তি: বাচ্চাদের চুমু দাও

পল (অদৃশ্য): আমার দেশলাইটা।

(লোকটি যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে চলে যায়। মহিলা গাড়ীতে স্টার্ট দেন। একটা ট্রাক চলে যায়।) (১৪)

১৭৪. পল ও কাথরিন। কাথরিন পলের দিকে প্রশ্নময় চোখ রাখে। পল লোকটির দিকে চেয়ে হাত নাড়ে।

পল: কি হল, আমার দেশলাইটা?

ব্যক্তি (অদৃশ্য): এই হতভাগা খৃষ্টকে যেতে দাও।

(লোকটি তাদের সামনে দিয়ে চলে যায়। কাথরিনও যেতে উদ্যত। পল তাকে থামায়।)

কাথরিন : চলে এস না বাবা।

পল : না, আমি দেখতে চাই ও কি করে।

(পল দৌড়ে লোকটিকে অনুসরণ করে। কাথরিন দেওয়ালের গায়ে বিমর্ষ মুখে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।)

পল (অদৃশ্য) : গান্ডু কি আর গাছে ফলে! (পল দৌড়তে দৌড়তে এসে কাথরিনের কাঁধে হাত রাখে) উঠোনে দাঁড়িয়ে নিজের গায়ে গ্যাসোলিন ঢেলে দিল, তারপর আগুন জ্বালিয়ে দিল!

কাথরিন : ধুত্তর, এটা সত্যি নয়, সম্ভব নয়। তা হলে আর্তনাদ করত। আমি কিছু শুনি নি। তোমার সব সময় গপ্পো বানানো চাই।

পল : ঠিক তাই। ঠোঁটে আঠা দেওয়া ফিতে আটকানো ছিল।

কাথরিন : মার্কিন হাসপাতালটার সামনে কেন করল এটা?

(একটা গাড়ীর হর্ণ বাজছে। ৩৬নং শটের মতো।)

পল : একটা কাগজের টুকরো পড়ে আছে। (সে হাত তুলে দেখায়।) যদি বিশ্বাস না হয় আমাকে, যাও না গিয়ে দেখে এস। (সে কাথরিনকে ডানদিকে মৃদু ঠেলা দেয়। পল পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাথরিন দেখে ফিরে আসে।)

পল : ঠিক বলেছি তো, কি লেখা আছে?

(কাথরিন মাটির দিকে তাকিয়ে আছে।) (৫২)

১৭৫. একটি নির্মীয়মাণ বাড়ী। দুজন মজুর। তাদের একজন ঝাড় দিয়ে মেঝে থেকে জল পরিষ্কার করছে।

কাথরিন (অদৃশ্য) : "ভিয়েতনামে শান্তি চাই।" ও মারা গেছে।

(মজুর দু'জন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ট্রাফিকের জোরাল আওয়াজ।)

পল (অদৃশ্য) : ইস, বা-ন চো-ত! (৫)

১৪

১৭৬ বর্ষণস্নাত একটি প্রশস্ত ফুটপাথ। (৬)

১৭৭. দু পাশে দোকান আছে এমন একটি স্বল্পালোকিত পথ দিয়ে পল ও কাথরিন আসছে। পাশের দেওয়ালে সিলভি, আল্যাঁ বারিয়ের প্রমুখ গায়কদের ছবি সম্বলিত পোস্টার। তাদের পদধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে।

পল (প্রতিধ্বনিত স্বর) ঃ একজন লোককে খুন কর, তুমি একটা খুনী। তুমি হাজার হাজার লোককে খুন কর, তুমি জয়ী। তুমি মানবজাতিকে ধ্বংস কর, তুমি ঈশ্বর।[২১]

কাথরিন ঃ আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নই।

পল ঃ পরে ভাবা যাবে।

(তারা একটা বড় উঠোনে এসে পড়ে। সামনে একটা অফিস বাড়ীর প্রবেশ পথ। কয়েকটা গাড়ী থেমে আছে। কাথরিন হঠাৎ এক পা এগিয়ে গিয়ে পলের মুখোমুখি দাঁড়ায়।)

কাথরিন ঃ তুমি কি সত্যিই মাদলেইনকে ভালোবাস, পল ?

(পল কাথরিনের কাঁধে স্পর্শ করে তাকে বাড়ীর ভেতরে যাওয়ার ইঙ্গিত করে।)

পল (অধৈর্যভাবে) ঃ আঃ, থামো কাথরিন, আর পুরোন কাসুন্দি ঘেঁটো না।

("রেকর্ডিং সেণ্টার, স্টুডিও বি" লেখা একটা দরজার মধ্য দিয়ে দুজনে বাড়ীর ভেতর ঢুকে যায়।)

মাদলেইন (অদৃশ্য) ঃ না, না, এটা "আগে তুমি নাম বল।" (৪০)

১৭৮. গান রেকর্ড করবার জায়গা। দাড়ীওয়ালা একজন বাদক। কোণে একজন ভদ্রমহিলা কোলে একটা লেখার প্যাড নিয়ে বসে আছেন। দরজা খুলে কাথরিন ঢুকলে মহিলা ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে বারণ করেন। কাথরিনের পিছনে পল। মাদলেইনের গলা শোনা যায়।

মাদলেইন (গাইছে) ঃ

আগে তুমি নাম বল
আমিও বলব তোমাকে……

২১। মনে পড়ে মঁসিয়ো ভের্দুর স্রষ্টাকে ঃ 'One murder makes a villain, millions a hero ; numbers sanctify '' (অনুবাদক)

(কাথরিন কোণে দাঁড়িয়ে আছে ; পল একটু এগিয়ে যায়। ক্যামেরা প্যান করলে বিপুলাকৃতি নিগ্রো সংগীত নির্দেশককে দেখা যায়। ভদ্রলোকের পরনে কালো স্যুট, সাদা টাই, কালো চশমা। বুক পকেটে একটা রুমাল আছে।)

মাদলেইন (গাইছে) :

চল দূরে কোথাও চলে যাই
সেখানে অনেক কথা বলব……

মাদলেইনকে একটা বড় জানলার ভেতর দিয়ে স্টুডিওর মধ্যে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গাইতে দেখা যায়।)

মাদলেইন গাইছে) :

কাউকে আমি জানাতে চাই না
তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার……

(পল আরও এগিয়ে এসেছে।)

মাদলেইন (গাইছে) :

চাই না আমি ওরা বলুক……

(পল এবার দৌড়ে জানলায় ঝুঁকে হাত নাড়ে।)

মাদলেইন (গাইছে) :

…তুমি চুমু খেয়েছ আমাকে।

(নির্দেশক পলকে দেখতে পান। বিরক্ত ভদ্রলোকের ঠোঁটে আঙুল। বাজনা থেমে যায়।)

মাদলেইন : এখানে আমার সামনে এসে করছটা কি ? দূরে থাকলে চলত না ?

(সে হাত নাড়িয়ে পলকে চলে যেতে বলে।)

(পল এমনভাবে কপালে হাত রাখে যেন লেগেছে। নির্দেশকের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে ক্ষমা চায়। তারপর দরজার যেখানে কাথরিন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে যায়।)

মহিলা সহকারী (অদৃশ্য) : তোমার "ত" গুলো লক্ষ্য কর, মাদলেইন।

(ক্যামেরা অল্প প্যান করে সহকারীকে দেখিয়ে পূর্বাবস্থানে ফিরে যায়।)

মাদলেইন (অদৃশ্য) : বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি নিজের গলা তো প্রায় শুনতেই পাচ্ছি না। এত প্রতিধ্বনি।

নির্দেশক : যাক্, মাদলেইন, আমার ব্যাটনটা লক্ষ্য কর, বুঝলে।

মাদলেইন (ইংরিজীতে) : হ্যাঁ, কিন্তু……। (৫১)

১৭৯. মাদলেইনের পার্শ্বদৃশ্য। স্তব্ধতা।

মাদলেইন (ইংরিজীতে) : ……আপনার লম্বা পাউরুটি।

নির্দেশক (অদৃশ্য, ইংরিজীতে) : শোন। আমি চাই তুমি খুব মিষ্টি করে গাইবে, দারুণ মিষ্টি করে এবার। কেমন ?

মাদলেইন (ইংরিজীতে) : হ্যাঁ।

নির্দেশক (অদৃশ্য) : এই তো চাই। এটাই শেষবার।

মাদলেইন : কিন্তু আমি খুব ক্লান্ত। যথেষ্ট হয়েছে।

(বাজনা শুরু হয়। মাদলেইন গাইতে শুরু করে। বাজনা শোনা যাচ্ছে না পল এসে মাদলেইনের সামনে দাঁড়ায়। আবার ফিরে যায়।) (৩৯)

১৮০. রেকর্ডিং বুথ। বাজনা ও মাদলেইনের গানের শেষ লাইনে শোনা যায়। কাথরিন সকৌতুকে নির্দেশদানরত সংগীত পরিচালককে দেখছে। বাজনা থামলে পলের পুনরাবির্ভাব ঘটে।

নির্দেশক (অদৃশ্য) : খুব মন্দ হয় নি মাদলেইন, খুব মন্দ হয় নি।

(পল ফিস ফিস করে কাথরিনকে কিছু বলে।)

নির্দেশক (অদৃশ্য, মহিলা সহকারীকে) : মোটামুটি।

(কাথরিন ফিস ফিস করে পলের কথার উত্তর দেয়। মাদলেইন এসে এঘরে ঢোকে। মহিলা সহকারী এবং নির্দেশককেও দেখা যাচ্ছে।)

মাদলেইন (পলকে : ভালো লাগল তোমাদের ?

কাথরিন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

মাদলেইন (নির্দেশককে) : ভাল হল তো ?

নির্দেশক : খারাপ নয়।

মাদলেইন : একবার শোনা যায় না ?

(প্লে-ব্যাক শুরু হয়। পল মাদলেইনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।)

মাদলেইন : থামিয়ে দিন। আমি বরং আগামীকাল আবার গাইব, এত চড়া গলা আমার পছন্দ হচ্ছে না।

(মাদলেইন মহিলা সহকারী ও নির্দেশকের পেছনে যায় কোট আনতে।)

মহিলা সহকারী : ঠিক আছে, যা বল তুমি।

নির্দেশক : ঠিক আছে। আগামীকাল…আসছে কাল তিনটে নাগাদ…তিনটে।

মাদলেইন (কোট পরতে পরতে) : তিনটে। ঠিক আছে।

মহিলা সহকারী : চমৎকার।

মাদলেইন : কথা রইল। তো, চলি, বিদায়।

(মাদলেইন মহিলা সহকারীর দুই গালে চুম্বন করে।)

মাদলেইন : বিদায় মিনি। বিদায় মিকি।

(নির্দেশক ঝুঁকে মাদলেইনকে চুম্বন করেন।)

মহিলা সহকারী : ভালো হও, কেমন ?

মাদলেইন : হ্যাঁ বিদায়।

নির্দেশক : বিদায়।

কাথরিন : বেতার কেন্দ্র থেকে একজন তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

মাদলেইন : বাঃ, চমৎকার।

(কাথরিন দরজা খুলে দিলে মাদলেইন বেরিয়ে যায়। কাথরিন অনুসরণ করে। পল নির্দেশকের সঙ্গে করমর্দন করে।)

পল : চলি, বিদায়।

নির্দেশক : বিদায়।

(পল বেরিয়ে যায়।) (৬৮)

১৮৯. স্টুডিও বাড়ীর দরজার বাইরে। গাড়ীর শব্দ। জনৈক যুবক টেপ-রেকর্ডার নিয়ে অপেক্ষারত। মাদলেইন দরজা খুলে বাইরে আসে প্রথম।

সাক্ষাৎকারক : মাদলেইন ? মাদলেইন জিমার ?

মাদলেইন : হ্যাঁ।

সাক্ষাৎকারক (মাইকটা মাদলেইনের মুখের সামনে নিয়ে) : এই মাত্র আপনি স্টুডিও থেকে বেরোলেন ?

মাদলেইন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

সাক্ষাৎকারক : ভালো হল আজ ?

মাদলেইন : খুব ভালো।

(পল ও কাথরিন হাঁটতে হাঁটতে ফ্রেম ছেড়ে চলে যায়।)

মাদলেইন : একটু দাঁড়ান, আপনি বেতার থেকে তো ?

সাক্ষাৎকারক : হ্যাঁ।

মাদলেইন : একটু দাঁড়ান, আমি আমরে সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলব।

সাক্ষাৎকারক ঃ ফিরে আসবেন তো আপনি ?

মাদলেইন : হ্যাঁ ।

(মাদলেইন ডানদিকে কয়েক পা হেঁটে পল ও কাথরিনকে ধরে ফেলে ।)

মাদলেইন : পল, গাড়ীটা ।

পল ঃ কোন গাড়ী ?

কাথরিন : থামো, বন্ধু কোথাকার ।

পল ঃ যো হুকুম ।

(মাদলেইন ফিরে আসে । ক্যামেরা পল ও কাথরিনকে ধরে রেখেছে । পল একপাক ঘুরে যায় । দূরে থেকে মাদলেইন ও সাক্ষাৎকারকের অস্পষ্ট গলা শোনা যাচ্ছে ।)

পল ঃ এখন কোত্থেকে গাড়ী পাই ?

কাথরিন : কালই তো বলছিলে তোমার মাথা খুব ঠাণ্ডা । এবার তোমাকে উতরোতে হবেই । (সে হাসছে)

পল (কাথরিনের দিকে তাকিয়ে) ঃ চুপ কর ! (একবার চোখ নামিয়ে, আবার তাকিয়ে ।) আমি একটা ফোন করতে যাচ্ছি ।

(পল চলে যায় । কাথরিন পায়চারি করতে করতে গায়কদের পোষ্টারগুলো দেখে ।)

সাক্ষাৎকারক (অদৃশ্য) : আর এই দ্বিতীয় রেকর্ডটা ? কি...।

মাদলেইন (অদৃশ্য) ঃ দ্বিতীয় রেকর্ডটা হচ্ছে "আগে তুমি নাম বল ।"

(কাথরিন জাঁ ক্লোদ-এর পোষ্টারটা দেখে । তারপর মাদলেইনের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় ।)

সাক্ষাৎকারক ঃ আপনার প্রিয় গায়ক কারা ?

মাদলেইন ঃ হ্যাঁ, বিট্‌লদের আমার খুব ভালো লাগে,, আর উচ্চাঙ্গ সংগীতে, জোহান সেবাস্তিয়ান বাখ ।

সাক্ষাৎকারক ঃ জোহান সেবাস্তিয়ান বাখ...নিঃসন্দেহে খুবই ধ্রুপদী, কিন্তু আপনি যে ধরনের গান করেন তার সঙ্গে খাপ খায় না ।

মাদলেইন (চুল নিয়ে খেলা করতে করতে) ঃ হ্যাঁ কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না ।

সাক্ষাৎকারক ঃ আপনার তাই মনে হয় ?

মাদলেইন : হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়।

সাক্ষাৎকারক : আপনার কোন নির্দ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে।

(কাথরিন আকাশের দিকে তাকায়। মাদলেইন তার চুল স্পর্শ করে।)

মাদলেইন : ভালো, নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা উঠলে, আমি প্রায় কখনোই প্রসাধন ব্যবহার করি না। আর তারপরে ধরুন, ধরুন, পোষাকের ব্যাপারে, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমি পরি . (সে একবার নিজের পোষাকের দিকে তাকায় ; হাত এখনও পকেটে। তারপর কোটের শেষ বোতামটা খুলে ফেলে। ফলে স্কার্টটা দেখা যয়ে। একটা গুলির আওয়াজ হয়। কেউ নজর দেয়না।) আমি পরি হিল ছাড়া জুতো, আর একটা ঘাগরা।

সাক্ষাৎকারক : তারুণ্যমণ্ডিত।

মাদলেইন (হেসে) : ঠিক ধরেছেন।

সাক্ষাৎকারক : আপনার ভালো লাগে ওরকম ?

মাদলেইন : হ্যাঁ, খুউব।

সাক্ষাৎকারক : অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক জায়গায় রাস্তার পাশে বড় বড় বিলবোর্ড আছে, আর সেখানে বিজ্ঞাপনের বদলে লেখা : ' আপনি পেপসি প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত", আপনি আছেন নাকি ?

(কাথরিন কোটের পকেট থেকে হাত বার করে নেয়।)

মাদলেইন (আকাশের দিকে অল্প তাকিয়ে) : ও হ্যাঁ, পেপসি কোলা আমার ভারি পছন্দ। (সে হাসে)

সাক্ষাৎকারক : সত্যি তো ?

মাদলেইন : হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরো সত্যি।

(মাদলেইন হাসিতে ফেটে পড়ে। কাথরিন মৃদু হাসে।)

সাক্ষাৎকারক : ঠিক আছে। আমরা তাহলে তৃতীয় রেকর্ডের সময় আবার দেখা করব।

মাদলেইন : ভালো, আপত্তি নেই।

সাক্ষাৎকারক : বিদায়।

মাদলেইন : বিদায়। (কাথরিনের দিকে ফেরে। ঘড়ি দেখে) এই চল, চল। আমাদের তাড়া আছে।

(সাক্ষাৎকারক চলে যায়। দুই বান্ধবী হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। ক্যামেরা পেছন থেকে তাদের ধরেছে। তারা দৌড়ে পলের কাছে আসে।)

পল : কি ব্যাপার, আপনারা গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করবেন না ?

(দুই বান্ধবী এক পা পিছিয়ে আসে।)

মাদলেইন : কোন গাড়ী ?

পল (দুই হাত ছড়িয়ে) : গাড়ী আর কি ?

মাদলেইন (এক পা এগিয়ে) : চুরি করেছ নাকি ?

পল : তা নয়তো কি।

কাথরিন (হেসে) : তা ভালো, অবাক হতে হয়।

মাদলেইন : তোমার সে সাহস নেই। সেটা পিয়েরো ল্যো ফু[২] আর তার লেফটেনান্টদের পক্ষে মানানসই, তারা তাদের প্রেমিকাদের জন্য গাড়ী চুরি করতে পারে।

পল (কোমরে হাত রেখে) : কি বললে, দ্যাখ আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে ফোন করলাম। (তর্জনী নির্দেশ করে, তুলে ও নামিয়ে সে জোর দেয়।) আমি বললাম, "কি ব্যাপার, জেনারেল দোয়ানেল বলছি। কি ঝামেলা, গাড়ীটা কোথায়! বিরক্ত হওয়ার মতো ঘটনা। প্রায় আধঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি!" (সে অভিবাদন করে) "এক্ষুনি দেখছি, জেনারেল।" তো, এরপরেও জানি না অবশ্য গাড়ীটা আসবে কিনা কেননা গতবার এই একই খেলা খেলেছিলাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে, রবের ছিল...।

মাদলেইন ও কাথরিন হাসতে থাকে। একটা হর্ণ বাজে। তিনজনে শব্দ শুনে তাকায়।)

পল : আরে, এসে গেছে। (১১৩)

১৮২. একটা দামী গাড়ী, উর্দি পরিহিত চালক নেমে দরজা খোলে। মাদলেইন ও কাথরিন তাড়াতাড়ি এসে উঠলে সে অভিবাদন করে। তারপরে পলকে অভিবাদন করে। অতঃপর পেছনের দরজা বন্ধ করে নিজের আসনে গিয়ে বসে। গাড়ী স্টার্ট নেয়। তারা গাইতে শুরু করে।

২. স্ব-কৃত পিয়েরো ল্যো ফু (১৯৬৫) থেকে গোদার উল্লেখ করেছেন।

সকলেঃ "ফরাসী সেনাবাহিনী দীর্ঘজীবী হোক। ফরাসী সেনাবাহিনী দীর্ঘজীবী হোক......"

(পলের মুষ্টিবদ্ধ হাত জানলার বাইরে।)

সকলে : "ফরাসী সেনাবাহিনী দীর্ঘজীবী হোক।" (২১)

১৮৩. জনবহুল চৌরাস্তা। অজস্র পদাতিক ও কয়েকটি গাড়ী। দুজন পুলিশ বর্ষাতি গায়ে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত।

পল (অদৃশ্য) : 'ফরাসী সেনাবাহিনী জিন্দাবাদ।" (৩)

১৮৪. গাড়ী ঘুরে যায়। কয়েকজন পথচারী রাস্তা পার হয়।

পল (আরোপিত স্বর) : জানুয়ারী থেকে মার্চ । (৩)

১৮৫. ওপর থেকে তোলা দৃশ্য। একটি নির্মীয়মাণ ভবন।

পল (আরোপিত স্বর) : আই. এফ. ও পি -র পক্ষ থেকে আমি আমার স্বদেশ বাসীদের প্রশ্ন করে চলেছি। (৩)

১৮৬. জন বারো পুরুষ ও স্ত্রীলোক রাস্তা পার হচ্ছে।

পল (আরোপিত স্বর) : "ভ্যাকুয়াম ক্লিনারগুলোর বিক্রি পড়ে যাচ্ছে কেন?" "আপনি টিউবে চিজ পছন্দ করেন?" (৩)

১৮৭. কাচের দেওয়াল সহ একটি রেস্তোরাঁ। দুজন মধ্যবয়স্কা মহিলা কোণে বসে আছেন। জনৈক বৃদ্ধ চিন্তামগ্ন।

পল (আরোপিত স্বর ঃ "আপনি খুব বেশী পড়েন?" "ক্যাডার বলতে কি বোঝায়?" (২)

১৮৮. কিছু লোক রাস্তা পার হচ্ছে। দেওয়াল ঘড়িতে চারটে বেজে দশ। পুলিশ যানবাহন নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত।

পল (আরোপিত স্বর) : "কবিতা, আপনার ভালো লাগে না?" (৩)

২৮৯. একটি মেট্রোর প্রবেশ পথ।

পল (আরোপিত স্বর) : "এবং শীতকালীন ক্রীড়া?"

(সকলেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে। কেউ উঠছে না।)

পল (আরোপিত স্বর) : "হ্রস্ব স্কার্ট সম্বন্ধে আপনি কি ভাবেন?" (৪)

১৯০. রাস্তার পাশে একটি ব্যাংকবাড়ী। ফুটপাথ দিয়ে দুজন পথচারী একই অভিমুখে হেঁটে যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে জনৈক সাইকেল চালক উল্টো দিকে যাচ্ছে।

পল : "কোন দুর্ঘটনা দেখলে আপনি কি করেন ?" (২)

১৯১. কাফে দ লোপেরার কাছে বৃষ্টি ভেজা জনবহুল ফুটপাত।

পল (আরোপিত স্বর) : "আপনার প্রেমিকা আপনাকে ছেড়ে কোন নিগ্রোর প্রেমে পড়লে আপনার মানসিক বৈকল্য ঘটবে কি ?" "আপনি জানতেন কি ভারতবর্ষে একটা দুর্ভিক্ষ চলছে ?" (৪)

১৯২. শেষ বিকেল। আরেকটি জনবহুল চৌরাস্তা।

পল (আরোপিত স্বর) : "আপনি কি জানেন কমিউনিষ্ট বলতে কি বোঝায় ?" "জন্ম নিরোধের জন্য আপনি কি পিল খাওয়া পছন্দ করেন না যোনির অভ্যন্তরে কোনকিছু প্রবিষ্ট করানোকে শ্রেয় ভাবেন ?" (৫)

১৯৩. রাত্রিবেলা। রাস্তার মোড়ে কিছু পথচারী।

পল (আরোপিত স্বর) : "আপনি থাকেন কোথায় ?" (৩)

১৯৪. একটি জনবহুল মেট্রো- স্টেশন।

পল (আরোপিত স্বর) : 'মাসে আপনার আয় কত ?" (৩)

১৯৫. একটি বিভাগীয় বিপনী। মিষ্টির কাউন্টার। কয়েকজন ক্রেতা।

পল (আরোপিত স্বর) : "এরকম কেন হয় যে শ্রমিক শ্রেণীর নারীদের তুলনায় উচ্চবিত্ত সমাজের নারীরা প্রায়ই যৌনশীতল ?" (৫)

১৯৭. একটি বইয়ের দোকান। ক্রেতাদের মধ্যে পল।

পল (আরোপিত স্বর) : "আপনি কি জানেন মধ্য প্রাচ্যে একটা যুদ্ধ চলছে ?" (৪

১৯৭. ভীড়াক্রান্ত নৈশ রাজপথ।

পল (আরোপিত স্বর) : আস্তে আস্তে এই তিনমাসে আমি লক্ষ্য করেছি যে এই সমস্ত প্রশ্ন কোন সামগ্রিক মনোভঙ্গীকে প্রতিফলিত করা দূরে থাকুক, বরং মাঝে মাঝেই তাকে প্রতারিত ও বিকৃত করছিল।

১৯৮. বিকেল বেলা। বৃষ্টি ভেজা ফুটপাথ। ডানদিকে একটা জুতোর দোকান।

পল (আরোপিত স্বর) : আমার নিজের বিষয়মুখীনতার অভাব, প্রায়ই অবচেতন ভবে, অধিকাংশ সময়েই সঙ্গীত রচনা করছে একটি অনিবার্য...। (৬)

১৯৯. একটি রাস্তা। প্রচুর গাড়ী ও পথচারী।

পল (আরোপিত স্বর) : ……নিষ্ঠাহীনতার সঙ্গে। সুতরাং যাদের প্রশ্ন করছিলাম, তাদের মানসিকতা না জেনে……। (৫)

২০০ ফুটপাথের পাশে একটি কাচের দেওয়াল যুক্ত রেস্তোরাঁ।

পল (আরোপিত স্বর) : …..আমি তাদের প্রতারণা করছিলাম ও তারাও আমাকে প্রবঞ্চিত করছিল। কেন ? (৪)

২০১. পথচারীরা আর একটি জনবহুল রাস্তা পার হচ্ছে।

পল (আরোপিত স্বর) : সন্দেহ নেই কেননা সমীক্ষা ও নমুনা খুব তাড়াতাড়ি তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে যায়, যা হচ্ছে . …। (৫)

২০২. কাচের দেওয়াল সহ জনবহুল কাফে। রাস্তায় কয়েকজন পথিক।

পল (আরোপিথ স্বর) : স্বভাবের পর্যবেক্ষণ, এবং ছলনার মাধ্যমে মূল্য-বিচারকে প্রতিস্থাপিত করে . …। (৫)

২০৩. নৈশ ফুটপাত। পল হাঁটছে।

পল (আরোপিত স্বর) : · গবেষণার জন্য। আমি আবিষ্কার করছি যে যেসব প্রশ্ন আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম তা বহন করছিল একটা মতাদর্শ ·· (৮)

২০৪. নৈশ ফুটপাথ। জামা-কাপড়ের দোকান। পথচারীরা প্রায় সকলেই নারী ও শিশু।

পল (আরোপিত স্বর) : ·· যা বাস্তব অবস্থার সম্পূরক নয়, কিন্তু গতকালের অতীতের। (৫)

২০৫. শেষবিকেলে জনবহুল ফুটপাথ। একটা টেবিল পেতে পুস্তিকা বিক্রী হচ্ছে।

পল (আরোপিত স্বর) : অর্থাৎ আমাকে সতর্ক থাকতে হয়েছে। হঠাৎই কয়েকটা এলোমেলো পর্যবেক্ষণ এসে আমার পথ নির্দেশ করে গেছে। (৬)

২০৬. পল একটা কাফেতে বসে সিগারেট টানছে।

পল (আরোপিত স্বর) : একজন দার্শনিক হচ্ছেন এমন একজন মানুষ যিনি তাঁর চৈতন্যকে গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে পৃথক রাখেন : চৈতন্যবান হওয়া

অর্থ পৃথিবীর সামনে নগ্ন হওয়া। (সে ডানদিকে তাকায়।) বিশ্বস্ত হওয়া অর্থাৎ কর্মিষ্ঠ থাকা যেন সময়...... । (১২)

২০৭. নৈশ বুলভার। ছাতা মাথায় পথচারীরা চলাচল করছে।

পল (আরোপিত স্বর) :......অবয়বী নয়। প্রজ্ঞান জন্ম নিতে পারে যদি কেউ জীবনকে দেখে, প্রকৃতই দর্শন করে, তাই হয় প্রজ্ঞান। (১)

১৫

একটি চিত্রলিপি

১৫

২০৮. একবার গ্নলির আওয়াজ। (১)

২০৯. ক্লোজ-আপে কাথরিন। পরিপ্রেক্ষিতে টাইপ করার শব্দ। সে ঘরের চারদিকে তাকায়। টাইপিং থামে।

পন্নলিশ কর্মচারী (অদৃশ্য): ঠিক আছে, কি ঘটেছিল ?

(কাথরিন অন্যদিকে তাকায়, তারপর প্রশ্নকারীর দিকে, তারপর কথা বলে।)

কাথরিন: ও মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছ্ন টাকা পায়। (সে হাসে। এখন থেকে তটর কথাবার্তার মধ্যে টাইপিং এর শব্দ থাকবে।) আর ও একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছিল। প্রথমে আমরা বিশ্বাস করি নি, কিন্তু যখন মাদলেইন আর এলিজাবেথ দেখে এল, ওদের বিশ্বাস করতে হল। (সে এক পলক ছাদের দিকে তাকায়।) নইতে একটা নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছিল, সেখানে, সত্যি বলতে কি, খ্নব বিশাল ব্যাপার। (স্তব্ধতা) ওরা আলোচনা করছিল ফার্নিচার সাজানো, রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর, আরও অনেককিছ্ন নিয়ে। (পরবর্তী বাক্যটি বলবার সময়ে সে চারদিকে তাকায়।) আমার ধারণা এমনকি ওদের মধ্যে তর্কও হয়েছিল। এলিজাবেথ, ওই আমাকে বলেছে—কেননা মাদলেইন চাইছিল এলিজাবেথ ওদের সঙ্গেই থাকুক আর পল ছিল তার বিরন্দ্ধে। (স্তব্ধতা) ও, এও চেয়েছিল ·· আমার মতে ও চেয়েছিল কয়েকটা ফটো তুলতে। আর তখনই নিশ্চয় খ্নব পিছিয়ে যায়, ফলে পড়ে যায়। (সে বাঁ দিকে তাকায়, তারপর সোজা ক্যামেরার দিকে, অতঃপর পন্নলিশ কর্মচারীর দিকে। এটা আত্মহত্যা হতে পারে না, তা সম্ভব নয়। (সে চোখ নামায়।) সত্যিই একটা অর্থহীন দন্র্ঘটনা। (সে দেওয়ালের দিকে তাকায়, তারপর চোখ ফিরিয়ে আনে প্রশ্নকর্ত্তার দিকে।) (৬৯)

২১০ চশমা পরিহিত জনৈক সাদা পোষাকের পুলিশ কর্মচারী টাইপ করছে।

পুলিশ কর্মচারী : পরের জন।

কাথরিন (অদৃশ্য) : তোর পালা।

(পুলিশ কর্মচারীটি টাইপ করবার প্রস্তুতি শেষ করে ফিরে তাকায়।) (১৯)

২১১. কাথরিন যেখানে বসেছিল, সেখানেই মাদলেইন বসে আছে। ক্লোজ-আপ। গম্ভীরভাবে সে নীচে তাকিয়ে বসেছে।

পুলিশ কর্মচারী (অদৃশ্য) : আপনি মাদলেইন জিমার ?

(মাদলেইন পুলিশ কর্মচারীর মুখের দিকে তাকায় ও মৃদু হাসে।)

মাদলেইন : হ্যাঁ।

(টাইপ রাইটারের শব্দ। দীর্ঘক্ষণ চোখ নামিয়ে রাখবার পর মাদলেইন সোজা ক্যামেরার দিকে তাকায়।)

পুলিশ কর্মচারী অদৃশ্য) : কি ঘটেছিল ?

(মাদলেইন প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নেয়।)

মাদলেইন : মানে, কাথরিন যা বলেছে তাই ঘটেছিল। ঠিক তাই ঘটেছিল।

পুলিশ কর্মচারী (অদৃশ্য) : আপনার বান্ধবী কুমারী এলিজাবেথ শোকে, বললেন যে আপনি গর্ভবতী। আপনি কি করবেন ?

(মাদলেইন চোখ নামায়। মাথা তুলে আঙুল দেখে। তারপর পুলিশ কর্মচারীর দিকে তাকায়।)

মাদলেইন : আমি ঠিক জানি না। (কথা বলতে বলতে সে চুলে আঙুল চালায়।) আমি নিশ্চিত নই··· ··আমি জানি না। এলিজাবেথ আমাকে পর্দা টাঙানোর কথা (তাকে একটু উদ্বিগ্ন মনে হয়) বলছিল। (সে বার বার চারদিকে তাকায়। চুলে আঙুল চালায়। প্রশ্নকারীকে দেখে।) আমি নিশ্চিত নই। (সে আবার প্রশ্নকারীকে দেখে, চোখ নামায়। চোখ তোলে, বাঁ দিকে তাকায়। একটু ইতঃস্তত করে।) আমি নিশ্চিত নই। (৬৪)

২১২. ক. একটি লিপিচিত্র

নারী (২)

খ. একটি লিপিচিত্র

স মাপ্ত (৪)

একবার গুলির আওয়াজ হয়।

——